উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৪৬৩.০৯ (-৭২১.০৮)
নিফটি : ২৪,৮৩৭.০০ (-২২৫.১০)

ইন্দিরার রেকর্ড ভাঙলেন নমো
১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত একটানা ৪,০৭৭ দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। শুক্রবার সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। » ৭

অশ্লীল ভিডিও, বন্ধ ২৫ ওটিটি
অবশেষে পদক্ষেপ। অশ্লীল ও বেআইনি বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে কঠোর হল কেন্দ্রীয় সরকার। বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হল ২৫টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩২°	৩৩°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৬°	২৭°

অপরাজিতা বিল ফেরত
অপরাজিতা বিল ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই বিলে রাজ্যের প্রস্তাবিত ফাঁসির সাজা নিয়ে আপত্তি রয়েছে কেন্দ্রের। » ৫

৯ শ্রাবণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 26 July 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 69

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভয় ধরিয়ে কিস্তিমাতের ছকে মরিয়া দুই ফুলই

গৌতম সরকার

ভিনরাজ্যে হয়রানি। একের পর এক। তার ওপর জুড়ে বসল এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্প...। ভয়ের পরিবেশ চারপাশে। আধার বা ভোটার কার্ড নাকি নাগরিকত্বের প্রমাণ ধরা হবে না। বিহারের পর ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নাকি বাংলাতেও হবে। জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, কার্যত বাবা-মায়ের ঠিকুজি না পেলে ভোটার তালিকা থেকে 'জাস্ট' ঘ্যাঁচাং ফু সময়ের অপেক্ষা।

ভয় তো ধরবেই। ধরানোও হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে- দেখেছ কাণ্ড! কাদের হাতে দিয়েছ দেশশাসনের ভার! তোমায় তো দেশ ছাড়া করে ছাড়বে হে। কয়েকজনকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের ঘটনায় যেন ভয়ের ফ্লাডগেট খুলে গিয়েছে। নাগরিকত্ব হারানোর ভয়! ভোটাধিকার হারানোর ভয়! নথি না থাকলে তো কথাই নেই। থাকলেও অনেক সময় রেহাই মিলবে না। রাষ্ট্র তাড়িয়ে দিলে কী হবে, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়।

ইতিমধ্যে বিতাড়িত কিছু মানুষের কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশ জিরো পয়েন্টে খোলা আকাশের তলায় রাত্রিবাসের বিভীষিকা সামনে এসেছে। ভারত ঠেলে দিলেও বাংলাদেশ তাঁদের নেয়নি। ভারতও ঠাঁই দিতে অস্বীকার করেছে। ভাবুন কী যন্ত্রণা! দেশ, নাগরিকত্ব হারানোর ভয়! উত্তরবঙ্গবাসীর এই ভয় পাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ আছে। সাবেক ছিটমহলবাসীর নজিরে নাগরিকত্বহীনতার যন্ত্রণা স্মৃতিতে এখনও টাটকা। না ছিল নাগরিকত্ব, না ছিল ভোটাধিকার।

রাষ্ট্রহীন একদল মানুষ মিথ্যা পরিচয়ে বেঁচে ছিলেন। অন্যকে বাবা সাজিয়ে, অন্যের ঠিকানা দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে হয়েছে। সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালের নথিতে অন্য কাউকে স্বামী সাজাতে হয়েছে। পরিচয় লুকিয়ে সবসময় ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় নিয়ে জীবনধারণ। অসমে এনআরসি আরও উদ্বেগের ছোঁয়া বয়ে এনেছিল উত্তরবঙ্গে। অথচ এনআরসি একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক উদ্যোগ।

কিন্তু সেই গেরোয় নথিপত্র নিয়ে হয়রানিটাও বাস্তব। অসমে বিশেষ করে বাংলাভাষী অনেকে সেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। নথিপত্র না থাকলে বা কিছু গরমিল থাকলে সোজা চালান ডিটেনশন ক্যাম্পে। আলিপুরদুয়ারের বারবিশা কিংবা কোচবিহারের বক্সিরহাটে সীমানা পেরিয়ে সেই বন্দি জীবনের আতঙ্ক ছুঁয়েছিল উত্তরবঙ্গকে। এখন সেই আতঙ্ক একেবারে ঘাড়ের ওপর। অসম থেকে এনআরসি নোটিশ এসে উপস্থিত উত্তরবঙ্গে।

দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসী, আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বরের অঞ্জলি শীলের ঠিকানায়

এরপর বারোর পাতায়

গর্বের সার্কিট বেঞ্চ

উত্তরের আইনি ব্যবস্থায় জুড়ছে নতুন পালক। স্থায়ী পরিকাঠামোয় জলপাইগুড়িতে শুরু হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার আগে নতুন পরিকাঠামোর হালহকিকত খতিয়ে দেখলেন সৌরভ দেব ও পূর্ণেন্দু সরকার

যা থাকছে

- ৪০ একর জমির ওপর স্থায়ী পরিকাঠামো
- পাঁচতলার মূল ভবন
- ১৩টি আদালত কক্ষ
- ৫টি ডিভিশন বেঞ্চ এবং ৭টি সিঙ্গল বেঞ্চ
- এখনও পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির আদালত সহ মোট ৫টি আদালত তৈরির কাজ শেষ, বাকি আদালত তৈরির কাজ চলছে
- অ্যাডভোকেট জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল, সলিসিটর জেনারেল, অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবীদের অফিস
- আধুনিক রেকর্ড রুমের পাশাপাশি তথ্য সংরক্ষণের জন্য আলাদা ডেটা সেন্টার
- বিচারপতিদের জন্য আলাদা গ্রন্থাগার
- আইনি পরিষেবা কেন্দ্রের অফিস
- মেডিটেশনের জন্য আলাদা ঘর
- অডিটোরিয়াম, বিচারপতিদের জন্য ক্লাব
- তৈরি হচ্ছে আলাদা পুলিশ ব্যারাক
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা, এটিএম এবং পোস্ট অফিসের শাখা

আইনজীবীদের জন্য

- তিনটি বসার ঘর, মহিলা আইনজীবীদের জন্য আরও তিনটি ঘর
- আইনজীবীদের জন্য বার লাইব্রেরি

প্রশস্ত প্রবেশপথ

- আদালত ভবনে প্রবেশের জন্য মোট ৭টি দরজা। মূল রাস্তা থেকে সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে ঢোকার জন্য চারটি গেট। আদালত চত্বরে রয়েছে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য তিনটি আলাদা জায়গা।

শুরুর কথা

- জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ তৈরির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬২ সাল থেকে
- ১৯৯৩ সালে আন্দোলন আরও জোরদার, শুরু ধর্মঘট-অবরোধ
- ২০১২ সালে জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর শিলান্যাস
- ২০১৯ সালে জলপাইগুড়িতে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোর অস্থায়ী পরিকাঠামোতে সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু
- ওই বছরই পাহাড়পুরে ৩১ডি জাতীয় সড়কের পাশে শুরু স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির কাজ

বাসভবন

- বর্তমানে বিচারপতিরা জুবিলি পার্ক এবং রেসকোর্সপাড়া তিস্তা ভবনে অস্থায়ী পরিকাঠামোয় থাকছেন। পাহাড়পুর এলাকায় স্থায়ী পরিকাঠামোয় প্রধান বিচারপতি সহ অন্য বিচারপতিদের জন্য ১০টি বাংলো তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে ইতিমধ্যে তিনটি বাংলো নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
- বর্তমানে সার্কিট বেঞ্চের কর্মীরা রাজবাড়িপাড়ার কম্পোজিট কমপ্লেক্সের সরকারি আবাসনে থাকছেন। এই কর্মীদের জন্য পাহাড়পুরের স্থায়ী পরিকাঠামোতে ৭টি বহুতলে মোট ৮০টি ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে।

কী সুবিধা?

- উচ্চ আদালতে বিচার পেতে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের হত্যে দিয়ে কলকাতায় পড়ে থাকতে হত। তাতে সময় ও খরচ দুই-ই বেশি লাগত। বিচার ঝুলে থাকত দীর্ঘসময়। এবার সেই বিচার ব্যবস্থা খানিক ত্বরান্বিত হবে।

নতুন থানাও

- সার্কিট বেঞ্চের জন্য আলাদাভাবে একটি থানাও তৈরি হবে। যেখানে একজন ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক থাকবেন

ওঁরা বলছেন

এই সার্কিট বেঞ্চ শুধু জলপাইগুড়ি নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের আইনি পরিষেবার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হতে চলেছে। এতে আর্থিক পরিকাঠামো যথেষ্ট চাঙ্গা হবে।

– **অভিজিৎ সরকার,** *সম্পাদক, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বার অ্যাসোসিয়েশন*

সার্কিট বেঞ্চ আমাদের আইনজীবী এবং সাধারণ মানুষের আবেগ। অনেক আন্দোলন করে আমরা এটা পেয়েছি। তবে দাবি থাকবে, স্থায়ী পরিকাঠামোয় যাতে স্থায়ী বেঞ্চ চালু হয়।

– **গৌতম দাস,** *সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বার কাউন্সিল*

আমাদের দাবি, উদ্বোধনের প্রথম দিন থেকেই যাতে এখানে স্থায়ী বেঞ্চ চালু হয়। তাহলেই আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং সকলের প্রচেষ্টা একটা ভিন্ন মাত্রা পাবে।

– **কমল বন্দ্যোপাধ্যায়,** *সভাপতি, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বার অ্যাসোসিয়েশন*

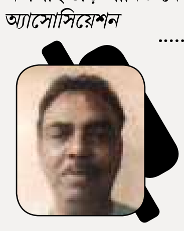

নয়ের দশকের শুরুতে আমি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেই সময় রেল অবরোধ থেকে শুরু করে সার্কিট বেঞ্চের দাবিতে ছয়টি সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল জলপাইগুড়িতে। এখন স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ যখন শেষের মুখে, তখন আমরা জানতে পারছি এখানে সার্কিট বেঞ্চই থাকছে। আমাদের দাবি, মাদুরাই বেঞ্চের মতো এখানে স্থায়ী বেঞ্চ দিয়ে কাজ শুরু হোক।

–**গৌতম পাল,** *সহ সম্পাদক, সার্কিট বেঞ্চ দাবি আদায় সমন্বয় কমিটি*

ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী
গ্রাফিক্স : তপু দেবনাথ

স্বামী বাংলাদেশি! স্ত্রী নথি দিলেন পুলিশকে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৫ জুলাই : আজব কাণ্ড! একই ব্যক্তি দুই দেশের ভোটার! নথি অনুযায়ী তিনি দুই দেশেরই নাগরিক। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের পরিচয়পত্র বানিয়ে দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বহালতবিয়তে ভারতেই বসবাস করছেন বলে অভিযোগ। শুধু বসবাসই নয়, রীতিমতো দু'দুটি বিয়ে করে ঘরসংসারও করছেন। ব্যবসার পাশাপাশি পদ্ম শিবিরে নাম লিখিয়ে দিব্যি রাজনীতির আঙিনাতেও জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বজিৎকুমার ধর নামে ওই ব্যক্তি। এতদিন তাঁর আসল পরিচয় কেউ কিছুই জানতেন না, কিংবা জানলেও বিষয়টি নিয়ে কেউ ঘাঁটাতে চাননি। কিন্তু শুক্রবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন বিশ্বজিতের প্রথম স্ত্রী সীমা ধর। এদিন সরাসরি রায়গঞ্জের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির হয়ে লিখিতভাবে সীমা জানিয়ে দিলেন, তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎকুমার ধর আদতে একজন বাংলাদেশি। একইসঙ্গে স্বামীর ভারতের আধার ও ভোটার কার্ড এবং বাংলাদেশের বৈধ পাসপোর্ট থাকার কথাও পুলিশকে জানিয়েছেন সীমাদেবী। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর দিনাজপুরের প্রশাসনিক মহলে।

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা বিশ্বজিৎকুমার ধরের নামে থাকা পাসপোর্ট অনুযায়ী তাঁর জন্মতারিখ ২৮ মে, ১৯৭৮। পাসপোর্ট নম্বর বিএন-০৪১৮৯৭৬, সিরিয়াল নম্বর ১৯৭৮২৭১২১৩৮৬২২৯৪। অথচ ভারতীয় আধার কার্ডে তাঁর জন্মতারিখ ১ জানুয়ারি, ১৯৮১। হেমতাবাদ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জন্ম দেখিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে একটি জন্ম শংসাপত্রও বানিয়ে ফেলেছেন বিশ্বজিৎ। সেই শংসাপত্রে আবার তাঁর জন্ম তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৯৮১। যদিও এদিন হেমতাবাদ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রেজিস্টারে ওই ব্যক্তির জন্মের কোনও তথ্যই লিপিবদ্ধ নেই। বিশ্বজিতের আধার কার্ডের নম্বর ৭৮০৬৪০৫১৭৭৩৪ এবং

এরপর বারোর পাতায়

মোকাবিলায় প্রস্তুতি প্রশাসনের

ভাঙনে বিপর্যস্ত মালদা

ভারী বর্ষা সেভাবে শুরু হয়নি। তাতেই আতঙ্ক নদীপাড়ে। কেউ খুঁজছেন নিরাপদ আশ্রয়, কেউ আবার ভিটেমাটি হারিয়ে নিরুপায়। নদী যেন আতঙ্ক হয়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ বাসিন্দার কাছে।

মালদা ব্যুরো

২৫ জুলাই : এ যেন ত্রিফলা আক্রমণ! গঙ্গা, মহানন্দা এবং ফুলহর, তিন নদীর ভাঙনে ত্রস্ত নদীপাড়। কেউ রাতের অন্ধকারে বাধ্য হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটছেন, কেউ আবার দিনের আলোয় তিল তিল করে গড়ে তোলা দালান ভাঙছেন। ফি বছর একই সমস্যার মুখে পড়তে হওয়ায়, নদী সংলগ্ন জনপদগুলিতে ক্ষোভ জমছে সেচ প্রশাসনের বিরুদ্ধেও। বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে যেখানে প্রচুর, সেখানে নদীগুলি ত্রাস হয়ে ওঠায় দুশ্চিন্তা প্রশাসনিক কর্তাদের কপালেও। ভাঙন প্রতিরোধ, দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ত্রাণ ব্যবস্থায় নজর রেখে শুক্রবার উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক হয়েছে মালদার প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা শাসক পীযুস সালুনকে, শেখ আনসার আহমেদ ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দুই মহকুমা শাসক, মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক এবং বিডিওরা। বৈঠক শেষে জেলা শাসক বলেন, 'ভাঙনকবলিত এলাকাগুলিতে সমস্ত পরিষেবা দেওয়া, প্রয়োজনে বাসিন্দাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সেচ দপ্তর থেকেও নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চেষ্টা করছি যেন সেভাবে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি না হয়। পরিস্থিতির দিকে আমরা নজর রাখছি।'

বিরামহীনভাবে ভাঙছে নদীপাড়। গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে দিশেহারা মালদার রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি অঞ্চলের একাধিক গ্রাম। নদীর স্রোতে মহানন্দটোলার কান্তটোলা, শ্রীকান্তটোলা, জিতুটোলা ও মুলিরামটোলায় বাড়িঘর, কৃষিজমি ও বসতভিটে গিলছে গঙ্গা। অসহায় অবস্থায় বাসিন্দারা ছুটছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ বাঁধের উপর, আবার কেউ আত্মীয়দের বাড়িতে। প্রশাসনের তরফে মুলিরামটোলায় অস্থায়ী ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। দুর্গত মানুষের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে খাবারের। কিন্তু নজর নেই কারও। দিনের শেষে খাবার পড়ে রইল ত্রাণশিবিরে। মুলিরামটোলার বাসিন্দা কনক মণ্ডল বলছেন, 'ভাঙন চলছে অনেকদিন ধরেই। দু'দিন খাবার খেয়ে কী হবে? পুনর্বাসন প্রয়োজন।' স্থানীয় নীলকণ্ঠ মণ্ডলের অভিযোগ, 'বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ চলছে। কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের। খাবার নয়, পুনর্বাসন চাইছি।' নেতা-জনপ্রতিনিধদের আশ্বাস বাস্তবায়িত হলে বা তিন মাস আগে যদি প্রতিরোধের কাজ শুরু হত, তবে তাঁদের এমন অসহায় অবস্থায় পড়তে হত না, মনে করেন জিতুটোলার মনোজ স্বর্ণকারের মতো অনেকেই। রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পোর বক্তব্য, 'পুনর্বাসনের জন্য এলাকায় জমির খোঁজ চলছে। তবে একটু সময় লাগবে।'

ফুলহরেও জল বাড়ছে। ইসলামপুর এলাকায় অসংরক্ষিত

এরপর বারোর পাতায়

জলে গিয়েছে বালির বাঁধ। রতুয়ায়। ছবি : শেখ পান্না

বিপদ দুয়ারে

- গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে দিশেহারা মালদার রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি অঞ্চলের একাধিক গ্রাম
- অসহায় বাসিন্দারা ছুটছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে
- ফুলহরেও জল বাড়ায় ইসলামপুর এলাকায় অসংরক্ষিত অঞ্চলগুলিতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে
- মানিকচকের জোতপাট্টায় ভাঙন রোধের কাজ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ
- বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি রাখা হচ্ছে ২৪টি ফ্লাড শেলটার

এডিশন স্পেশাল

'আপনার লেকচার আদালত শুনবে না'
» *পাঁচের পাতায়*

প্রয়াত কবি রাহুল পুরকায়স্থ
» *পাঁচের পাতায়*

সোমবার সচল হতে পারে সংসদ
» *সাতের পাতায়*

শ্রমিককে জোর করে 'পুশব্যাক' বাংলাদেশে

কালিয়াচকে আমির শেখের বাড়ির সামনে জটলা প্রতিবেশীদের।

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৫ জুলাই : বাংলার শ্রমিককে 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে সে দেশে জোর করে 'পুশব্যাক' করার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, ওই শ্রমিককে পে লোডার দিয়ে বাংলাদেশগামী একটি গাড়িতে বিএসএফ ছুড়ে ফেলে বলে অভিযোগ। মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা ওই পরিযায়ী শ্রমিক রাজস্থানে কাজ করতে গিয়েছিলেন। ঘটনার কথা পরিবারের সদস্যরা জানার পরই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দ্রুত তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে বসে অসহায় হয়ে কাঁদছেন পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখ। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমির শেখের কান্নার ওই ছবি দেখে তাঁর পরিবারেও শুরু হয়েছে কান্নার রোল। তাঁর শোকে রান্নাবান্না বন্ধ হয়েছে পরিবারে। শুক্রবারে এমনই দৃশ্য দেখা গেল কালিয়াচকের জালালপুরের নারায়ণপুর গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখের বাড়িতে।

রাজস্থানে কাজ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন কালিয়াচকের ওই পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য রাজস্থান পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে অভিযোগ।

আমিরের বাবা জিয়েম শেখও পরিযায়ী শ্রমিক। বর্তমানে বিহারের গয়ায় রয়েছেন। তিন মাস আগে আমিরের সঙ্গে গ্রামের বেশ কয়েকজন শ্রমিক রাজস্থানের ভিলাপাড়া এলাকায় কাজে গিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় কথা বলার অভিযোগে হঠাৎ করেই আমিরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর বারোর পাতায়

উত্তমের মতোই নোটিশ নিশিকান্তকে

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৫ জুলাই : শুধু উত্তমকুমার ব্রজবাসী নন, অসম থেকে এনআরসি'র নোটিশ পেয়েছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা এলাকার এক বাসিন্দা নিশিকান্ত দাসও। নোটিশ পাওয়ার পর সত্তরোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধ অসমে গিয়ে জমির দলিল সহ অন্যান্য নথিপত্রও দেখিয়েছেন। কিন্তু ফরেনার ট্রাইবিউনাল তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। আর এতেই চিন্তায় নিশিকান্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবলু বর্মনের কথায়, 'আমার বিষয়টি জানা নেই। তবে, আমরা দলের তরফে এখনই খোঁজ নিয়ে দেখছি। আমরা ওই ব্যক্তির পাশে আছি।'

কোচবিহার জেলার দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসীর কাছে ফরেনার ট্রাইবিউনাল থেকে এনআরসি'র নোটিশ আসায় রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। এমনকি ২১শে জুলাই ধর্মতলার শহিদ স্মরণ সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক মঞ্চে হাজির করানো হয় উত্তমকে। আর সেই মঞ্চ থেকেই 'বাঙালিদের হেনস্তার' প্রতিবাদে আন্দোলনের বার্তা দেন দলের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন নিশিকান্ত জানিয়েছেন, প্রায় ৩০ বছর আগে কাজের সন্ধানে তিনি অসমে গিয়েছিলেন। সেখানে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ভিআইপি চৌপথি এলাকা থেকে অসম পুলিশ তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে

এরপর বারোর পাতায়

পুজোয় এবার ডেস্টিনেশন ডোকালাম

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : 'যুদ্ধক্ষেত্র'ই নাকি আগামীর গন্তব্য! বছর আটেক আগে যে জায়গার অধিকার নিয়ে ভারত-চিন বিবাদে জড়িয়েছিল, এখন সেই ডোকালাম সেজে উঠছে পর্যটকদের জন্য।

পুজোর মুখে এই 'যুদ্ধক্ষেত্র'-তে পর্যটকদের প্রবেশে ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিম প্রশাসন। বিদেশমন্ত্রক সবুজ সংকেত দেওয়ায় দ্রুত পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাহাড়ি রাজ্যটির পর্যটন দপ্তর। ফলে নাথু লা, চো লা'র পর আরও একটি 'সংঘাত ভূমি' হয়ে উঠছে পর্যটনস্থল। সিকিম পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সি সুভাকর রাও বলছেন, 'ডোকালামে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাস থেকেই পর্যটকদের ছাড়পত্র দেওয়া শুরু হবে।'

কিন্তু বরফ গলল কীভাবে? এর পিছনে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির হাত দেখছে কূটনৈতিক মহল। কৈলাস মান সরোবর যাত্রার পাশাপাশি ডোকালামে পর্যটনে ছাড়পত্র দিতে চিনকে তিনিই রাজি করিয়েছেন, মনে করছেন কূটনীতিবিদরা।

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনের সামরিক ক্ষমতা কেমন ছিল, তা পরখ করতে অনেকেই ছুটে আসেন দার্জিলিংয়ের তাকদায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গেও নাম জড়িয়ে রয়েছে তাকদার। ফলে এই অঞ্চল এখন অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র। ঠিক সেভাবেই আগামীর সম্ভাবনাময় পর্যটনস্থল হয়ে উঠতে পারে ডোকালাম, এমনটাই আশা পর্যটন মহলের।

১৯৬৭ সালে সীমান্তের অধিকার নিয়ে ভারত-চিন মুখোমুখি হয়েছিল নাথু লা এবং চো লা'য়। সংঘাতে জড়িয়েছিল ভারতীয় সেনা ও চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি। ওই দুটি জায়গাই এখন পর্যটনকেন্দ্র। এবার পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ভারত-ভুটান-চিন, ত্রি-সংযোগস্থলে অবস্থিত ডোকালাম। সীমান্তের এই এলাকাকে পর্যটন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারত রণভূমি দর্শন'।

বিশিষ্ট পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসু মনে করছেন, 'সীমান্তগুলিকে যত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, ততই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে কারণেই বর্ডার ট্যুরিজমে জোর দেওয়ার কথা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি।'

বিতর্ক, বিবাদ অবশ্য পিছনে ফিরে দেখতে চাইছে না সিকিম। বিদেশমন্ত্রক থেকে সবুজ সংকেত পেতেই ডোকালাম নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে প্রেম সিং তামাংয়ের প্রশাসন। 'এবার পুজোয় ডেস্টিনেশন হোক ডোকালাম', সিকিম পর্যটনে নতুন ক্যাচলাইন তৈরি করে ফেলা হয়েছে।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৭৮০ ফুট উচ্চতায় মালভূমি ডোকালামের জন্য নতুন রাস্তা তৈরি, গাড়ি রাখার জায়গা তৈরির কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। আগামী দেড় মাসের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। গ্যাংটক থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরের নাথু লা'তে যখন ছুটছেন পর্যটকরা, তখন ৬৮

এরপর বারোর পাতায়

এই জায়গাতেই আগামীতে পা পড়বে পর্যটকদের।

শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

শিয়ালদহ ডিভিসনের দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে, পয়েন্ট নং ২৩১এ/২৩০বি (ডিডিএস) সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য, আপ/সিসিআর লাইনে ২৬/২৭.০৭.২০২৫ (শনিবার/রবিবার) তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে ৭ ঘন্টার (০০.০০ ঘ. থেকে ০৭.০০ ঘ. পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। তদনুযায়ী, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে: ● ২৬.০৭.২০২৫ (শনিবার) ট্রেন বাতিল: শিয়ালদহ-ডানকুনি: আপ ৩২২৪৯/ডাউন ৩২২৫২। ● ২৭.০৭.২০২৫ (রবিবার) ট্রেন বাতিল: শিয়ালদহ-হাবরা : আপ ৩৩৬৫৩/ডাউন ৩৩৬৫৪। শিয়ালদহ-দত্তপুকুর: ডাউন ৩৩৬১২। শিয়ালদহ-বনগাঁও: আপ ৩৩৮১৭/ডাউন ৩৩৮২৪। শিয়ালদহ- বারাসাত: আপ ৩৩৪৩১/ডাউন ৩৩৪৩২। শিয়ালদহ-ডানকুনি : আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯/ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮, ৩২২২০। ● ২৭.০৭.২০২৫ (রবিবার) ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু: (১) রবিবার ৩৩৮১২ ডাউন বনগাঁও-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহ-এর পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৮১৩ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁও লোকাল শিয়ালদহ-এর পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) রবিবার ৩৩৮১৪ ডাউন বনগাঁও-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহ-এর পরিবর্তে বারাসাত-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৮১৫ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁও লোকাল শিয়ালদহ-এর পরিবর্তে বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ : ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭.২০২৫) ০৩ ঘন্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ পুরী থেকে ১৯.৪৫ ঘঃ-এর পরিবর্তে ২৩.১৫ ঘঃ-তে ছাড়বে এবং ব্লক বাতিল হওয়া পর্যন্ত বরাহনগর রোড স্টেশনে নিয়ন্ত্রিত হবে। ● ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন: (১) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭.২০২৫) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল-নৈহাটী-দমদম জংশন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে এবং বেলঘরিয়াতে থামবে। (২) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ী-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭.২০২৫) এবং (৩) ১২৩৭৮ ডাউন নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭.২০২৫) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল-নৈহাটী-দমদম জংশন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO,
Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/EO/NIT-005/2025-26 Last date of online bid submission 09-08-2025 Hrs 06:00 P.M. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-০৭২০২৫-এমএলজি, তারিখ: ২২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর বদরপুর, হাফলং, আগরতলা, ফকিরাগ্রাম জং., কোকরাঝাড়, ধুবরি, নিউ কোচবিহার, ধূপগুড়ি এবং কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা (মোট দৈর্ঘ্য - ১৯.১৩ কিমি)। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ১০০,৬১,৫৬,৩৫০.২৪ টাকা; বায়নার অর্থ: ৫১,৮০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটায় এবং ২১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘন্টায় প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১, আসাম কার্যালয়ে খোলা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তীর্থঙ্করের টলিউড পাড়ি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুলাই : কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে সৌরভ পালধির পরিচালনায় ‘অঙ্ক কি কঠিন’। তিন শিশুর এই কাহিনীতে মজেছেন অনেকেই। এই সিনেমার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগ প্রথম তৈরি করেছিলেন শিলিগুড়ির অঙ্কিত সেনগুপ্ত। অঙ্কিত এই সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফার। কিন্তু এই সিনেমার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগ তৈরি করেছেন আলিপুরদুয়ার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর অরবিন্দনগরের বাসিন্দা তীর্থঙ্কর রায়ও। তীর্থঙ্কর এই সিনেমার জন্য প্রোমোশনাল কনটেন্ট তৈরির দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

প্রথমে অল্প দায়িত্ব পেলেও তাঁর কাজ এতই ভালো লাগে পরিচালকের যে, এই সিনেমার বেশিরভাগ প্রোমোশনাল কনটেন্ট তৈরির দায়িত্ব তীর্থঙ্করকেই দেওয়া হয়। তবে আলিপুরদুয়ার থেকে টলিউড অবধি এই যাত্রা কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না।

দুম করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তীর্থঙ্কর পাড়ি দেন অনিশ্চয়তার পথে, লক্ষ্য একটাই সিনেমায় কাজ করা। এরইসঙ্গে চলতে থাকে ফুড ব্লগিং। এরপর হঠাৎই সুযোগ আসে অপরাজিতা আঢ্য, মধুমিতা সরকার অভিনীত ‘চিনি ২’ সিনেমায় অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে কাজ করার।

এরপর শ্রীজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য অভিনীত ‘দশম অবতার’ সিনেমাতেও অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে কাজ করেন। সেইসঙ্গে দেব অভিনীত ‘টেক্কা’ সিনেমাতেও অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে কাজের

সুযোগ পান। প্রসঙ্গত এই সিনেমায় অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন কোচবিহারের সুরাইয়া পারভিনও।

কলকাতা থেকে তীর্থঙ্কর বলেন, ‘নিজেকে দিনের পর দিন আরও তৈরি করছি। এখন পর্যন্ত যেসব দায়িত্ব সামলেছি সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এগোচ্ছি।’ খুব লড়াই করে তীর্থঙ্কর এই জায়গায় পৌঁছেছে বলে জানান তীর্থঙ্করের পাড়ার বন্ধু সুতীর্থ ভট্টাচার্য। খুব গর্বিত ওঁর জন্যে। আরেক বন্ধু কিংকর করও খুব খুশি বন্ধুর সাফল্যে।

মোবাইল লঞ্চ

নিউজ ব্যুরো

২৫ জুলাই : এক্সক্লুসিভ ভিভো লঞ্চের মাধ্যমে পূর্ব ভারতে নজির তৈরি করল খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। লঞ্চ করা হয়েছে ভিভো এক্স২০০ এফই ও এক্স ফোল্ড ৫। খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রিটেল ব্র্যান্ড হিসেবে ভিভোর জন্য এধরনের ক্রেতা-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান আয়োজন করল। কোয়েল সেদিন প্রথম কুড়িজন ক্রেতার হাতে মোবাইল তুলে দিয়েছেন।

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ও আন্দামানের দায়িত্বে থাকা ভিভোর ডিজিএম সেলস ভাস্কর সেনগুপ্ত, খোসলার দুই ডিরেক্টর মনোজ ও মণীশ খোসলা। ছিলেন খুশবু খোসলা (সেলস ডিরেক্টর) ও ভনশিকা খোসলা (মার্কেটিং ডিরেক্টর)। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স প্রমাণ করল, শুধুমাত্র ঘরে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামই নয়, মোবাইল ফোনের রিটেল ব্যবসাতেও তারা এগিয়ে আরও অনেকের থেকে।

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (আরআরবিএস)
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং - ০৩/২০২৫
বিভিন্ন প্যারামেডিকেল পদের শ্রেণিগুলিতে নিয়োগ
নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্যারামেডিকেল পদের শ্রেণিগুলির জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রগুলি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৮.০৯.২০২৫। আবেদনপত্রগুলি সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি
আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ০৯ই আগস্ট ২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ০৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ (২৩:৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	বয়স (০১.০১.২০২৬ অনুযায়ী)	মোট শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবিগুলির)
নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট	৭	৪৪৯০০	সি ১	২০-৪০	২৭২
ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান	৬	৩৫৪০০	বি ১	২০-৩৩	৪
স্বাস্থ্য এবং ম্যালেরিয়া ইনস্পেক্টর গ্রেড-II	৬	৩৫৪০০	সি ১	১৮-৩৩	৩৩
ফার্মাসিস্ট (প্রবেশ মানদণ্ড)	৫	২৯২০০	সি ২	২০-৩৫	১০৫
রেডিওগ্রাফার এক্স-রে টেকনিশিয়ান	৫	২৯২০০	বি ১	১৯-৩৩	৪
ইসিজি টেকনিশিয়ান	৪	২৫৫০০	সি ১	১৮-৩৩	৪
ল্যাব সহকারী গ্রেড-II	৩	২১৭০০	বি ১	১৮-৩৩	১২
সর্বমোট (সমস্ত আরআরবি-এর)					৪৩৪

প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারণ আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারে থাকা আপনার নাম, জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে থাকা সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনের পূর্বে আপডেট করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির, আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদনকারীদের কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫ (প্যারামেডিকেল) অনলাইনে আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণ করার পূর্বে বিশদভাবে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি ০৩/২০২৫-এর বিশদ বিবরণ এবং কোনোপ্রকার সংশোধনী/ সংযোজন উল্লেখিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সিইএন নং- ০৩/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট		
আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderbad.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in
চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	গোরক্ষপুর www.rrbgkp.gov.in
চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	

নং- আরআরবি/ পিএটি/ ০৩-২৫ (প্যারামেডিকেল)/২০২৫/০৫
তারিখ : ২৬.০৭.২০২৫
পিআর/০৫৮৬/ আরআরবি/ এমএইচএক্স/এন/২৫-২৬/২০৪

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

"দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।"

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Army Public School, Bengdubi
PO: Bengdubi, Dist : Darjeeling (WB)
Phone No. . 2480238, Mob No: 8207070238

HEADMASTER/HEADMISTRESS OF PRIMARY WING
REQUIRED ON REGULAR BASIS

Army Public School, Bengdubi invites applications from dynamic, experienced candidates having good inter personal communication & IT skills.
Eligibility Criteria :- (a) Graduation in any specialization with minimum 50% marks in each an overall aggregate.(b) B.Ed, M.Ed/ B.El.Ed/ two years diploma in elementary education. (c) Minimum 08 years of teaching experience with atleast of 05years as PRT in a CBSE recognized school.(d) Age- Maximum 55 years and 57 years for ESM/teachers from the same school. (e) Qualified in CTET and OST. (f) IT/Computer literate. (g)Teachers from the same school who fulfill the minimum QR as laid down above would be preferred.
Pay & allowances :- As per School norms.
How to Apply :- Interested candidates may download application form available on school website **'apsbengdubi.org'** and submit the same duly completed alongwith passport size photograph, photocopies of all testimonials/ certificates in a sealed envelopes duly marked **"Application for the post of Headmaster/Headmistress"** by Registered Post/Speed Post / **by hand to APS Bengdubi latest by 05 Aug 2025**
Incomplete applications and application received after due date will be rejected..
Selection Process :- Through Panel Interview (Only candidates shortlisted, based on qualification, experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview. Those who have applied earlier may apply afresh.
Note :-The decision of school management shall be final and binding in candidate selection.

Sd/- Principal

10x2
P-2

ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ট্রাইফেড)

(উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার)
প্রধান কার্যালয় : এনএসআইসি বিজনেস পার্ক, এনএসআইসি এস্টেট, ওখলা ফেস-III, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নিউ দিল্লি-১১০০২০

ট্রাইফেড বিড আমন্ত্রণ জানিয়েছে (জিইএম/২০২৫/বি/৬৪১৭৭৩৪)

ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ট্রাইফেড) উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন অধ্যায়নের জন্য একটি এজেন্সি নিয়োগের প্রস্তাবনা (আরএফপি) প্রকাশ করছে।

১. নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় সেক্টর স্কিমগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে : প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় বিকাশ মিশন (পিএমজেভিএম), প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএমজনমন) এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল (পিটিপি-এনইআর) থেকে উপজাতীয় পণ্যের প্রচার।

২. ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোরগুলির একটি বিস্তারিত প্রয়োজন মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করতে।

কাজের পরিধি, সময়সীমা, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং বিড জমা দেওয়ার শর্তাবলির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য www.trifed.tribal.gov.in/ www.gem.gov.in-এ পরিদর্শন করুন।

CBC 43104/12/0007/2526

ভর্তি

শিক্ষাবর্ষে 2025-27 D.EL.ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। MOB- 9851070787/ 8944884979. Mekhliganj Netaji P.T.T.I, CoochBehar, Pin-735304. President.(S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার আসল নাম Naresh Chandra Sarkar S/O Sudhir Chandra Sarkar. Vill: Dangsal, Ramganj, U.Dinajpur, ভুলবশত আধার ও ভোটার কার্ডে আমার ও আমার বাবার নাম মুদ্রিত হয়েছে যথাক্রমে Naresh Sarkar S/O Sudhir Sarkar এবং Sarkar Nareshchandra, S/O Sudheer. গত 19.07.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে Naresh Chandra Sarkar S/O Sudhir Chandra Sarkar নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Naresh Chandra Sarkar S/O Sudhir Chandra Sarkar, Naresh Sarkar S/O Sudhir Sarkar এবং Sarkar Nareshchandra, S/O Sudheer একজনেরই নাম ও বাবার নাম।(S/N)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ভোলারডাবরী মৌজা, জেএল নং-৫৬, থানা-আলিপুরদুয়ার, জেলা-আলিপুরদুয়ার-এ দাগ নং-৬৫৫ তে মোট ২৪ ডেসিমেল আদিবাসী জমি বিক্রয় হবে যার বাজারমূল্য এগারো লাখ টাকা। যদি কোনও আদিবাসী ক্রেতা এই জমি কিনতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন অন্যথায় ধরে নেওয়া হবে যে কোনও আদিবাসী ব্যক্তি উপরোক্ত জমি ক্রয় করিতে আগ্রহী নন-
প্রকল্প আধিকারিক তথা অনগ্রসর কল্যাণ আধিকারিক, অনগ্রসর কল্যান বিভাগ, আলিপুরদুয়ার, ডুয়ার্সকন্যা, ১২১ নং ঘর, আলিপুরদুয়ার জেলা শাসকের কার্যালয়, পোস্ট+থানা+জেলা- আলিপুরদুয়ার দূরভাষ-০৩৫৬৪-২৫৫৩০৮

সুরক্ষা কাজের মেরামত এবং উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ২২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২৩-এপি-III-২০২৫। কাজের নাম: এসএসই/ডব্লিউ/ মালবাজারের অধীনে সিভক-রাংপোটের মধ্যের তিস্তা সেতুর (সেতু নং. ৫২) সুরক্ষা কাজের জন্যে মেরামত এবং উন্নতকরণ কাজ। টেন্ডার রাশি: ১১,৮০,৬৪,১৭১.২৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৭,৪০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭৪, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : ০৩ বছরের জন্য সাহেবগঞ্জ, জামালপুরে আরআরআইতে প্রতিষ্ঠিত ৩x১৩.৫ টন ক্ষমতার স্ক্রোল কম্প্রেসার সহ এয়ার কুলড স্ক্রোল মাউন্টেড প্যাকেজড ইউনিট এয়ার কন্ডিশনার-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি) এবং হাঁসডিহা, জসীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা সেন্ট্রাল-এ রিলে রুমে ২x৮.৫ টন প্যাকেজড এসি প্ল্যান্ট ও আহিরনে রিলে রুমে, ধুলিয়ান গঙ্গা, সুজনিপাড়া, নিউ ফারাক্কাতে রিলে হাটে, ২x৫.৫ টন, কালিগ্রীতে ১৬.৫ টন, মহানন্দা ভবনে ৩৮.৫ টন এবং মালদা টাউনে কনফারেন্স রুমে ২২ টনের বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। টেন্ডার মূল্য : ৮০,০৩,২৯৩.৮৩ টাকা। বায়না অর্থ : ১,৬০,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ৩১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।

MLD-120/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

হোটেলের জন্য সিকিউরিটি গার্ড (5'9" উচ্চতা), অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন ও মহিলা রিসেপশনিস্ট চাই (থাকা + খাওয়া ফ্রি), M- 9832489908 (C/117549)

●

Leads Overseas Pvt Ltd. কোম্পানিতে কিচেন চিমনি ও ওয়াটার পিউরিফায়ার Manufacturing এর জন্য টেকনিশিয়ান চাই। Salary (11000 - 16000) ESI, PF সহ অন্যান্য সুবিধে। শিলিগুড়ি, Ph- 9832889005 (C117548)

●

শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়-এ গাড়ির শোরুম-এর জন্য দিনের গার্ড চাই। বেতন ১০,০০০/- M- 9933119446(C/117664)

অ্যাফিডেভিট

I am Bikram Ram, S/O Jahali Ram, R/O Paschim Jitpur, PO: Alipurduar Junction, Dist: Alipurduar. In birth certificate(Reg No 807,Dt. 23.02.2011) of my son, Aman Ram, my wife's name has been wrongly recorded as Mamata Devi in place of Mamata Ram Devi. Hence, by Affidavit on 24.07.2025 at Alipurduar Ld. 1st class J.M. court, my wife's name has been rectified from Mamata Devi to Mamata Ram Devi. Mamata Devi & Mamata Ram Devi is one and same identical person.(C/117041)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭৩, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : এসএসই/ই/জি/মালদা টাউন, ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ, জামালপুর-এর আওতাধীনে ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য এআরটি ডিজি সেটসমূহ সমেত মালদা ডিভিসনের ৩২টি ডিজির বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য : ৬৬,৪২,৬৫৩.৭৮ টাকা। বায়না অর্থ : ১,৩২,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ৩১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।

MLD-119/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Sefali Khatun আমার WBBSE অ্যাডমিট কার্ড Roll-106084 N, No-0012 ও সমস্ত পড়াশোনার কাগজপত্রে ও WBCHSE ROLL- 160121, No- 2483 এবং সমস্ত পড়াশোনার কাগজপত্রে আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 10/07/2025-এ E.M চাঁচল মালদা কোর্টে অ্যাফিডেফিট বলে ভুল সংশোধন করে, আমার বাবার নাম MD. Mostafa থেকে Mostafa করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।(C/117662)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-6320050963670 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 24-07-25, E.M., সদর , কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Gautam Kumar Deb, S/O Bimal Krishna Deb এবং Goutam Kr. Deb, S/O Lt. Bimal Krishna Deb এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দক্ষিণ খাগড়াবাড়ী, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।(C/117122)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-64/57622 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 22.07.25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ajit Mia, S/O Ajgar Ali Mia এবং Ajit Miah, S/O Ajgar Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/117121)

●

আমি Kalipada Barui. ব্যাঙ্ক-এর বইতে Kalipad Barui থাকায় গত ইং 22/07/25 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Kalipad Barui ও Kalipada Barui এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। ভেমটিয়া, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমি Mallika Roy আমার ব্যাংক-এর বইতে Malika Roy থাকায় গত ইং 22/7/25 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mallika Roy ও Malika Roy উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। বাড়ঘরিয়া, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমি Akhtarujjaman, পিতা Late Golam Rabbani, গ্রাম মজিদপাড়া, পো: ছোট সুজাপুর, কালিয়াচক, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং 12934, তাং 21/12/2009) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10/07/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Afia Mannat থেকে Afia Mannat করা হইল। (C/117663)

আজ টিভিতে

আজ রাঁধুনি বাটায় ইলিশ এবং জাফরানি চিংড়ি রাঁধবেন সীমা পোদ্দার সাহা। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ রাম লক্ষ্মণ, দুপুর ১.৪০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.৫০ কি করে তোকে বলবো, রাত ৮.০৫ দাদা, ১১.১০ শুধু তোমার জন্য
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ দিওয়ানা, দুপুর ২.০০ পূজা, বিকেল ৫.০০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ৯.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, ১২.৪৫ কিডন্যাপ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ মা, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, ১.০০ ঈগলের চোখ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তরঙ্গ, সন্ধে ৭.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রিফিউজি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৮ জঙ্গ, দুপুর ১.২৬ শোলা অওর শবনম, বিকেল ৪.৫৬ গীতাঞ্জলি, সন্ধে ৭.৫১ আঁখে, রাত ১১.২২ আশিকি
এমএনএক্স : বেলা ১১.১১ ট্রেসার্স, দুপুর ১২.৪৬ সুপারফাস্ট, ২.২৩ রকি, বিকেল ৫.৫১ ব্রেভেন, সন্ধে ৭.২৬ হান্ট টু কিল, রাত ১০.৩২ ওয়াইল্ড কার্ড, ১১.৫৬ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট
মুভিজ নাউ : দুপুর ২.০৯ স্পাইডারম্যান-থ্রি, বিকেল ৫.৫৬ ট্রান্সপোর্টার-টু, সন্ধে ৭.২১ চাইল্ড'স প্লে, রাত ৮.৪৫ রাশ আওয়ার-থ্রি, ১০.১০ রকি-থ্রি, ১১.৪৮ ফাইনাল স্কোর

জোশ দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
দুপুর ১.৪০ জলসা মুভিজ

ঘোস্ট অ্যাডভেঞ্চার্স
সন্ধে ৬.০৯ ডিসকভারি

স্পাইডারম্যান-থ্রি দুপুর ২.০৯ মুভিজ নাউ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুদিনের কোনও চেনা মানুষের দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। বৃষ : বাবার পরামর্শে লাভবান হবেন। আচমকা পড়ে গিয়ে চোট-আঘাত লাগতে পারে। মিথুন : স্ত্রীর নামে কোনও ব্যবসার পরিকল্পনায় লাভবান হবেন। সংসারে দায়িত্ব বাড়বে। কর্কট : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ আপনাকে চিন্তায় রাখবে। দূরের কোনও বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। কন্যা : নিজের চেষ্টায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। ধর্মকর্মে আগ্রহ। তুলা : কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ করতে পারবেন। কলাকুশলীদের স্বীকৃতিলাভ। বৃশ্চিক : ব্যবসায় নতুন কোনও লগ্নি এখনই নয়। পড়ুয়ারা অধিক পরিশ্রমের সাফল্য পাবে। ধনু : কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর ভালো খবর পাবেন। বহুদিনের বকেয়া পাওনা উদ্ধার হতে পারে। মকর : খুব দরকারি কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। কুম্ভ : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয় বাড়বে। দাম্পত্যে সম্পর্ক অটুট থাকবে। মীন : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ৪ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই, ২০২৫, ৯ শাওন, সংবৎ ২ শ্রাবণ সুদি, ৩০ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৭, অঃ ৬।২১। শনিবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ১১।৩০। অশ্লেষানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।৩৩। অসৃকযোগ দিবা ৭।৫৮। বালবকরণ দিবা ১১।৪৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।৩০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ণ ৫।৩৩ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১১।৩০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১১।৩০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৬।৪৬ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।২ মধ্যে ও ৪।৪১ গতে ৬।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪১ মধ্যে ও ৩।৪৬ গতে ৫।৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩০ গতে ১।২ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৯ গতে ১০।৩৮ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।১৩ গতে ৩।৩৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিম্নমানের মিড-ডে মিল, বিক্ষোভ স্কুলে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ জুলাই : স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের ব্যবহারের উপযুক্ত শৌচালয়ও নেই। এমনকি স্কুলের মিড-ডে মিলও নিম্নমানের ও অনিয়মিত। এমনই একাধিক অভিযোগে শুক্রবার বালুরঘাটের খাদিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। নতুন প্রধান শিক্ষক কাজে যোগদানের কয়েকদিনের মধ্যেই ছুটিতে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। দু'মাস ছুটির পরে কাজে যোগ দিলেও তিনি এখন আর প্রধান শিক্ষক নেই বলে দাবি করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের ক্ষোভ, শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জেরে বিপাকে পড়ছে পড়ুয়ারা।

স্কুলের সামনেই পাকা জলাধার তৈরি রয়েছে। কিন্তু সেখানে জল মজুত থাকছে না। বিবকক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা শুধু জল পড়ছে। শৌচালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। সেখানেও দরজা ভাঙা, পরিচ্ছন্নতার কোনও বালাই নেই। শ্রেণিকক্ষেরও দরজা ভেঙে ঝুলছে। বাধ্য হয়ে তালা মেরে রাখা হয়েছে সেই দরজা। কিন্তু ভেতরে দিব্যি ক্লাস করছে পড়ুয়ারা। গরমে নাজেহাল খুদেরা। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, এই স্কুল গত ১০-১২ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছিল। কয়েক মাস আগে নতুন প্রধান শিক্ষক কাজে যোগ দেন। কিন্তু তারপরেই তিনি ছুটি নিয়ে নেন। তখন থেকেই মিড-ডে মিল পরিচালনা করা সমস্যার হয়ে উঠেছিল। সহ শিক্ষকরা দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজ সামলেছেন। একাধিকবার সহ শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষককে সমস্যার কথা জানালেও তিনি কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ। এমনকি সম্প্রতি ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দিতেই তিনি আর প্রধান শিক্ষকের পদে নেই বলে জানান। সহ শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের মতবিরোধ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে এই পদত্যাগের পেছনে সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব বসাকের কথায়, 'আমি স্কুলে যোগ দেওয়ার পরে কোনও সমস্যা ছিল না। ছেলের অসুস্থতার কারণে প্রায় দুই মাসের ছুটি নেওয়ার পরে বৃহস্পতিবার কাজে যোগ দিতেই দেখছি নানান সমস্যা। আমি সেগুলি সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতির চিঠি এসেছে। যে প্রধান শিক্ষক আসবেন তাকে সব বুঝিয়ে দেব।'

ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা শুক্রবার সকালে স্কুলে গিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। প্রধান শিক্ষকের হঠাৎ পদত্যাগে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে স্কুল পরিচালনায়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থাকতে পারে বলে মত অভিভাবকদের। অভিভাবক সুবীর বিশ্বাস বলেন, 'কয়েক মাস ধরে জলশূন্য হয়ে আছে স্কুল। প্রতি মাসে শিক্ষক-অভিভাবক বৈঠকে সমস্যার কথা তুলে ধরলেও কারও কোনও হেলদোল নেই।'

অন্যদিকে, নবমী শীল নামে আরেক অভিভাবকের দাবি, বর্তমান প্রধান শিক্ষক আসার পরেই স্কুলের ক্লাস নিয়মিত হচ্ছে। তিনি এখন প্রধান শিক্ষক থাকবেন না বলছেন। এখন এর পেছনে কী কারণ রয়েছে সেটা কেউই বুঝতে পারছে না। কিন্তু এর জন্য পড়ুয়ারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে তিনি জানান।

স্কুলের সহ শিক্ষিকা পাপিয়া সাহা বলেন, 'প্রধান শিক্ষক নিযুক্তির পর তাঁকে সব রকমভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। আমরা দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত স্কুলে থাকলেও শৌচালয়ে যেতে পারি না। কিন্তু তাকে সমস্যার কথা বললে কোনও লাভ হয় না।' বাধ্য হয়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই জেলা শাসককে জলের সমস্যার কথা লিখিতভাবে জানিয়েছেন বলে তিনি জানান।

এবিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, সমস্যার বিষয়টি তাঁকে জানানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কী অভিযোগ

- একাধিক অভিযোগে শুক্রবার বালুরঘাটের খাদিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা
- স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই
- পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের ব্যবহারের উপযুক্ত শৌচালয়ও নেই
- স্কুলের মিড-ডে মিলও নিম্নমানের ও অনিয়মিত

রোগীর ভিড়ে তিলধারণের জায়গা নেই

কাদা পেরিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

শেখ পান্না

রতুয়া, ২৫ জুলাই : স্থানাভাবের সংকটে ভুগছে রতুয়া-১ ব্লকের রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রুকুন্দিপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। রোগীর ভিড় উপচে পড়লে তিল ধারণের জায়গা হয় না বলে কেন্দ্রটির স্থান পরিবর্তনের দাবি তুলছেন স্থানীয় মানুষজন। তাঁদের বক্তব্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে এসে, বসার জায়গা পাওয়া তো দূর, দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। বিশেষ করে শিশু এবং গর্ভবতীদের টিকাকরণের জন্য নিয়ে এসে প্রবল সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সমস্যা আরও বাড়ে বর্ষাকালে। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির সামনে জমে থাকা জলকাদা পেরিয়ে রোগী নিয়ে আসতে হয়। শুধু রোগী বা রোগীর পরিজনরাই যে সমস্যা ভোগ করছেন তা নয়, জায়গার অভাবে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদেরও।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রতুয়া-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। তিনি গোটা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় টোটোচালক মহম্মদ হাসেম আলি বলছেন, 'পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় প্রত্যেককে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সবাই ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কেন্দ্রের বাইরে জল জমার সমস্যা। সেই জলে কাদা মিশে পরিস্থিতি দুর্বিষহ করে তুলেছে। তবে শুধু এখানে নয়, গ্রামের অন্য রাস্তাঘাটের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা রয়েছে।'

সন্তানকে টিকা দিতে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এনেছিলেন পশ্চিম রুকুন্দিপুরের দেবাশিস কর্মকার। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রের ভিতরে বাথরুমের পরিস্থিতি খুব খারাপ। বিভিন্ন জায়গা থেকে জল পড়ছে। অপ্রশস্ত জায়গা। তাই শিশু কোলে নিয়ে কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। কখন সন্তানের টিকাকরণ করাতে পারব, জানি না।'

স্বাস্থ্যকর্মী রিতারানি মণ্ডল বললেন, 'আমার কিছু বলার নেই। আমাদের বসার ব্যবস্থা থাকলেও অন্য চেয়ার-টেবিল বসানো যাচ্ছে না। তার উপর কেন্দ্রের সামনে রাস্তায় জল জমে রয়েছে। গাড়ি গেলে কেন্দ্রের ভিতরে জল ঢুকে যাচ্ছে। একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে পাঁচ হাজার মানুষ থাকার কথা। এই কেন্দ্রের অধীনে রয়েছেন ১৪ হাজার মানুষ। তাই অসুবিধা আরও বাড়ছে। বিএমওএইচ-কে বিষয়টি জানিয়েছি। তিনি বলেছেন, এখানে আরও দুটি সাব-সেন্টার তৈরি করা হবে। আমার একার পক্ষে এত কাজ সামলানো কার্যত অসম্ভব হয়ে গিয়েছে।'

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রাকেশ কুমারের দাবি, 'আমাদের কাছে এই নিয়ে কোনও অভিযোগ আসেনি। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সরকারি ভবনে চলছে। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছি। জায়গার তেমন সমস্যা হলে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় কি না, দেখা হবে।'

রতুয়ার রুকুন্দিপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা বেহাল।

বৃষ্টিতে স্বস্তি মালদায়, খুশি আমনচাষিরা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৫ জুলাই : অবশেষে বৃষ্টি। আর তাতে স্বস্তিতে কালিয়াচক-৩ ব্লকের আউশ ও আমনচাষিরা। জমিতে জল জমতেই কোমর বেঁধে চাষের কাজে নেমে পড়তে দেখা গেল তাঁদের। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বীজতলা তৈরি ও ধানের চারা রোপণের কাজে।

দীর্ঘদিন আকাশের মুখ চেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন চাষিরা। আউশ ও আমন ধান চাষে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আপাতত বৃষ্টি হওয়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ কেটেছে। ব্লক কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, এ বছর প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে আউশ ও আমন ধান চাষ হচ্ছে, যা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

এই প্রেক্ষিতে এবারের নিয়মিত বর্ষণ যেন নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে বলে মত চাষিদের। পারদেওয়ানাপুর শোভাপুর অঞ্চলের বাবুপাড়া এলাকায় ইতিমধ্যেই বীজতলা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন পুরোদমে ধান রোয়ার কাজ চলছে। আগামী কয়েকদিন যদি বৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তাহলে এবার রেকর্ড জমিতে ধান চাষ হবে বলে ব্লক কৃষি দপ্তরের ধারণা।

কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গত বছর সময়মতো বৃষ্টি না হওয়ায় অনেক জমিতে আউশ ও আমন ধানের চাষ হয়নি। বীজতলা তৈরি হলেও জমিতে জল না থাকায় ধানের চারা রোপণ করা যায়নি। কোথাও আবার চারা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বহু চাষি আবার বীজতলাই তৈরি করতে পারেননি।

তবু গত বছরের ক্ষতির কথা ভুলে চাষিরা আশায় বুক বাঁধছেন। কুম্ভিরা এলাকার ক্ষুদ্র চাষি মণিরুল ইসলাম বলেন, 'গতবার এক বিঘা জমিও কাজে লাগাতে পারিনি। এবার ভরা বর্ষা দেখে বীজতলা তৈরি করেছি। ধান রোপণ করতে পারলেই শান্তি।' বাখরাবাদের আশরাফুল হকের কথায়, 'আমার সামান্য জমি। সেখানেই চাষাবাদ করে সংসার চালাতে হয়। গতবছর চাষ করতে পারিনি। ধারদেনা করে সংসার চালাতে হয়েছে। এবার ধানের চারা রোপণ করছি। আশা করছি, ফলন ভালো হবে।'

গত বছর আলু চাষে ফলন ভালো হলেও বাজারে দাম না পেয়ে চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। কৃষি দপ্তরের এক আধিকারিক বললেন, 'গতবারের আলু চাষের ক্ষতি এবার ধান চাষে কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বৃষ্টি হওয়ায় আমরা খুশি।'

তৈরি হচ্ছে বীজতলা

- ধারাবাহিক বৃষ্টিতে চাষিদের মুখের হাসি চওড়া হল
- জোরকদমে শুরু হয়েছে বীজতলা তৈরি ও ধান রোপণের কাজ
- কালিয়াচক-৩ ব্লকে প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে আউশ ও আমন ধান চাষ হচ্ছে
- তবে বৃষ্টিতে কিছু জমির কাঁচা শাকসবজি নষ্ট হয়েছে

বালুরঘাটে ধৃত বাংলাদেশি

বালুরঘাট, ২৫ জুলাই : বালুরঘাটে রুটিন অভিযানে ধরা পড়ল অবৈধভাবে প্রবেশকারী এক বাংলাদেশি। বুধবার গভীর রাতে ডাংগি সীমান্ত এলাকা থেকে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে বিএসএফের ২৯ নম্বর ব্যাটালিয়ন। বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশিকে বালুরঘাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হয়। ধৃতের নাম মহম্মদ জাইরুল। বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায়। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

গাজোলে শেষ বাজারে আম বিক্রি। শুক্রবার পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

অনিয়মের অভিযোগ গ্রামবাসীর

জাখিরপুরে রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৫ জুলাই : কুমারগঞ্জের জাখিরপুরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজ ঘিরে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। শুক্রবার দুপুরে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, অনিয়ম ও স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগে এই প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বহু এলাকাবাসী। কাজ বন্ধের সঙ্গে 'দিদিকে বলো'-তে ফোন করেও অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। শিবতলা বর্ডার গেট থেকে মনসা মন্দির পর্যন্ত প্রায় ৬৭৫ মিটার দীর্ঘ রাস্তার কংক্রিটের ঢালাইয়ের কাজ চলছে। বরাদ্দ হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। শুরুতে শিলান্যাসের সময় একটি বোর্ড বসানো হলেও পরে তা গোপনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে প্রায় ৩০০ মিটার কাজ সম্পন্ন হলেও এদিন দুর্গা মন্দিরের সামনে কাজ শুরু করতে গেলে গ্রামবাসীরা বাধা দেন।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের বালি ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বর্ষাকালে জলকাদার মধ্যেই সামান্য মাটি মিশিয়ে ঢালাই দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইট, রাবিশ বা পাথর বিছানো তো দূরের কথা, জলকাদার উপরে সামান্য মাটি দিয়েই তার উপর ঢালাই করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ করছেন বাসিন্দারা। শুভঙ্কর মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'নিম্নমানের বালি ব্যবহার হচ্ছে। ঠিকাদারকে ফোন করতেই হুমকি দেয় যে, সব জায়গায় সে টাকা দিয়ে রেখেছে। এটা আমরা মেনে নেব না। ভালো কাজ না হলে কাজ চলবে না। এত বড় হুমকি দেবে যে, সব জায়গাতে টাকা দেওয়া আছে? দিদিকে বলো-তে কমপ্লেন রেজিস্টার করলাম আজ।'

এলাকাবাসীদের দাবি, কাজের নির্দিষ্ট কোনও শিডিউল তাঁদের জানানো হয়নি। এমনকি এলাকায় কোথাও কাজের সময়সূচি সংক্রান্ত বোর্ডও নেই।

এ বিষয়ে এলাকায় যোগাযোগ করা হলে বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'অভিযোগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে।' স্থানীয় বিধায়ক তথা তোরাফ হোসেন মণ্ডলের সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'কাজ তো শুরুতে ভালোই হচ্ছিল। এখন অভিযোগ এসেছে, আমরা খতিয়ে দেখছি। সোমবার বা মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিনিধি পাঠানো হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে ঠিকাদারি সংস্থাকে।'

রাস্তার কাজ বন্ধ হওয়ায় হতাশ শ্রমিকরা। শুক্রবার জাখিরপুরে।

ক্ষোভ এলাকায়

- অনিয়ম ও স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগে কুমারগঞ্জের জাখিরপুরে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা
- ঢালাইয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের বালি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ
- পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রতিনিধিদল পাঠানো হবে বলে আশ্বাস

বিপাকে পরিযায়ীদের পরিবার

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ২৫ জুলাই : মালদার পরিযায়ী শ্রমিকরা হরিয়ানা, পঞ্জাব, ওড়িশা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। যে কারণে আতঙ্কে অনেকেই কাজ ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘরমুখী হচ্ছেন। বিপাকে শ্রমিকদের অসহায় পরিবারগুলো। এই আবহে ওই শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। যে এলাকার শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই সমস্যায় পড়েছেন, ব্লক প্রশাসনকে তাঁদের পরিবারের কাছে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। জেলা শাসক বলেন, 'যে শ্রমিকরা অন্যায়ভাবে আটক হচ্ছেন, একদিকে যেমন তাঁদের আমরা ছাড়ানোর ব্যবস্থা করছি। আরেকদিকে, তাঁদের পরিবারগুলি যাতে সমস্যায় না পড়ে সেই জন্য এখানে আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।'

জেলার ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক হরিয়ানার গুরুগ্রাম এলাকায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক হওয়ার পর ছাড়া পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার আবার হরিয়ানায় হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার ৭ জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার ছাড়া পাওয়া এবং আটক থাকা প্রত্যেক শ্রমিকের পরিবারকে চাল, ডাল, আলু, তেল সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী দেয় জেলা প্রশাসন। প্রত্যেক ব্লককে তাদের এলাকার শ্রমিকদের পরিবারের উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। দিন আনি দিন খাওয়া পরিবারগুলো এই অবস্থায় ত্রাণসামগ্রী পেয়ে সাময়িক কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। মুলাইবাড়ি এলাকার পরিযায়ী শ্রমিক আনিসুর রহমান বাংলাদেশি সন্দেহে আটক হয়েছিলেন। ছাড়া পেয়ে আতঙ্কে গ্রামে ফিরে আসছেন তিনি। তাঁর স্ত্রী নাজিমা বিবি বলেন, 'পেটের টানেই তো স্বামী বাইরে কাজ করতেন। কিন্তু যে পরিস্থিতি হল ওখানে আর থাকা সম্ভব না। পেটের টানে গিয়েছিলেন। প্রাণ রক্ষার তাগিদে ফিরে আসছেন। আমাদের মতো গরিব পরিবারে এক মাসেরও খাদ্যসামগ্রী মজুত থাকে না। আপাতত এই ত্রাণ উপকারে দেবে।'

> যে শ্রমিকরা অন্যায়ভাবে আটক হচ্ছেন, একদিকে তাঁদের আমরা ছাড়ানোর ব্যবস্থা করছি। আরেকদিকে, তাঁদের পরিবারগুলি যাতে সমস্যায় না পড়ে, সেইজন্য এখানে আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।
>
> -নীতিন সিংহানিয়া
> *জেলা শাসক, মালদা*

পথনাটিকায় সচেতনতা

কুমারগঞ্জ, ২৫ জুলাই : সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুমারগঞ্জ ব্লকের কেসুরাইল সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে শুক্রবার ব্রহ্মপুরে অনুষ্ঠিত হয় 'কিশোরীর গর্ভাবস্থা' নামে এক বিশেষ পথনাটিকা। প্রকৃতির মুক্তমঞ্চে স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। জনসমাগমে ভরপুর এই অনুষ্ঠানকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কেসুরাইল ব্রহ্মপুরের হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারের কমিউনিটি হেলথ অফিসার তনুশ্রী বল বলেন, 'আঠারোর নীচে বিয়ের পাশাপাশি কিশোরীদের গর্ভাবস্থার ফলে যে স্বাস্থ্যঝুঁকি হয়, তা বোঝাতেই নাটকের মাধ্যমে এই উদ্যোগ।' গ্রামের মানুষ নাটকের ভাষায় বিষয়বস্তু সহজে বোঝেন বলে তাঁর মত।

বালুরঘাটে প্রস্তুতি সভা

বালুরঘাট, ২৫ জুলাই : বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা পরিষদের মিটিং হলে শুক্রবার একটি প্রস্তুতি সভা আয়োজিত হয়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা এদিনের সভায় একাধিক বিষয় তুলে ধরেন। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে বালুরঘাটে ও পরে গঙ্গারামপুরে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করা হবে বলে এদিন সভা থেকে জানানো হয়। জেলা পরিষদের সদস্য অশোককৃষ্ণ কুজুর, কল্পনা মুর্মু, সুভাষ ভাওয়াল প্রমুখ এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাসার সামনে পুলিশের নিরাপত্তা। শুক্রবার গঙ্গারামপুরে।

মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির নির্বাচনে জট কাটল না

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুলাই : মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনেও জট কাটল না গঙ্গারামপুর ব্লকের আবেশকুরি হাই মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির নির্বাচনের। ফলে, নির্বাচনি যুদ্ধে নামতে চলেছে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। দলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল এবং জেলা চেয়ারম্যান ও বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল এই নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন। তবে সমাধান সূত্র না মেলায় সামান্য মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির নির্বাচন ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্যে।

গত ১৪ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান এবং কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলের উপস্থিতিতে বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এই মাদ্রাসায় দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করে এসে ৬টি আসনে প্রার্থীপদ জমা দেন তৃণমূল কর্মীরা। এরপর ১৭ জুলাই মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ঘনিষ্ঠ গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শংকর সরকারের উপস্থিতিতে, একই কায়দায় দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করে পালটা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে দলের অন্দরে অস্বস্তি বাড়ে।

তৃণমূলের গোষ্ঠী দুটির নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে সমঝোতার উদ্দেশ্যে তিনটি করে আসন ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে জেলা সভাপতি এবং চেয়ারম্যান মাদ্রাসায় হাজির হন। তবে এক গোষ্ঠীর সদস্যরা না আসায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যায়নি। ফলে নতুন করে অস্বস্তিতে পড়তে হল তৃণমূল নেতৃত্বকে।

৩ অগাস্ট তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটতে চলেছে। দলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'দলের সিদ্ধান্তে ৬ প্রার্থী স্থির হয়েছে। নির্বাচনি লড়াই হবে।'

এ বিষয়ে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মফিজুদ্দিন মিয়াঁ বলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামীদিনে তৃণমূল সমর্থিত ৬ প্রার্থীর হয়ে প্রচার করা হবে। এর বাইরে কেউ তৃণমূলের হয়ে প্রচার করলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিন সংবাদমাধ্যমের কাছে বিধায়ক তোরাফ কোনও মন্তব্য না করলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত স্থানীয় তৃণমূল নেতা মণিরুজ্জামান মন্টু বলেন, 'আমাদের কর্মীদের সঙ্গে শুক্রবার সকালে তৃণমূল জেলা সভাপতি যোগাযোগ করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা করেন। আমাদের তরফে যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন তাঁরা সাধারণ খেটে খাওয়া তৃণমূল কর্মী। দুপুর দুটোর মধ্যে সবাইকে এক জায়গায় আনা যায়নি বলে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার সম্ভব হয়নি। দল পাশে না থাকলে, প্রার্থীরা জনসমর্থনে ভর করে লড়বেন।'

গোষ্ঠীকোন্দল

- তৃণমূলের গোষ্ঠী দুটি তিনটি করে আসন ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত নেয়
- মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে দলের জেলা সভাপতি এবং চেয়ারম্যান মাদ্রাসায় আসেন
- এক গোষ্ঠীর সদস্যরা না আসায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যায়নি
- ৩ অগাস্ট তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে

মরশুম শেষে আম বাগানে হলুদ চাষ

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৫ জুলাই : আমের মরশুম শেষ হতেই রোজগার নিয়ে চিন্তায় পড়েন কৃষকরা। এবার আম বাগান থেকেই বিকল্প রোজগারের উপায়ের পথ দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। আমের জন্য বিখ্যাত মালদা জেলা। জেলার অধিকাংশ কৃষক আম চাষের সঙ্গেই জড়িত। তবে এতদিন বাগানে আম শেষ হতেই আর রোজগারের কোনও উপায় ছিল না তাঁদের কাছে।

আম বাগানে বিকল্প ফসল হিসাবে উপযোগী হলুদ। এই ফসল ছায়া জমিতেও ভালো হয়। হলুদ চাষে আম গাছের কোনওরকম ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। মালদায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে আম বাগানে হলুদ চাষ করা হয়েছিল। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র আনুমানিক ৩ বিঘা আম বাগানে হলুদ চাষ করে। সেখানে সমস্তকিছুই স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র।

এরপর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আমচাষিদের এই বিকল্প চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে নিয়মিত। মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী দুষ্যন্তকুমার রাঘব বলেন, 'বাজারে হলুদের চাহিদা ভালো। এই চাষের পদ্ধতি খুব পুরোনো। এখনকার কৃষকরা এই চাষ পদ্ধতিকে তেমনভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এইভাবে আম বাগানে বিকল্প হলুদ চাষ অনেকটাই লাভবান। আমরা ইতিমধ্যে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।'

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মালদা জেলার আমচাষিদের হলুদ চাষে আগ্রহ বাড়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ২০০ জন কৃষককে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগামীতে নিয়মিত এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের এই উদ্যোগ খুবই ভালো। পরিদর্শন করেছি আমি। এতে করে জেলার আমচাষিরা উপকৃত হবেন। আম বাগানে বিকল্প চাষ করে রোজগার বাড়বে কৃষকদের। হলুদ ছাড়াও আদা চাষ সম্ভব এই পদ্ধতিতে।' আমচাষি অনুপ মণ্ডলের বক্তব্য, 'আম বাগান আছে। আম বাগানে হলুদ চাষ করলে লাভ হবে আশা করছি।'

কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় প্রায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে হলুদ চাষ হয়। মূলত কালিয়াচক, মানিকচক সহ অন্য ব্লকগুলিতে সামান্য পরিমাণে হলুদের চাষ দেখা যায়। সাধারণত বর্ষা শুরু হওয়ার আগে মে মাসে হলুদের চারা বসানো হয়। প্রায় আট মাস সময় লাগে হলুদ ফলন হতে। জানুয়ারি মাসের দিকে হলুদ তোলা হয়। এই সময়ে আম বাগানের তেমন পরিচর্যার প্রয়োজন পড়ে না।

আম বাগানে চাষ করা হয়েছে হলুদ। মালদায়।

নতুন উদ্যোগ

- আম বাগান থেকেই বিকল্প রোজগারের পথ দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র
- আম বাগানে হলুদ চাষে আম গাছের কোনওরকম ক্ষতির সম্ভাবনা নেই
- কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র আনুমানিক ৩ বিঘা আম বাগানে হলুদ চাষ করেছে
- আমচাষিদের হলুদ চাষে আগ্রহ বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

নকল সাপের খেলা দেখতে ব্যস্ত পড়ুয়ারা। শুক্রবার। ছবি : দিবাকর সাহা

হরিয়ানায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক আরও ২৩

আতঙ্ক নিয়ে ঘরমুখো শ্রমিকরা

সুবীর মহন্ত ও সৌরভ রায়

বালুরঘাট ও হরিরামপুর, ২৫ জুলাই : ফের বাংলাদেশি সন্দেহে আটক আরও ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক। আটক ওই শ্রমিকদের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায়। আটক ওই শ্রমিকদের তথ্য যাচাই করার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিল হরিয়ানার গুরুগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশের কাছে এই তথ্য পেয়েই শ্রমিকদের ছাড়াতে একদিনের মধ্যেই ভেরিফিকেশন রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।

ভিনরাজ্যে বারবার আটক হচ্ছেন জেলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। তাই এবারে নিজের বিধানসভা এলাকা হরিরামপুর থেকে শ্রমিকদের পরিচয়ের শংসাপত্র দেওয়ার কাজ শুরু করতে চলেছেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

১৯ জুলাই থেকে হরিয়ানার গুরুগ্রামে বিভিন্ন থানার ক্যাম্পে রাখা হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের ১১ জন শ্রমিককে। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা তথা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক কি না তা যাচাই করতে, জেলা প্রশাসনকে এ নিয়ে চিঠি দেওয়ার পর, তার রিপোর্ট পাঠাতেই, ওই শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এর পরেই ফের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২৩ জন শ্রমিককে আটকানোর অভিযোগ উঠেছে হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে। জেলা পুলিশের কাছে এ নিয়ে তথ্য জানতে চাইলে জেলা প্রশাসন তড়িঘড়ি সেই রিপোর্টও পাঠিয়ে দেয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'হরিয়ানা পুলিশের তরফে আমাদের কাছে ২৩ জন শ্রমিকের ভেরিফিকেশন রিপোর্ট চেয়েছিল। আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'এ নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। মন্ত্রীর উদ্যোগেই জেলাজুড়ে প্রতিটি ব্লকে কিয়স্ক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেখানে সমস্যায় পড়া পরিযায়ী বা তাঁর পরিবার যোগাযোগ করলে আমরা দ্রুত তাদের শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

অন্যদিকে, হরিয়ানা থেকে প্রাণভয়ে দলে দলে বাড়ি ফিরছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বৈরহাট্যা পঞ্চায়েতের কুড়িপাড়ার ইমরান আলি হরিয়ানা থেকে শুক্রবার জানিয়েছেন, ১৮ জন মিলে দলবেঁধে হরিরামপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। ইমরান বলেন, 'গভীর রাতে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছে একদল পুলিশ। এরপর কোনও কিছু না বলেই বাঙালি পরিচয় পেয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে থানায়।'

বাগিচাপুর পঞ্চায়েতের কুন্দনার বাসিন্দা আজাহার আলম বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকরা হরিরামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। ট্রেনে এলে পুলিশ ধরতে পারে এই ভয়ে অধিকাংশই প্লেনে করে ফিরছেন। কেউ একা ফিরতে সাহস পাচ্ছেন না।'

অন্যদিকে, গত তিনদিনে হরিরামপুরের ৮ জন পরিযায়ী শ্রমিককে ছেড়ে দিয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রাম এবং বাসুদেবপুর থানার পুলিশ।

-এআই

শ্রমিকদের শংসাপত্র

- হরিয়ানায় কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের নাগরিকত্ব পরিচয় জানতে চায় সেখানকার পুলিশ
- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২৩ জন শ্রমিককে আটকানোর অভিযোগ উঠেছে হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে
- ১৮ জনের একটি দল হরিরামপুরে ফিরছে
- শিবির করে পরিচয়ের শংসাপত্র দেওয়ার কাজ শুরু করতে চলেছেন মন্ত্রী

ভাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দাদার

কুমারগঞ্জ, ২৫ জুলাই : কুমারগঞ্জের মোহনা ভগবতীপুর বারুণীতলার বাসিন্দা সুকান্ত মণ্ডলের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার অমৃতপুর এলাকায় কালভার্টের ওপর দিয়ে এক নাবালিকা যাওয়ার সময় সুকান্ত তাকে চাকু দেখিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেন। ওই নাবালিকা বাড়ি ফিরে তার বাবা নরেশ সরকারকে সমস্ত ঘটনা জানালে তিনি বিষয়টি সুকান্তের দাদা সুমন্ত মণ্ডলকে জানান। এরপর দাদা সুমন্ত কুমারগঞ্জ থানায় ভাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সুমন্ত জানালেন, কয়েকদিন আগে সুকান্ত মায়ের কাছে ২০০০ টাকা দাবি করেন। মা দিতে রাজি না হওয়ায় চাকু দিয়ে আঘাত করেছিলেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত কিশোর

করণদিঘি, ২৫ জুলাই : বাইকের সঙ্গে ভুটভুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃত কিশোরের নাম হারুন রসিদ (১৪)। বোতলবাড়ি রাজ্য সড়কের রাঘবপুর ডাঙ্গি এলাকায় শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বাড়ি থেকে রসাখোয়ার দিকে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল হারুন। অপরদিক থেকে আসা বোতলবাড়ি এলাকায় কাঠবোঝাই ভুটভুটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকের। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা কিশোরকে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনার পরেই গা-ঢাকা দিয়েছে ওই ভুটভুটির চালক।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করণদিঘি থানার পুলিশ। বাইক ও ভুটভুটি ঘটনাস্থল থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ভুটভুটিচালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পাড়ায় প্রস্তুতি

বৈষ্ণবনগর, ২৫ জুলাই : অগাস্টের ১ তারিখ থেকে রাজ্যে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি শুরু হবে। এজন্য মালদা জেলার ব্লক ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ তার প্রস্তুতি শুরু করেছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কর্মসূচির জন্য প্রতিটি ব্লকে তিনটি করে গ্রামীণ এলাকা চিহ্নিত করে সেখানকার বাসিন্দাদের থেকে এলাকার সমস্যার কথা শুনে সেগুলি চিহ্নিত করা হবে। সমস্যাগুলির সমাধানে সরকার প্রতিটি ব্লকের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

নিখোঁজ শিশু

পতিরাম, ২৫ জুলাই : পতিরামের গোপালবটি পঞ্চায়েতের আখিরা এলাকায় বুধবার বিকেলে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়েছিল নয় বছরের এক শিশু। তারপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। দু'দিন পেরিয়ে গেলেও তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রের খোঁজ না মেলায় উদ্বেগ বেড়েছে পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে। পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযুক্তকে নিয়ে থানায় প্রতারিতরা

শ্রমিকদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২৫ জুলাই : ভিনরাজ্যে শ্রমিক পাঠিয়ে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। বোল্লা চকপাড়া এলাকার ঘটনা। বৃহস্পতিবার রাতে প্রতারিত শ্রমিকদের একাংশ অভিযুক্ত ঠিকাদার মিঠুন মহন্ত ও তাঁর বাবাকে ধরে পতিরাম থানায় নিয়ে আসেন। এরপর তাঁরা এবিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। তবে প্রতারিত শ্রমিকদের তরফে থানায় অভিযোগ করা হলেও অভিযুক্তকে আটক করেনি পুলিশ। এতে ক্ষোভে ফুঁসছেন প্রতারিত শ্রমিকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার শ্রমিক কল্যাণী প্রামাণিক, সম্পা প্রামাণিক, সবুজ প্রামাণিক, উজ্জ্বল সরকার সহ অনেকেই কয়েক মাস আগে এলাকার বাসিন্দা মিঠুন মহন্তের মাধ্যমে কাজের উদ্দেশ্যে ভিনরাজ্যে গিয়েছিলেন। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আসার সময় তাঁদের পারিশ্রমিক না দিয়ে মিঠুন সমস্ত টাকা তাঁর কাছে রেখে দেন। প্রতারিত শ্রমিকদের বকেয়া টাকার পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ। অভিযোগ, মিঠুন ওই টাকা দেবেন বলে আর দেননি। এরপর থেকে মিঠুনের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। ফোন নম্বর পরিবর্তন করে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন বলে দাবি প্রতারিত শ্রমিকদের। অনেকদিন পর মিঠুন গ্রামে ফিরে এলে প্রতারিত শ্রমিকরা ওইদিন রাতে তাঁকে ও তাঁর বাবাকে ধরে থানায় নিয়ে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

কল্যাণী প্রামাণিক বলেন, 'আমাদের কেউ সত্তর হাজার, কেউ কুড়ি বা ত্রিশ হাজার টাকা পাই। অভিযুক্ত মিঠুন বাড়ি বিক্রি করে পালানোর পরিকল্পনায় ছিলেন। অনেক খুঁজেও তাঁকে পাইনি। তাই এবার তাঁকে পেয়ে আমরা তুলে নিয়ে থানায় এসেছি।'

তবে অভিযুক্ত মিঠুন তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বললেন, 'আমিও প্রতারিত হয়েছি। আমার ওপর যে ব্যক্তি ছিল সে সব টাকা নিয়ে পালিয়েছে। এখন সবাই আমাকে দোষ দিচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে কোনও টাকা নেই।'

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

বকেয়া প্রায় ৩ লক্ষ

- ভিনরাজ্যে শ্রমিক পাঠিয়ে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ
- অভিযুক্ত ঠিকাদার ও তাঁর বাবাকে ধরে পতিরাম থানায় নিয়ে আসেন প্রতারিতরা
- ফোন নম্বর পরিবর্তন করে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন বলে দাবি প্রতারিত শ্রমিকদের
- অভিযুক্ত তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন

রোগীমৃত্যুতে ক্ষুব্ধ পরিবার

বুনিয়াদপুর, ২৫ জুলাই : অপারেশনের আগে মৃত্যু হল এক রোগীর। রোগীর পরিবারে অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে মৃত্যু হয়েছে। বুনিয়াদপুর শহরের একটি নার্সিংহোমের ঘটনা।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সুজিত মাহাতো (৪৫)। বাড়ি বংশীহারী ব্লকের দিঘি বংশীহারী গ্রামে। বৃহস্পতিবার। অপারেশনের আগে সুজিতকে অজ্ঞান করার জন্য একাধিক ইনজেকশন দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর নার্সিংহোমের তরফে চিকিৎসার জন্য মালদা রেফার করা হয়। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, নার্সিংহোমেই সুজিতের মৃত্যু হয়েছে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ দায় এড়ানোর জন্য মালদায় রেফারের কথা বলে।

পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে শুক্রবার বংশীহারী থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এদিকে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়নি। অপারেশনের আগে অ্যানাস্থিশিয়া দেওয়ার পর হার্ট ফেলিওর হয়। তারপরে এখান থেকে আমরা মালদা পাঠাই। রাস্তাতে রোগী মারা গিয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে এই অপারেশনের কোনও প্যাকেজ না থাকায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অপারেশন করা সম্ভব হয়নি।

রাস্তার ওপর বাজারে ভোগান্তি

জেলা শাসকের নির্দেশ সত্ত্বেও দখলমুক্ত হয়নি জমি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ জুলাই : জেলা শাসকের নির্দেশের পরেও দখল হয়ে রয়েছে পঞ্চায়েতের সামনে একটি সরকারি জমি। জায়গা না পেয়ে রাস্তার দুই ধারে বাজার বসছে। ফলে এলাকার ব্যস্ততম রাস্তায় যানজট বাড়ছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে ২২ শতক সরকারি জমি রয়েছে। ওই জমি রাধেশ্যাম শর্মা নামে এক ব্যবসায়ী দখল করে রেখেছেন। জমিটি দখলমুক্ত করে সেখানে বাজার বসানোর দাবি তুলেছে তারা।

এমন সমস্যার বিষয়টি জানিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর-২'এর বিডিওকে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে একটি লিখিত আবেদন করা হয়েছে। এবিষয়ে বিডিও তাপস পাল জানালেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এবিষয়ে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে।

বারোদুয়ারি মোড়ের ওই ব্যস্ততম রাস্তা দিয়ে ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার মানুষ দৈনন্দিন যাতায়াত করেন। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্টেশন সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে যাওয়ার জন্য ওই এলাকার মানুষজনের কাছে এটিই একমাত্র রাস্তা।

প্রতিদিন রাস্তার দুই ধারে বাজার বসার ফলে তীব্র যানজট হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন গাড়ি আটকে পড়ছে। সমস্যা হচ্ছে বাজারের ব্যবসায়ীদেরও।

হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় বারবার করে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠে এসেছে। বেশ কয়েকদিন আগে প্রশাসনিক বৈঠকে সরকারি জমি দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর উক্তিটি ছিল, 'বুলডোজার চালাইয়ে।' তারপরেও কীভাবে সরকারি জমি দখল হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

যদিও যে ব্যবসায়ীর নামে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে সেই রাধেশ্যাম শর্মার বক্তব্য, 'এটি কোনও সরকারি জমি নয়। আমার নামে এই জমির কাগজ রয়েছে। তাই আমার নামে ওঠা সব অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডাবলু রজকের কথায়, 'রাস্তার উপরে বাজার বসায় সমস্যা হচ্ছে। ওই এলাকায় পঞ্চায়েত অফিসের সামনে একটি সরকারি জমি জবরদখল হয়ে রয়েছে। সেটিকে দখলমুক্ত করে দরকারে সেখানে বাজার স্থানান্তর করা হবে। এব্যাপারে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

মাঝরাস্তায় বাজার। বারোদুয়ারি মোড়ে। -সংবাদচিত্র

রেলগেটের কাছে দেহ

ডালখোলা, ২৫ জুলাই : ডালখোলা রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার রাতে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ডালখোলা থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ শনাক্ত করতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দুপুর থেকেই ওই ব্যক্তিটি রাস্তার পাশে শুয়ে ছিলেন। সন্ধ্যার পরেও উঠে না বসায় সন্দেহ হয় এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিসর্গের হাতছানি। লামাহাটায় ছবিটি তুলেছেন সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

চারদিন পর কাটল জট

বালুরঘাট-হিলি রুটে ফের চালু বাস চলাচল

হিলি, ২৫ জুলাই : বালুরঘাট-হিলি রুটে বাস কনডাক্টরকে মারধর কাণ্ডে ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন কর্মীরা। আন্দোলনের চতুর্থ দিনে হিলির বিডিও অফিসে বৈঠক করে প্রশাসন। বৈঠক শেষে শনিবার সকাল থেকে গাড়ি চলাচলের কথা ঘোষণা করলেন বাসকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তেজিত হয়ে অভিযুক্ত মহিলার গ্রেপ্তারি সহ একাধিক সমস্যা নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলেও শুক্রবারের বৈঠকে কোনও সমস্যা নিয়ে মুখ খুললেন না বাসকর্মীরা। ওই বৈঠকে পুলিশের সুরক্ষার আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন বাসকর্মীরা। বৈঠক শেষে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

গত সোমবার দুপুরে বালুরঘাট থেকে হিলিগামী চলন্ত বাসে ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে জুতো খুলে কনডাক্টরকে মারধর করে এক মহিলা। ঘটনায় মঙ্গলবার হিলি থানায় অভিযোগ দায়ের করে মহিলার গ্রেপ্তারির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন বাসকর্মীরা। বালুরঘাট-হিলি রুটে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেন বাসকর্মীরা। ঘটনায় বুধবার দুপুরে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন বাসকর্মীরা। তারপরে বৃহস্পতিবার থেকে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু, ওইদিন রাতে ঘটনা নাটকীয় মোড় নেয়। সিদ্ধান্ত বদল করে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে হিলি বাসট্যান্ডে বাস মালিকপক্ষ, বাসকর্মী এবং তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন সমস্যা সমাধানে বৈঠক করে। কিন্তু ওই বৈঠকটি ফলপ্রসূ হয়নি। তারপরেই উত্তেজিত হয়ে বাসকর্মীরা হিলি থানার দ্বারস্থ হন। শুক্রবার দুপুরে হিলি বিডিও অফিসে সমস্যা সমাধানে বৈঠকের আয়োজন করে পুলিশ।

এদিন হিলি বিডিও অফিসে বাসকর্মী, মালিকদের নিয়ে বৈঠক করে পুলিশ প্রশাসন। বৈঠকে বাসকর্মীদের সুরক্ষায় পুলিশ কাজ করবে বলে আশ্বাস দিতেই আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়। শনিবার সকাল থেকে বাস চালাবেন বলে ঘোষণা করেন বাসকর্মীরা।

এ প্রসঙ্গে বাসকর্মী তরুণ মাহাতো বলেন, 'বাসকর্মীদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। তাই আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে শনিবার সকাল থেকে বাস চালাব।'

বাস মালিক সংগঠনের সভাপতি মহাবীর সরাওগি বলেন, 'কর্মীরা শনিবার থেকে বাস চালাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যখন যেমন সমস্যা সামনে আসবে তখন তেমনভাবে আইনত পদক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পুলিশ।'

এপ্রসঙ্গে হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'বৈঠকে বাসকর্মীদের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। তাঁরা শনিবার থেকে বাস চালাবেন বলে জানিয়েছেন। অভিযোগ দায়ের হতেই আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

বিডিও অফিসে বৈঠকের পর বাস মালিকরা। শুক্রবার হিলিতে।

বাসকর্মীদের সিদ্ধান্ত

- শনিবার থেকে চালু হতে চলেছে বালুরঘাট-হিলি রুটের বাস
- মঙ্গলবার হিলি থানায় অভিযোগ দায়ের করে মহিলার গ্রেপ্তারির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন বাসকর্মীরা
- ওই রুটে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেন বাসকর্মীরা
- শুক্রবার হিলির বিডিও অফিসে বৈঠক ডাকা হয়
- বৈঠকে শনিবার থেকে বাস চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

ফ্যাশনের ধাক্কায় সংকটে চর্মকাররা

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ২৫ জুলাই : টুঙ্গিদিঘি হাটে সোমবার চলছে জমজমাট কেনাবেচা। কিন্তু সেই হাটের এক প্রান্তে ঠিক এর উলটো ছবি। চর্মকাররা নিজেদের সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছেন। খরিদ্দারের খোঁজে হাটে আসা লোকজনের পায়ের দিকে নজর রাখছেন। কিন্তু জুতো সেলাই বা পালিশ করানোর জন্য কোনও পা এগিয়ে আসছে না!

মানুষের চাহিদা, বাজারে নিত্যনতুন জুতোর জোগান তাঁদের পেশাকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিয়েছে বলে মনে করছেন নারায়ণ রবিদাস, বির্জু মুচি। আগে প্রতিটি হাটবারে ৩০০-৪০০ টাকা রোজগার হত বলে জানিয়েছেন দীনেশ রবিদাস। এখন সংসারে খরচ বেড়েছে। কিন্তু সারাদিন হাটে বসে থেকে কোনও কোনও দিন ১০০ টাকা পর্যন্ত আয় হয় না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি। প্রেম রবিদাস, রামেশ্বর মুচিদেরও একই মত।

রামেশ্বরের বক্তব্য, 'আমাদের রোজগারে পুরো পরিবার চলে। এখন সেই আয়ে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। মহাজনের কাছে টাকা ধার নিতে হয়। সেই টাকা শোধ করতে আবার নতুন করে ধার হয়ে যায়।'

বির্জুর কথায় উঠে আসে আরও বেদনার ছবি। তিনি জানিয়েছেন, হাটবার ছাড়াও প্রতিদিন এখানে বসেন। তাঁর কথায়, 'বাড়ির বাচ্চারা আশা করে থাকে, হাট থেকে ফেরার সময় ওদের জন্য খাবার বা অন্য কিছু নিয়ে যাব। বাড়িতে ঢুকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তেল, নুন কিনতেই যেখানে পকেটে টান পড়ে সেখানে বাচ্চাদের আহ্লাদ মেটাই কী করে?'

কিন্তু কেন এমন হল? নারায়ণদের মতে, প্লাস্টিকের সস্তা জুতো এবং পালিশের সরঞ্জাম সহজলভ্য হয়ে যাওয়াটা চর্মকারদের আয়ের পথে বড় বাধা। মানুষ এখন জুতো ছিঁড়লে সারাই করাতে না গিয়ে নতুন জুতো কিনছে। মধ্যবিত্ত, ধনীরা চামড়ার জুতো পরেন বটে, তবে পালিশের কাজটা বাড়িতে নিজেরাই সেরে নেন। পাশাপাশি হাল দিনের ফ্যাশনও পরিবর্তিত হয়েছে বলে তাঁদের মত। এখন যে স্টাইলে জুতো বাজারে বেরিয়েছে তা নিয়ে ক্রেতাদের বাজারে আসার প্রয়োজনীয়তা পড়ে না বলেই জানালেন তাঁরা।

নারায়ণের অভিযোগ, 'বৃদ্ধ ভাতা পাচ্ছি না, স্ত্রী লক্ষীর ভাণ্ডার পাচ্ছে না। জমিদারদের রায়তি সম্পত্তিতেই বসবাস করছি। নিজ ভূমি নিজ গৃহ প্রকল্পের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।' নতুন প্রজন্মের ছেলেরা এই পেশায় আসছে না বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর ও বৃদ্ধ ভাতা পাচ্ছেন রামেশ্বর। কিন্তু পেশার কাজের জন্য কোনও সরকারি আর্থিক সাহায্য পাননি তিনি। এমনকি চর্মশিল্পের জন্য কোনওরূপ অনুদান যুক্ত লোনও পাননি।

বেশ কয়েকজন পেশা বদলে পরিযায়ী শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। ভবিয়া মুচি, টেটো রামদের এখন আশঙ্কা অদূরভবিষ্যতে তাঁদেরও না সুচ-সুতো, পালিশের রং-ব্রাশ ছেড়ে ডালি, কোদাল কাঁধে তুলে নিতে হয়।

বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী বলেন, 'সরকার সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে।' তিনি জানিয়েছেন, চর্মকারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন সময়ে মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে, যেখানে চর্মকাররা তাদের পণ্য বাজারজাত করতে পারে বলেও তাঁর মত।

> এই রোজগারে পুরো পরিবার চলে। এখন সেই আয়ে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে হয়। সেই টাকা শোধ করতে আবার নতুন করে ধার হয়ে যায়।
>
> **রামেশ্বর মুচি**, *চর্মকার*

টুঙ্গিদিঘি হাটে ক্রেতার অপেক্ষায় চর্মকার। শুক্রবার।

> বাড়ির বাচ্চারা আশা করে থাকে, হাট থেকে ফেরার সময় ওদের জন্য খাবার বা অন্য কিছু নিয়ে যাব। বাড়িতে ঢুকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তেল, নুন কিনতেই যেখানে পকেটে টান পড়ে সেখানে বাচ্চাদের আহ্লাদ মেটাই কী করে?
>
> **বির্জু মুচি**, *চর্মকার*

অভিযান

ফুটপাথবাসীদের রাস্তা থেকে সরাতে ফের অভিযান শুরুর সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার। অগাস্ট থেকে ধারাবাহিকভাবে এই অভিযান চলবে। ১০ দিন অন্তর কর্মসূচি নেওয়া হবে।

অভিযোগ

বিধায়ক পরেশ পাল সহ স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষের বিরুদ্ধে নারকেলডাঙা থানায় খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করলেন নিহত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের দাদা।

মারধর

সল্টলেকের রাস্তায় মহিলা যাত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত ভাড়ার থেকে বেশি টাকা চাইলে ওই মহিলা ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন বলেই দাবি।

ঘাটালে বন্যা

টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি ঘাটালে। চাষবাসের ক্ষতি হয়েছে। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। চিড়ে, গুড়, বিস্কুট, মুড়ি সহ শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ভাসছে কলকাতা, বাড়ছে বৃষ্টি

কলকাতা, ২৫ জুলাই : দফায় দফায় বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহর কলকাতা। ডুবে গিয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, দমদম, সল্টলেক ও হাওড়া সহ একাধিক ব্যস্ততম এলাকা। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত শহরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে ১৫০ মিলিমিটার, কোথাও বা ৯০ মিলিমিটার। এর জেরেই কার্যত ব্যাহত বাস, অটো, ট্রেন সহ অন্যান্য যান পরিষেবা। রাস্তায় বেরিয়ে প্রবল ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিস, কলেজ ও স্কুল যাত্রীরা। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বৃষ্টি চলবে আগামী এক সপ্তাহ।

বৃষ্টির জেরে এদিন গিরিশপার্ক, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও বৌবাজার মার্কেটে ভেঙে পড়েছে পুরোনো বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ। বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ সাগরদ্বীপ থেকে ১৫০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব থেকে শনিবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ বরাবর পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। বেশকিছু জায়গায় জল জমা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, 'কলকাতা পুরসভা জল সরাতে পারে না কেন?' শিয়ালদা ও হাওড়াগামী একাধিক ট্রেন এদিন ৪০-৪৫ মিনিট দেরিতে চলাচল করেছে।

হাওড়া পুরসভা সূত্রে খবর, সালকিয়া, বেলগাছিয়া, ধর্মতলা রোড, ঘুসুড়ি ও হাওড়া ময়দান সংলগ্ন এলাকায় জমেছে জল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরিকালীন ব্যবস্থা নিতে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ একযোগে হ্যাম রেডিওর প্রশিক্ষণ নিয়েছে এদিন। হ্যাম রেডিও ক্লাবের তরফে এদিন ওই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এরপর দেখছি সাঁতার শিখতে হবে...

কোথাও স্কুল ফেরত পড়ুয়াদের ফিরতে হল হাঁটুজলে। কোথাও আটকাল বাস, ট্যাক্সি। সমস্যায় পড়লেন চাকরিজীবীরা। শুক্রবার কলকাতার এমন অবস্থা ধরা পড়ল রাজীব মণ্ডল ও আবির চৌধুরীর ক্যামেরায়।

'আপনার লেকচার আদালত শুনবে না'

কল্যাণকে ধমক, মামলা ছাড়লেন বিচারপতি

কলকাতা, ২৫ জুলাই : 'এখানে আপনার লেকচার শোনা হবে না', আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে এমনটাই মন্তব্য করে মামলা ছাড়লেন হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় ধৃত পুলিশ অফিসারদের জামিন মামলার শুনানিতে কল্যাণের বক্তব্যে শুক্রবার চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি ঘোষ। শুনানি চলাকালীনই ওই দুই পুলিশ অফিসারের অন্তর্বর্তী জামিন নিয়ে এদিনই ফয়সালা করার জন্য জোর সওয়াল করেন কল্যাণ। তিনি মন্তব্য করেন, 'বিচারপতিদের কৃপার দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়, এটাই দুর্ভাগ্য।' তারপরই চরম বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতি। কল্যাণকে কার্যত ধমক দিয়ে এই ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা হবে না বলেও মন্তব্য করেন।

২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় বেলেঘাটায় বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের অতিরিক্ত চার্জশিটে নাম রয়েছে বিধায়ক পরেশ পাল, মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, কাউন্সিলার পাপিয়া ঘোষ, তৎকালীন নারকেলডাঙা থানার ওসি শুভদীপ সেন, তৎকালীন এসআই রত্না সরকার, হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথ সহ একাধিক ব্যক্তির। এদেরই মধ্যে ধৃত পুলিশ অফিসারদের জামিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি ঘোষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা তৈরি হয় কল্যাণের। শুনানির শুরুতেই সিবিআইয়ের তরফে কিছুক্ষণ পরে শুরু করার আর্জি জানানো হয়। তাতে আপত্তি জানান আবেদনকারীদের

অনেকক্ষণ ধরে আপনার মন্তব্য সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার লেকচার এই আদালত শুনবে না। এই আচরণ বরদাস্ত করা হবে না।

শুভ্রা ঘোষ

অন্য একজন বিচারপতিও এরকম ধরনের আচরণ করেন। বিচারপতিদের কৃপার দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়, এটাই দুর্ভাগ্য।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আইনজীবী কল্যাণ। সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, '২০২১ সালের ঘটনায় চার বছর পর কেন সিবিআই গ্রেপ্তার করল?' বিচারপতিও জানান, তিনি সোমবার থেকে ১৫ দিন সার্কিট বেঞ্চে থাকবেন। তাই মামলার পরের অংশ ১৫ দিন পর শুনবেন। আবেদনকারীরা চাইলে অন্য এজলাসেও শুনানির সুযোগ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতির বক্তব্য, 'এই মামলা এদিনই শুনানি শেষ করে রায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এর অনেকগুলি আইনি দিক রয়েছে।' কিন্তু কল্যাণ একাধিকবার এদিনের মধ্যে রায় দিতে বলেন।

তারপর আদালত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় তখনই বিচারপতি ঘোষ বলেন, 'অনেকক্ষণ ধরে আপনি যা মন্তব্য করছেন তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার লেকচার এই আদালত শুনবে না। এই ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য কোনও বেঞ্চে যান।' তারপরই মামলা ছেড়ে দেন বিচারপতি।

প্রয়াত কবি রাহুল পুরকায়স্থ

কলকাতা, ২৫ জুলাই : ভেন্টিলেশনে ছিলেন। তবে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন। এমনটা ঘটবে কেউ আশঙ্কা করেননি। কবি ও সাংবাদিক রাহুল পুরকায়স্থের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সংবাদজগৎ ও বুদ্ধিজীবী মহল। তাঁর লেখায় উঠে আসত কলোনি জীবনের কথা। ছন্দ পেত প্রেমের প্রকৃতি। সাতের দশকে জীবনচর্যা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর কলমে। শুধু কবিতার জগতে নয়, তাঁর বিচরণ ছিল সংবাদমাধ্যমেও। অডিও ভিস্যুয়াল মিডিয়ায় দূরদর্শিতার জন্য তিনি সুপরিচিত। সাহিত্য ও চিত্রকলায় প্রবল আগ্রহী ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যধির সঙ্গে লড়াই করছিলেন। তাই হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। তবে শেষ রক্ষা হল না। শুক্রবার মাত্র ৬০ বছর বয়সে মৃত্যু হল তাঁর।

সপ্তাহ দুয়েক আগে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। মাঝে বেশ কিছুদিন চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিলেন। তাই তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দু'দিন আগে ফের অবস্থার অবনতি হয়। হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। তাই আর তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা যায়নি। পৈতৃক ভিটে শ্রীহট্টে হলেও আশৈশব বেলঘরিয়াতেই কাটিয়েছিলেন তিনি। আশির দশক থেকে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। ২০টিরও বেশি কবিতার বই লিখেছেন। তাঁর প্রথম বই ছিল 'অন্ধকার প্রিয় স্বরলিপি'।

এছাড়াও 'আমার সামাজিক ভূমিকা', 'নেশা এক প্রিয় ফল', 'সামান্য এলিজি' সহ একাধিক কাব্যগ্রন্থের স্রষ্টা তিনি। লেখালিখির জন্য পশ্চিমবঙ্গ কবিতা অ্যাকাডেমির সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্মাননা পেয়েছিলেন। তাঁর বহু কবিতা ইংরেজি ও হিন্দিতেও অনুবাদ করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে তাঁর বিচক্ষণতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন তিনি। এডিটিংয়েও ছিলেন দক্ষ। তাঁর মৃত্যুতে সমাজমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন তাঁর অনুরাগীরা।

ভিনরাজ্যে বেলাগাম হেনস্তা

জামাকাপড় খুলে শারীরিক পরীক্ষার অভিযোগ শ্রমিকদের

কলকাতা, ২৫ জুলাই : বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে এই ঘটনায় রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। এদিন ফের হরিয়ানায় এই রাজ্য, অসম সহ একাধিক রাজ্যের বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনা সামনে এসেছে।

তামিলনাড়ুতেও মুর্শিদাবাদের চার তরুণকে বাংলাদেশি সন্দেহে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে রাজ্যের শাসকদল। ইতিমধ্যেই একাধিক জেলায় হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর, বসিরহাট, পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের তরফে ওই নম্বর চালু করা হয়েছে।

ফের বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তার অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গিয়েছে, ১৮ জুলাই রাত ১১টা নাগাদ ১২ জন পরিযায়ী শ্রমিককে পরিচয় যাচাই করতে পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে যায়। তার মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের ও অসমের একজন রয়েছেন।

সেখানে সম্পূর্ণ জামাকাপড় খুলিয়ে তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা করার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাদশাপুরের ডিটেনশন সেন্টারে। তবে ওই তরুণদের অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ।

হরিয়ানায় আটক শ্রমিকের মায়ের সঙ্গে কথা বিধায়কের। -ফাইল চিত্র

তামিলনাড়ুতেও একই ঘটনা। মুর্শিদাবাদের একই পরিবারের চার ভাই তিরুভাল্লুরে কাজে যায়। সেখানে বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদেরকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বাংলায় কথা বলতেই লোহার রড ও লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। চিকিৎসার পর বর্তমানে তাঁরা মুর্শিদাবাদে ফিরেছেন। বনগাঁর এক তরুণ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে হরিয়ানায় যায়। তাঁকেও আটক করেছে পুলিশ। রাজস্থানে আবার এক পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে পুশব্যাকের অভিযোগ উঠেছে। মালদার কালিয়াচক থানায় অন্তর্গত জালালপুর গ্রামের বাসিন্দা আমির শেখ রাজস্থানে কাজে গিয়েছিলেন।

তাঁকে আটক করার পর বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে।

এই আবহেই মহারাষ্ট্র থেকে কফিনবন্দি হয়ে বাংলায় ফিরল পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ। সেখানকার ভাসি থানা এলাকার ওয়াসিগাঁওয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন উত্তর ২৪ পরগনার রুদ্রপুরের বাসিন্দা আবু বক্কর সিদ্দিকী। অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী ও প্রেমিক তাঁকে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে বস্তায় পুরে জলে ফেলে দেয়। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন মৃতের পরিবার।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিকের খুনের ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর স্ত্রী ও প্রেমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন আবু বক্কর। তাঁর দেহ ফিরে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবার। আবুর মা হামিদা বানু ও জামাইবাবু শাহানুর গাজি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন, 'খুনিদের ফাঁসির সাজা হোক।'

বাংলায় বিশেষ ভোটার সমীক্ষার জন্য প্রস্তুত কমিশন

কলকাতা, ২৫ জুলাই : রাজ্যে ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত কমিশনের রাজ্য দপ্তর বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে আদৌ এসআইআর হবে কি না, বা হলে কবে থেকে শুরু হতে পারে, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। যদিও সূত্রের খবর, সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যে কাজ শুরু হতে চলেছে ১৫ অগাস্টের মধ্যেই।

তৃণমূলস্তরে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করবেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওরা। শনিবার কলকাতায় নজরুল মঞ্চে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের ১০৮টি বিধানসভার বিএলওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিটি বিধানসভা থেকে ৭ জন করে বিএলও এই প্রশিক্ষণে যোগ দেবেন। কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। ইতিমধ্যেই মালদা ও বর্ধমান ডিভিশনের বিএলওদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। শনিবার কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের বিএলওদের প্রশিক্ষণের সঙ্গেই পশ্চিম মেদিনীপুর ডিভিশনের বিএলওদের প্রশিক্ষণ হবে। ২৮ জুলাই জলপাইগুড়ি ডিভিশনের বিএলওদের প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা। ৪টি ডিভিশনের প্রশিক্ষণের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে জেলাওয়াড়ি সব বিএলওকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এদিনই বিহারে এসআইআর চূড়ান্ত হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার নাম বাদ পড়েছে। তবে যাঁদের নাম এই তালিকায় থাকবে না, তাঁরা ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাম তোলার জন্যে নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। কমিশনের দাবি, প্রায় ৫৮ লক্ষ বাদ পড়া ভোটারের মধ্যে ২২ লক্ষ মৃত এবং ৭ লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে একাধিক জায়গায়। ৩৫ লক্ষ ভোটার হয় স্থায়ীভাবে তাঁদের বাসস্থান বদল করেছেন বা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় বিএলওরা তাঁদের খুঁজে পাননি। ১ লক্ষ ২ হাজার আবেদন এখনও জমা পড়েনি কমিশনে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিএলও প্রশিক্ষণ বাড়তি মাত্রা পাচ্ছে। কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'যেহেতু বিএলওরা তৃণমূলস্তরে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ করবেন, তাই কী করতে হবে আর কী করতে হবে না সে সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। কমিশনের আইনগত দিক সম্পর্কেও যাতে তাঁরা ওয়াকিবহাল থাকেন, সেই জন্যই এই বিশেষ নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।'

খড়্গাপুরেই মাটি কামড়ে দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ জুলাই : এবার আর গত লোকসভা ভোটের মতো ভুল করতে চান না প্রবীণ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এখন থেকে আরএসএস ও সংঘ পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে খড়্গপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন তিনি। আপাতত যাতায়াত সীমাবদ্ধ কলকাতা ও খড়্গপুরের মধ্যে। শুক্রবার নিজেই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানালেন, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে খড়্গপুর বিধানসভার ভোটে দলের প্রার্থী হতে চান। অবশ্য তিনি চাইলেই তো হবে না। পার্টি চাইলে তবেই হবে। পার্টিকেও তাই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সেকথা। বললেন, 'পার্টি চেয়েছিল বলে এর আগেও রাজ্যে লোকসভা ও বিধানসভায় লড়েছি। জিতেছি, আবার হেরেওছি।' তবে এবার ভোটের লড়াইয়ে নামার সুযোগ হলে আগাম সতর্ক থাকতে চান তিনি।

দিলীপ এদিন দাবি করলেন, 'আমি বরাবর আরএসএসের লোক। আরএসএস ও সংঘ পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে না? ওরা এখন পার্টির কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে।'

গত লোকসভা ভোটে মেদিনীপুর আসনে লড়াইয়ে থাকতে চেয়েও সুযোগ হয়নি তাঁর। তাঁকে লড়াই করতে হয়েছিল নতুন বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে। কেন তা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। নতুন করে আর ওইসব তুলতে চান না।

সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কান্না র‍্যাগিংয়ে মৃতের বাবার

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ জুলাই : শখ করে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন রাজ্যের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে। প্রথম দিনের ক্লাস শেষে ছেলে জানিয়েছিল নিজের ভালো লাগার কথা। খানিক চিন্তায় থাকলেও ছেলের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই গভীর রাতের একটি ফোন যে মুহূর্তে সমস্ত কিছু ছাড়খাড় করে দেবে, এমনটা হয়তো তখনও কল্পনা করতে পারেননি। বোঝেননি যাদের ভরসায় ছেলেকে রেখে এসেছেন, তারাই এই ধরনের কোনও কাণ্ড ঘটাতে পারে।

সংক্ষেপে এই ছিল ২০২৩ সালের ৮ অগাস্ট রাতের পরিস্থিতি। তারপর দু-বছর পেরিয়ে গিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ওই ছাত্রের মৃত্যু নিয়ে রাজ্য এবং দেশে কম তোলপাড় হয়নি। কিন্তু তাঁর পরিবার, বিশেষ করে ওই ছাত্রের বাবা-মা ঠিক কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, সেটা হয়তো অনেকেরই জানা ছিল না।

অবশেষে শুক্রবার হয়তো তার খানিক আভাস মিলল। যখন দু'বছর পর ছেলের মৃত্যুতে সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় উঠলেন বাবা। ভেঙে পড়লেন। কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গোপন জবানবন্দি দিলেন।

রুদ্ধদ্বার এজলাসে কারোর প্রবেশের অনুমতি ছিল না।

যাদবপুর মামলার শুনানি

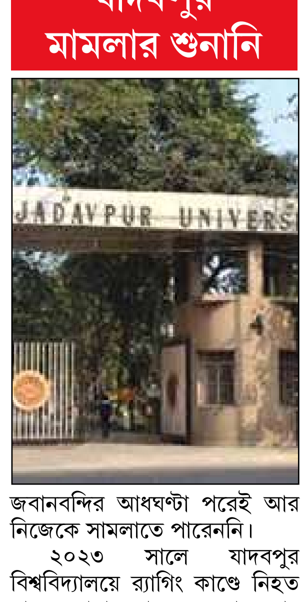

জবানবন্দির আধঘণ্টা পরেই আর নিজেকে সামলাতে পারেননি।

২০২৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং কাণ্ডে নিহত ছাত্রের বাবার সাক্ষ্য নেওয়া সম্পন্ন হল। এতদিন বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতায় হতাশ থাকলেও কিছুটা আশার আলো দেখছেন তিনি। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বললেন, 'আদালত ও বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবার ঠিক বিচার পাব।'

এই ঘটনায় প্রথমবার পরিবারের তরফে কেউ সাক্ষী দিল। মৃতের বাবা এই মামলার দশম সাক্ষী। বিবাদী পক্ষের তরফেও তাঁকে জেরার পর্ব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

দু'ঘণ্টা ধরে তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তখনই ভেঙে পড়েন তিনি। এদিন তিনি বলেন, 'আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বার বার ছেলের মুখ ভেসে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সমস্ত কিছু সম্পন্ন হোক এটাই চাই। ওর মাও ভেঙে পড়েছে।' ইতিমধ্যেই এই মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী এক নাপিতের বয়ানও নেওয়া হয়েছে।

তবে মৃতের মা ও ভাই কেউই আদালতে আসেননি। নাবালকের বাবা বলেন, 'আমার ছোট ছেলে এখন দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আমার বড় ছেলের খুব আফশোস ছিল কেন ভাই ওকে দাদা বলে ডাকে না। গতকাল একটু পনির এনেছিলাম। তখনও ওর কথা আমাদের খুব মনে পড়ছিল। কী করে ওদের আদালতে নিয়ে আসব?' মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ১৯ অগাস্ট।

পৃথক হবে দুই টার্মিনাল

কলকাতা, ২৫ জুলাই : কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বড় ধরনের সংস্কার কাজ করা হচ্ছে। পুরোনো ডোমেস্টিক বা অন্তর্দেশীয় টার্মিনাল বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলে সেখানে বড়সড়ো টার্মিনাল তৈরি হবে। বিমানবন্দরের অধিকর্তা ডক্টর প্রভাতরঞ্জন বেউড়িয়া জানিয়েছেন, ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯৭৩ বর্গমিটারের বর্তমান (অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) টার্মিনালটি ব্যস্ততম সময়ে সাড়ে ৫ হাজার অন্তর্দেশীয় ও ২৯৬০ আন্তর্জাতিক যাত্রী ব্যবহার করেন। ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরে এই টার্মিনালটি যাত্রী চলাচল ক্ষমতার সীমা ছাড়াবে।

এই টার্মিনালের ক্ষমতা অনুযায়ী বছরে এটি ২ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রী ব্যবহার করতে পারেন। এই বছরের শেষ বা পরের বছরের গোড়ার মধ্যেই পুরোনো অন্তর্দেশীয় টার্মিনাল বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলার কাজ শেষ হয়ে যাবে। সেই জায়গায় নতুন একটি ইউ আকৃতির টার্মিনাল গড়ে তোলা হবে। কাজ শেষ হওয়ার পরে নতুন টার্মিনাল বিল্ডিংটি বছরে ২০ কোটি যাত্রী ব্যবহার করতে পারবেন।

অপরাজিতা বিল ফেরত রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৫ জুলাই : অপরাজিত বিল ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই বিলে রাজ্যের প্রস্তাবিত ফাঁসির সাজা নিয়ে আপত্তি রয়েছে কেন্দ্রের। তাই ফের বিবেচনা করতে বিল রাজ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে রাজভবন।

কেন্দ্রের ধারণা, এই বিল ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ ধারায় বর্ণিত ধর্ষণ ও তার শাস্তির বিধানে কয়েকটি অংশের পরিপন্থী। এই বিলটি 'অতিশয় নিষ্ঠুর' বলে মনে করছে কেন্দ্র।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরেই ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন বসে। সেখানেই অপরাজিতা বিল ২০২৪ পাশ হয়। তারপর তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় রাজভবনে। যে কোনও বিল রাজ্যপালের কাছে গেলে তিনি তা বিবেচনা করে সই করেন।

এক্ষেত্রে বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠান রাজ্যপাল। কিন্তু রাইসিনা হিলস থেকে এই বিলের কিছু অংশ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফেও এই বিল নিয়ে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এই বিলে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে রাজভবনে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'অতিশয় নিষ্ঠুর' মৃত্যুদণ্ডে আপত্তি

বিজেপির মানসিকতা কী তা এবার স্পষ্ট হল।

কুণাল ঘোষ
তৃণমূল মুখপাত্র

ন্যায় সংহিতা থাকতে রাজ্যে আলাদা আইনের কী প্রয়োজন?

অগ্নিমিত্রা পল
বিজেপি বিধায়ক

বিল ফেরত পাঠানোয় সরব রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অপরাজিতা বিল রাজ্যকে ফেরত পাঠাল কেন্দ্র? ধর্ষণ ও খুনে মৃত্যুদণ্ডকে অতিরিক্ত নিষ্ঠুর সাজা চিহ্নিত করে আপত্তি তুলল। এটা সত্যি হলে তীব্র প্রতিক্রিয়া রইল। বিজেপির মানসিকতা কী তা এবার স্পষ্ট হল।'

বিজেপির অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, 'যখন কেন্দ্রের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আছে, তখন রাজ্যে আলাদা আইনের কী প্রয়োজন পড়ল?' এখন দেখার, এই বিল নিয়ে রাজ্য কি অবস্থান নেয়। তারা বিল সংক্রান্ত আপত্তি মেনে নেবে কিনা সময়ই বলবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬৯ সংখ্যা, শনিবার, ৯ শ্রাবণ ১৪৩২

যত কাণ্ড এসআইআর-এ

দেশজুড়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের একটি সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি আপাতত বিহারকেন্দ্রিক। তবে এর জের পশ্চিমবঙ্গ সহ সারাদেশে পড়বে- এমন ইঙ্গিত আছে। কমিশনের সেই পদক্ষেপটি হল, বিশেষ নিবিড় সংশোধন। ইংরেজিতে সংক্ষেপে এসআইআর। ভোটার তালিকা থেকে ভুতুড়ে ভোটারদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। বিহারে ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার সংখ্যাটা ইতিমধ্যে ৫৬ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

১ অগাস্ট সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে কমিশনের এই রাজসূয় যজ্ঞে হইচই পড়ে গিয়েছে। এর পিছনে প্রকৃত ভোটারদের বেছে বেছে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত আছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। বিরোধীদের মতে, আসল লক্ষ্য, গরিব, প্রান্তিক, খেটে খাওয়া মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া। কর্মসূচিটি বিহারে চললেও পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদে সোচ্চার তৃণমূল।

খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, একজন প্রকৃত ভোটারের নামও বাদ গেলে বিক্ষোভে গর্জে উঠবে বাংলা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এভাবে ভোট চুরি করছে। এতে পার পাওয়া যাবে ভাবলে কমিশন ভুল ভাবছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অবশ্য দাবি, ভোটার তালিকাকে নির্ভুল রাখতেই এই প্রয়াস। মৃত, অন্যত্র পাকাপাকিভাবে চলে যাওয়া ভোটারদের তালিকায় রেখে দেওয়ার অনুমতি কমিশন দিতে পারে না।

কমিশনের মতে বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব এতই ক্ষিপ্ত যে ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার প্রতিবাদে আসন্ন বিধানসভা ভোট বয়কটের ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিরোধীদের এই চাপানউতোর নজিরবিহীন। অতীতে বহুবার কমিশনের একাধিক সিদ্ধান্তে বিরোধী শিবির অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এভাবে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়া অতীতে ঘটেনি।

এই পরিস্থিতির দায় নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের। অতীতে এমন বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা হলেও ঢালাও ভোটারদের নাম বাদ পড়েনি। বিহারে তেমন হওয়ায় কমিশনের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না বিরোধীরা। এই অভিযানে তালিকায় নাম রাখতে আধার, প্যান, র‍্যাশন এমনকি সচিত্র পরিচয়পত্রকেও ধর্তব্যে রাখছে না। সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র নির্বাচন কমিশন দিলেও সেই কার্ডকে মান্যতা দিচ্ছে না।

বিহারে তড়িঘড়ি এই কর্মসূচিটিও সন্দেহের উদ্রেক করছে। যে প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ, বিহারে সেটাই ঝড়-জল, বৃষ্টি উপেক্ষা করে তড়িঘড়ি ফর্ম পূরণ করতে বাধ্য করছে কমিশন। তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পরিসংখ্যানও বিস্ময়কর। তৃণমূলের অভিযোগ, বিহারে খুঁজে পাওয়া যায়নি, এমন ভোটারের সংখ্যা ২২ জুলাই ছিল ১১,৪৮৪। ২৪ ঘণ্টা পর সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ।

বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী। কমিশনকে বিবৃতি দিয়ে সেই অভিযোগকে খণ্ডন করতে হচ্ছে ঠিকই, তাতে বাস্তব পরিস্থিতি পালটাচ্ছে না। উলটে মানুষের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। এর আগে অসমে এনআরসি'র সময় একইরকম ছবিটা দেখা গিয়েছিল। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্কের সময়ও একইরকম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছিল।

নোটবন্দির সময় মানুষ বিভ্রান্তের মতো ব্যাংক, ডাকঘরের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিন সরকার কিছু শুকনো আশ্বাস দিয়ে ক্ষান্ত ছিল। এবারও তাই। চলতি বিতর্কের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অন্তত সাতটি জেলায় গত এক সপ্তাহে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ৭৫ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। মানুষকে এভাবে ব্যতিব্যস্ত এবং চরম মানসিক উৎকণ্ঠার মুখে ফেলে দেওয়ার দায় কমিশনের পাশাপাশি কেন্দ্রেরও।

কেননা, বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব কেন্দ্রের। অথচ সেই জুজু দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের কর্মসূচি কমিশনের ঠিকই। কিন্তু অনুপ্রবেশ প্রশ্নে কেন্দ্রের শাসকদলের আস্ফালনের প্রতিফলন কমিশনের ওই কর্মসূচিতে পড়ায় সন্দেহ বাড়াচ্ছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আফগানিস্তানই কি ভবিতব্য বাংলাদেশের

বাংলাদেশ আমাদের কাছে এক শিক্ষা। ধর্মান্ধরা সব গ্রাস করলে শস্যশ্যামলা, আন্তরিকতার শান্ত দেশে আঁধার নামে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দুর্দিন।। মেয়েদের ফুটবল ম্যাচ বানচাল করতে ভাঙচুর মৌলবাদীদের। বাংলাদেশে।

রুক্ষ আফগানিস্তান থেকে আজ তেমন কোমলগান্ধারের খবর আসে না আর। আর কোনও রহমত বাংলার মিনির জন্য মন কেমনের ধারাপাত নিয়ে ঘরে বসে থাকে না কান্দাহার-কাবুলে।

সংবাদ সংস্থা এপি'র খবরে পড়লাম, নাহিদা নামে আফগান কিশোরীর অসহায় কৈশোরের ক্ষতচিহ্ন। স্কুলে ছয় ঘণ্টা কাটিয়ে এক কবরখানায় ঘুরে বেড়ায় সে। সেখানে মৃতদের কবরে ফুল দিতে আসেন অনেকে। তাঁরা তৃষ্ণার্ত হলে নাহিদা জল দেয়। জল বিক্রি করেই চলে জীবন।

নাহিদার স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়া। সেটা আর সম্ভব নয়। কেননা পরের বছর তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে হবে। তেরো বছরের নাহিদা জানে, ওখানে প্রাইমারি স্কুল শেষ হলেই মেয়েদের শিক্ষাজীবন শেষ। তালিবান সরকারের তিন বছর আগে ঘোষণা ছিল, মেয়েদের সেকেন্ডারি স্কুলে প্রবেশ নিষেধ। বিশ্ববিদ্যালয়েও না। পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র, যেখানে এমন ফতোয়া।

কাবুলের তসনিম নসরত ইসলামিক সায়েন্স এডুকেশনাল সেন্টারে সারি সারি বোরখা পরা মুখ দেখা যায় প্রতিদিন। ছয় থেকে ষাট, সব বয়সেরই। অন্তত চারশো মেয়ে সেই মাদ্রাসায় যায়। কোরান পড়ে সেখানে, ধর্মশিক্ষা হয়।

এ সব পড়তে পড়তে ভয় গ্রাস করে, মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশকেও ওইভাবে আফগানিস্তান হওয়ার পথে নিয়ে যাচ্ছেন না তো? যেখানে নারী স্বাধীনতা থাকবে না, নারী শিক্ষা বলেও কিছু থাকবে না। গান-সাহিত্য-সিনেমা সবই চলে যাবে ধর্ম নামক চোরাবালির আড়ালে।

সম্প্রতি যে সব ভিডিও পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পার থেকে ভেসে আসে, সে সবে লেগে থাকে আতঙ্ক। শুধু আতঙ্ক। জেগে থাকে অরাজকতা ও চরম নৈরাজ্য। শুধু অরাজকতা ও চরম নৈরাজ্য। যেখানে নোবেলজয়ী ইউনূসকে দেখায় মৌলবাদীদের হাতের পুতুল মাত্র।

বাংলাদেশ আমাদের বাঙালিদের কাছে একটা শিক্ষা। ধর্মান্ধরা সব গ্রাস করলে একটা শস্যশ্যামলা শান্ত দেশে, বহু আন্তরিক মানুষের দেশে কীভাবে আঁধার নামে।

এমনই হাড়হিম করা ভিডিওতে দেখলাম, বাংলাদেশের মহেশখালীতে অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় মেয়ে ফুটবলার পারভিন সুলতানার বাম পায়ের রগ কেটে নেওয়া হয়েছে। কেন? হামলাকারীরা বলেছে, ফুটবল খেলা ইসলামে হারাম। পারভিনকে তারা আর মাঠে নামতে দেবে না। অথচ দিন কয়েক আগে বাংলাদেশের মেয়ে ফুটবলাররা ইতিহাস গড়েছেন এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

পদ্মাপারের মেয়েদের যা পারফরমেন্স, তা ছেলেরা কল্পনাও করতে পারবেন না। বর্তমান মেয়ে জাতীয় টিমের ৭ ফুটবলার ভুটানের লিগে খেলেন। তার বাইরেও আছেন অনেকে। ভারতীয় লিগেও খেলেছেন। তাদের ঋতুপর্ণা চাকমা, স্বপ্না রানি, কৃষ্ণারানি সরকার, সানজিদা আক্তার, সাবিনা খাতুনরা খুব পরিচিত নাম। ইউনূসের দেশে কি ওঁরা খেলা ছেড়ে দেবেন? ওদের টিমটাকে এখনও ভারতও ভয় পায়। অনেকবার হারিয়েছে।

পুরুষ সে তো মানবে না। যে দেশে হাসিনা-খালেদার মতো নেত্রীরা এত বছর শাসন চালালেন, সেখানে নারীত্বের অপমানেই সুখ বহু পুরুষের। দিনকয়েক আগে জয়পুরহাটের তিলকপুরের স্কুল মাঠে মেয়েরা ফুটবল খেলছিল। সেখানে ভাঙচুর চালায় মুসল্লি ও মাদ্রাসার ছাত্ররা। এই শিক্ষা, এই সাহস এরা পায় কোথা থেকে? উৎসটা কী?

আফগান তালিবান চায় না, সে দেশে গানবাজনা হোক। প্রচুর বাদ্যযন্ত্র ভেঙেই তালিবানি আনন্দ। সুর, তুমি তফাত যাও। কোনও ঘরে সুরের যন্ত্র রাখতে দেয় না তালিবান। সম্প্রতি নব্য বাংলাদেশে এমন তালিবানও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। নদীর ধারে নৌকোয় রাখা ছিল গানের অনেক যন্ত্র। মাদ্রাসা থেকে লোক এসে সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এমন ভিডিও দেখলাম। দেখলাম, পাকিস্তানের জার্সি পরে ঢাকার রাজপথে কিছু লোক ঘুরছে। মাঠের গ্যালারিতেও কিছু লোক পাকিস্তানি জার্সি পরে বসে।

এখানে প্রশ্ন আছে একটা। এই বাংলাদেশিদের রোলমডেল তা হলে কোন দেশ? পাকিস্তান, না আফগানিস্তান? দুটো দেশ তো একসঙ্গে রোলমডেল হতে পারে না। ওই দুটো দেশে আকচাআকচি কিন্তু আজ চরমে।

খেলা গেল, গানবাজনা গেল। এবার বাকি রইল সিনেমা। বৃহস্পতিবার যা শুনলাম, তাতে তাজ্জব হয়ে যাওয়ার কথা। ঢাকার উত্তরা অনেকটা কলকাতার সিনেমাপাড়া টালিগঞ্জের মতো। সেখানে সেক্টর চার এলাকায় তিনটি শুটিং হাউস। উত্তরার হাউস মালিকদের চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, এখানে আর শুটিং করা যাবে না। কারণ? রাস্তায় লোক বাড়ছে, যাতায়াত-গাড়ি চলাচলে সমস্যা, বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সমস্যা। ২৫ বছর ধরে এই সব সমস্যা হয়নি। এখন হচ্ছে। ইউনূস সরকারই সাহস জোগাচ্ছে। অথচ সরকারের অন্তত দুই পরামর্শদাতার স্ত্রী বিশিষ্ট অভিনেত্রী। তাঁদের মুখে কুলুপ।

মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীর মতো লোক এখন বাংলা সংস্কৃতি জগতের হর্তাকর্তা। তিনি করছেনটা কী? তিনিও কি ক্রীড়নক, হাতের পুতুল হয়ে ব্যস্ত? বিখ্যাত সংস্কৃতিকর্মী আসাদুজাম্মান নূরকে এত দিন ধরে, বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। ফারুকীর দায় নেই কোনও? কতদিন বিচার চলবে রাজনৈতিক বন্দিদের?

তসলিমা নাসরিন যে প্রশ্নটা তুলেছেন, সেটা অনেকেরই। হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা নিয়ে ফারুকী তৈরি করেছিলেন 'শনিবারের বিকেল' নামে একটা সিনেমা। হাসিনার আমলে ওই সিনেমা মুক্তি পায়নি বলে ফারুকীরা হইচই করেছিলেন। এখন ফারুকীই ওই সিনেমা প্রকাশ্যে মুক্তি দিচ্ছেন না কেন? চেয়ার হারাবেন বলে? নাকি হামলাকারীদের সঙ্গে সহমত? তিনি তো অন্যের ছবিই মুক্তি দিচ্ছেন না।

আজকের বাংলাদেশ যেমন অশিক্ষিতদের আসল অন্তর দেখিয়ে চলেছে, তেমনই দেখিয়ে চলেছে অনেক তথাকথিত শিক্ষিতর অশিক্ষা, ধান্দাবাজি। যেমন ইউনূস, যেমন ফারুকী, যেমন আসিফ নজরুল, যেমন সফিকুল আলম, যেমন কিছু সংবাদপত্র মালিক-সম্পাদক, যেমন ব্যাংক কর্তা। বোঝা যাচ্ছে, এঁদের কারও মধ্যে তুমুল বোঝাপড়া, কারও মধ্যে বোঝাপড়ার চূড়ান্ত অভাব।

পোশাক নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক ফতোয়া এবং ডিগবাজির কথাই ধরুন। মহিলা কর্মীদের স্বল্প দৈর্ঘ্যের পোশাক, ছোট হাতার ব্লাউজ, লেগিংস পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ব্যাংক। বলা হয়েছিল, পরতে হবে শালীন পোশাক হিজাব, হেডস্কার্ফ। এমনকি জিনসও পরা বন্ধ। বাংলাদেশ ব্যাংকও কি আজ চালাচ্ছেন মাদ্রাসার মৌলবাদীরা? প্রতিবাদ হওয়ায় সেই ফতোয়া তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে অনেকেই বলছেন, এটা এক ধরনের সতর্কবার্তা। পরীক্ষা করা হল, আসলে প্রতিক্রিয়া কী দাঁড়ায়।

ঢাকায় জনবহুল এলাকায় যে বিমান দুর্ঘটনাটি হল, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে কিছু মানুষের। সে পথে যাচ্ছি না। দেখলাম, পুড়ে যাওয়া বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য ইউনূস জনগণের কাছে ভিক্ষে চেয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তসলিমার প্রশ্নটা এখানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, 'দেশকে তিনি সম্ভবত আস্ত একটা গ্রামীণ ব্যাংক মনে করছেন! কিংস পার্টি এনসিপিকে তো গোপালগঞ্জে সন্ত্রাস করার জন্য সেদিন ৮ কোটি টাকা মূল্যের নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়েছেন। ব্যক্তিগত হাবিজাবি পুরস্কার বগলদাবা করার জন্য সঙ্গীসাথি নিয়ে লন্ডনে প্রমোদ বিহারে গিয়ে হোটেল বিলই তো মিটিয়েছেন ৩ কোটি টাকার। তিনি বাদশাহ হতে চেয়েছিলেন, বাদশাহ হয়েছেন। আমোদপ্রমোদের তাঁর কমতি নেই। যদিও খাদির পোশাক পরে সরলসোজা নিরীহ সাজেন, আসলে তো তিনি তা নন। রীতিমতো ধুরন্ধর ধনকুবের তিনি। দুর্ঘটনায় শত শত শিশুর মৃত্যু হওয়ার পরও তিনি পারিষদবর্গের সঙ্গে ফোটোশুটে সময় দেন, তাঁর মুখের হাসিটি মোটেও মিলিয়ে যায় না।'

মুখের হাসি মিলিয়ে না যাওয়াটা সত্যিই ধুরন্ধর রাজনীতিকের লক্ষণ। তবে যেভাবে ওদেশে বিএনপি বনাম জামায়াতে ইসলামি-এনসিপি-ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ পার্টির কথার লড়াই শুরু হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে ইউনূস খুশিই হবেন। নির্বাচনের সম্ভাবনা আরও অথই জলে। এবং ইউনূস তো এটাই চাইছেন। একদিকে বিএনপি, যারা অনেকটাই অসাম্প্রদায়িক। অন্যদিকে তিনটে দল, সাম্প্রদায়িক। সবচেয়ে লজ্জার হল, ছাত্রদের নতুন দলের ওই জোটে নাম লেখানো। আবার লজ্জারই বলবেন কী করে? এরাই হচ্ছে অশান্তির বাংলাদেশে নতুন ধান্দাবাজ। মুজিবুর রহমান ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মভিটে, আওয়ামির আঁতুড় গোপালগঞ্জে যে রক্তারক্তি কাণ্ড হল, অজস্র মানুষ উধাও আজও, তার দায় তো পুরোপুরি ছাত্রদের পার্টির। এই পার্টিও আমাদের বাংলার ছাত্র পার্টিগুলোর মতো। নেতারা বহুদিনই আর ছাত্র নয়।

অবশ্য আমরা ভারতীয়রা বিদেশি পার্টিকে ধান্দাবাজই বা বলব কী করে? আমরাই বা কী কম ধান্দাবাজ?

বছর খানেক আগে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বলল, চিনের সঙ্গে কোনও বাণিজ্য নয়। বয়কট, বয়কট। অথচ এখন নয়াদিল্লির কনট প্লেসের পালিকা বাজার থেকে শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট-- সব জায়গাতেই প্রচুর চিনা জিনিস উপচে পড়ে। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার বলল, মালদ্বীপ যাবেন না। বয়কট, বয়কট। মালদ্বীপের বদলে লাক্ষাদ্বীপ যান। প্রচুর ভারতীয় মালদ্বীপ যাওয়ার টিকিট বাতিল করে দিলেন।

আর এখন দেখছি, সব নির্দেশ ভোঁভা। প্রচুর ভারতীয় আবার মালদ্বীপে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেও ওখানে হাজির।

আপনি বলবেন, এটা ধান্দাবাজি, পালটিবাজি। নেতারা বলবেন, এটাই কূটনীতি।

ইউনূসও আজ বাংলাদেশে ওরকমই যুক্তি দিচ্ছেন। শুধু কলকাতা থেকে ইউরোপ, হাজার হাজার বাংলাদেশি নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছেন অসহায়। দেশে ফিরলেই তাঁদের জীবন বিপন্ন। নারীদের স্বাধীনতা যেমন সংকটে।

এসবও কি কূটনীতির মধ্যে পড়বে, শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ ইউনূস?

আজ

১৮৬৫

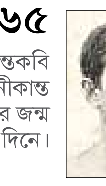

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫২

আজকের দিনে প্রয়াত হন কবি মোহিতলাল মজুমদার।

আলোচিত

বিহারে সরকারটা বিজেপির। ফলে ওখানে যেভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন করছে, বাংলায় সেভাবে পারবে না। মৃতদের ভোট হয়, আমরাও জানি। কিন্তু যে সংখ্যায় ভুয়ো ভোটার বের হচ্ছে, সেটা অস্বাভাবিক। সমাজমাধ্যমে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে।

- অধীর চৌধুরী

ভাইরাল/১

মায়ের দুধ ছাড়া যে কোনও কাঁচা দুধ কোলের শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক। এক বাচ্চার গোরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাওয়ার ভিডিও ভাইরাল। বাবা শিশুটির মুখ গোরুর বাঁটে ধরেন। বাচ্চাটি মনের সুখে খেতে থাকে দুধ। বাবার আচরণে সমালোচনার ঝড়।

ভাইরাল/২

চিনের এক মহিলা ৯০টি ডিম কিনেছিলেন। সেগুলি বাড়িতে রেখে ঘুরতে গিয়েছিলেন। দু'দিন পরে ফিরে রান্নাঘরে কিচিরমিচির আওয়াজ শুনে দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। ডিমগুলি থেকে বাচ্চা বেরিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উত্তরের পাঁচালি

অভিনয়ের টানে

অনিমেষ দাস।

অনিমেষ দাস রায়গঞ্জ দেবীনগর এলাকার বাসিন্দা। এই অঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা। বেসরকারি সংস্থার কর্মী। কাজের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাদবাকি যা সময় পান তা অভিনয়েই ঢেলে দেন। ছাত্রজীবন থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর তীব্র ঝোঁক। তারপর থেকেই এতেই তাঁর মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া। বর্তমানে রায়গঞ্জের একটি নামী নাট্যদলের সক্রিয় কর্মী। নাটকের পাশাপাশি তিনি যাত্রাতেও অভিনয় করেন। লখনউয়ে আয়োজিত একটি নাট্য প্রতিযোগিতায় সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। তার আগে জেলা ও রাজ্য স্তরে বহু পুরস্কার জেতা সারা। অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক লেখা ও পরিচালনাও করেন। মঞ্চে আলোর ব্যবহারে বিশেষভাবে দক্ষ।

অনিমেষ একজন সমাজসেবীও বটে। রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, দুঃস্থদের সাহায্যের মতো কাজ নিয়মিত করে যান। তবে অভিনয়ই প্রথম প্রেম। মানুষটির কথায়, 'অভিনয়কে খুব ভালোবাসি। অভিনয়ের জন্য জীবনে অনেককিছু ত্যাগ করেছি। আজীবন অভিনয় নিয়ে বাঁচতে চাই।'

- অচিন্ত্য সরকার

কাছের মানুষ

সন্ধ্যা ধর।

অশীতিপর সন্ধ্যা ধর সবার প্রিয় 'পিসিমণি'। জন্মসূত্রে দক্ষিণবঙ্গের। ১৯৯৭ সালে গভর্নমেন্ট টেলারিং স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে তাঁর ধূপগুড়িতে আসা। এর আগে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে একটি সেলাই স্কুলের ব্যালে ড্যান্স গ্রুপে ড্রেস ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছেন। পরে দুর্গাপুর ও বহরমপুর ঘুরে তিনি ধূপগুড়ি আসেন। এখানেই অবসর। এখানে নিজের বাড়ি নেই। কিন্তু ছাত্রীদের মধ্যে তিনি এতটাই জনপ্রিয় যে সেই অভাব কোনওদিন বড় হয়ে দেখা দেয়নি।

ছাত্রীদের অনেকের বাড়িতে পালা করে দিন কাটিয়েছেন। এখনও কাটান। শুধু পোশাক তৈরির পাঠই নয়, কীভাবে জীবনকে ভালোবেসে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে হয় সেই পাঠ সবাইকে দেন। তা শেখার জন্য সবাই যেন রীতিমতো উন্মুখ হয়ে থাকে। বিপদে-আপদে সর্বস্ব দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান। নিজের কোনও সমস্যার বিষয়ে চিন্তা না করেই। সন্ধ্যাদেবী অনেকের কাছেই খুবই অনুপ্রেরণার।

-অপর্ণা গুহ রায়

আবৃত্তিতে প্রাণ

নন্দিতা গোস্বামী।

নন্দিতা গোস্বামী দিনহাটা শহরের বাসিন্দা। বাচিক শিল্পী হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই এই শিল্পের প্রতি বেশ টান। কবি শৈবাল মজুমদারের কাছে আবৃত্তির প্রশিক্ষণে হাতেখড়ি। তারপর তাঁর স্ত্রী বীণা মজুমদারের কাছে এই পাঠ। দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী নন্দিতা আবৃত্তির অঙ্গনে রাজ্য স্তরে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ছোটদের আবৃত্তি শেখান।

কণ্ঠস্বরকে সঙ্গী করে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভয়েস ওভার আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। সংগীতচর্চাও করেন। তবে মনপ্রাণ জুড়ে আবৃত্তিই। মুঠোফোনে জীবনকে আবদ্ধ না রেখে সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমেই প্রকৃত উত্তরণ সম্ভব বলে বিশ্বাসী।

-ভাস্কর সেহানবিশ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫১৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪০৪৪৬৮৬, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com.
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ট্রোলিং এড়িয়ে নিজের লক্ষ্যে অটল

ফুটপাথে সাধারণ চায়ের দোকান চালিয়ে এখন একজন শিল্পপতি হওয়ার স্বপ্ন। কে কী বলল, তাতে কান না দেওয়ার মন্ত্র।

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সেই দিন।। বিল গেটসের সঙ্গে ডলি চায়ওয়ালা।

সুনীল পাটিলকে চেনেন? নিশ্চিতভাবে চেনেন। তবে হয়তো তাঁর নিজের নামে নয়। কিন্তু 'ডলি চায়ওয়ালা' বললে আপনি নিশ্চিতভাবে তাঁকে চিনে ফেলবেন। নিম্নবিত্ত পরিবারকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে নাগপুরের রাস্তায় চা বিক্রিকে তাঁর পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া। একটা সময় 'পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান' দেখা। জনি ডেপের জ্যাক স্প্যারো চরিত্রটি দেখে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়া। আর তখনই উপলব্ধি, চায়ের পাশাপাশি দারুণভাবে স্টাইল বিক্রিও সম্ভব। আর তাই সুনীলের দারুণ মজাদার স্টুলের স্টাইল, ঝলমলে পোশাকে চা পরিবেশন শুরু। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে 'ডলি' নামে পরিচয় দিতে শুরু করেন। জনিকে দেখে অনুপ্রাণিত ডলি'র জনপ্রিয়তা একটু একটু করে ধরা দিতে শুরু করে।

এপর্যন্ত সব 'ঠিকঠাক'। গত বছর মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলের প্রাক-বিবাহের অনুষ্ঠানে বিল গেটস ভারতে এসেছিলেন। ঘটনাচক্রে নাগপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্গে ডলির ছোট্ট চায়ের দোকানে 'ডলি কি টাপরি'-তে তিনি পৌঁছে যান। ডলির চা তৈরির অভিনব কৌশল থেকে শুরু করে তা পরিবেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্যাস, জনপ্রিয়তার পারদ চড়চড়িয়ে ওঠা শুরু। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি অহরহ ভাইরাল। দেশের নানা জায়গা থেকে ডাক। এমনকি বিদেশ থেকেও। এক একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য তাঁর 'অ্যাপিয়ারেন্স ফি' নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি।

সুনীল তাকে পাত্তা দেননি। বরং কীভাবে 'ডলি কি টাপরি'কে স্রেফ নাগপুরের এক ছোট্ট বৃত্তে আটকে না রেখে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে দিকে মন দিয়েছেন। এই ব্র্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি দিতে চান বলে ঘোষণা করেছেন। আর তারপর থেকেই তাঁকে লক্ষ করে ট্রোলিং শুরু। 'ভারতে শিক্ষা একটি কেলেঙ্কারি, এবং তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল ডলি চায়ওয়ালা।' এজাতীয় মন্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়ার নানা জায়গা ভরে ওঠা শুরু। কিছু কিছু মন্তব্য এমন যে তা যাঁকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে তিনি শুনলে নিশ্চিতভাবে ভেঙে পড়বেন। সুনীল সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। বরং ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে কার্ট স্টলের ক্ষেত্রে ৪.৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকা, স্টোর মডেলের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২২ লক্ষ টাকা এবং ফ্ল্যাগশিপ ক্যাফের ক্ষেত্রে ৩৯ থেকে ৪৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সুখবর আসতেও সময় নেয়নি। সেই ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই 'ডলি কি টাপরি'র ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রস্তাবের জন্য মোট ১,৬০৯টি আবেদন জমা পড়ে (এই হিসেব জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত)।

জনি ডেপের অন্ধ ভক্তটি হাসছেন, 'অনেকের মতো স্কুলে যাওয়ার সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু আমার চায়ের গাড়িতে-রোদে, বৃষ্টিতে, ভালো-খারাপ দিনে ২০টা বছর কাটিয়েছি। আমি আশা করেছি, একদিন কিছু একটা বদলাবে। আমি কখনও হার মানিনি। আজকের দিনটা আমার কাছে সৌভাগ্যের, তবে তার থেকেও বেশি-গর্বের।' সুনীল বলে চলেন, 'লোকে আমাকে নিয়ে হাসতে পারে, কটাক্ষ করতে পারে। কিন্তু আমাকে দেখে কেউ যদি আমার মতো শূন্য থেকে শুরুর স্বপ্ন দেখতে পারে, তবে আমাকে করা প্রতিটি অপমান সার্থক বলে মনে করব।'

লোকে কী বলল, তা নিয়ে পড়ে থাকলে জীবন অচল। ইতিহাস সাক্ষী।

(লেখক সাহিত্যিক। হাওড়ার বাসিন্দা।

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২০২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। নাম পরিচয় ও বাসস্থান, নাম ও ঠিকানা ৩। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম-এর নামের বিকৃত রূপ ৫। উপাদান, উপকরণ ৭। বিদ্যুৎ ৯। শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা বা নিয়ম, কর্তব্য নির্দেশ, আইন বা আইনপ্রণয়ন ১১। বন্দুকধারী সিপাই বা দেহরক্ষী ১৪। উড়িধান, তৃণধান ১৫। সাত প্যাঁচওয়ালা।

উপর-নীচ : ১। বিখ্যাত ২। যোগলব্ধ অষ্ট ঐশ্বর্যের অন্যতম, শিবের বিভূতিবিশেষ ৩। তামাকের কলকে, এক কলকে তামাক ৪। অভিনয়াদির অভ্যাস, মহড়া ৬। শত রকমে, শতবার ৮। সূর্য ১০। নর্তক শ্রেষ্ঠ, নৃত্যরত শিব, শিব ১১। মহাবন, বিশাল সুসজ্জিত অরণ্য ১২। উগ্র, চরমপন্থী, আপসবিরোধী ১৩। নাচ গান ইত্যাদির আসর বা বৈঠক।

সমাধান ■ ৪২০১

পাশাপাশি : ১। নতুবা ৩। দফা ৫। নন্দা ৬। দানব ৮। তামিল ১০। আস্তিক ১২। চটক ১৪। রাকা ১৫। কস্তা ১৬। নবীন।

উপর-নীচ: ১। নচিকেতা ২। বানতেল ৪। ফাল্গুন ৭। বগ ৯। বচ ১০। আচকান ১১। কলতান ১৩। টনক।

বিন্দুবিসর্গ

বন্দেমাতরম ধ্বনিতে স্বাগত মোদিকে

ভারত-মালদ্বীপ অটুট বন্ধুত্বের বার্তা

মালে, ২৫ জুলাই : দু'দিনের সফরে শুক্রবার মালদ্বীপ পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক পরে তাঁর মালদ্বীপ সফর ভারতের বিদেশনীতির নিরিখে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। এদিন মালে বিমানবন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে নিজেই হাজির হয়েছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। বিমান থেকে নামতেই মোদির দিকে এগিয়ে যান তিনি। হাত মেলানোর পর মুইজ্জুকে জড়িয়ে ধরেন মোদি। পরের পর খণ্ডদৃশ্য বলে দিচ্ছিল দু'বছর আগের তিক্ততা এখন অতীত। বাস্তবের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের গুরুত্ব আঁচ করতে পেরেছেন মুইজ্জু। অন্ধ ভারত-বিরোধিতার রাস্তায় না হেঁটে ভারতের সঙ্গে পুরোনো সুসম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা পুরোমাত্রায় লক্ষ করা গিয়েছে মালদ্বীপ সরকারের তরফে।

বিমানবন্দর থেকে মালের রাস্তায় প্রধানমন্ত্রীর কনভয় বার হতেই রাস্তার দু'পাশে জড়ো হওয়া মালদ্বীপের বাসিন্দারা বন্দেমাতরম, ভারত মাতা কি জয় বলে স্লোগান দিতে থাকেন। অনেকের হাতে ছিল ভারতের পতাকা। দৃশ্যত অভিভূত মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছেন প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্ক এবার নতুন উচ্চতায় পৌঁছোবে।' তিনি বলেন, 'এই বছর ভারত ও মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। আমাদের সম্পর্কের শিকড় সমুদ্রের চেয়ে গভীর।... আমরা শুধু প্রতিবেশী নয়, সহযাত্রীও।'

> এই বছর ভারত ও মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। আমাদের সম্পর্কের শিকড় সমুদ্রের চেয়ে গভীর।... আমরা শুধু প্রতিবেশী নয়, সহযাত্রীও।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

চলতি সফরে মালদ্বীপকে ৫৬৫ কোটি ডলার মূল্যের আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করার কথা মোদির। মালদ্বীপে ভারতের সহায়তায় চলা একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। শুক্রবার মালদ্বীপের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসাবে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু সহ মালদ্বীপের একাধিক শীর্ষকর্তার সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর। ২০২৩-এ মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হয়েই ভারত-বিরোধিতার পথে হেঁটেছিলেন মুইজ্জু। চিনের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামরিক সমঝোতা করেন তিনি। মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফরের সময় তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও পিছপা হননি মালদ্বীপের একাধিক মন্ত্রী। মুইজ্জু সরকারের ভারত-বিরোধিতা এদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। শুরু হয়েছিল বয়কট মালদ্বীপ প্রচার। ভারতের আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতেই নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করে মালদ্বীপের অর্থনীতির।

এদিকে চিনের সাহায্যের আশ্বাস বাস্তবে তেমন কাজে আসেনি। চাপের মুখে অবস্থান পরিবর্তন করেন মুইজ্জু। তবে দুর্দিনে প্রতিবেশীকে দুরে না ঠেলে পুরোনো বন্ধুত্ব ফের ঝালিয়ে নিতে চাইছেন মোদি।

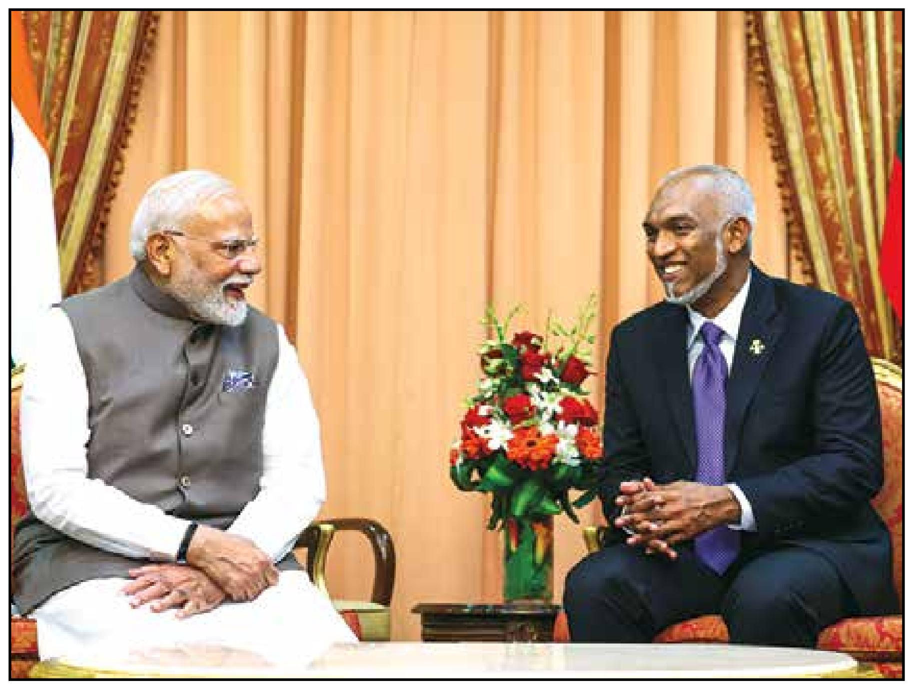

বৈঠকে হাসিমুখে নরেন্দ্র মোদি ও মহম্মদ মুইজ্জু। শুক্রবার মালেতে।

১০০ দিনের কাজ প্রকল্প

মন্ত্রীর বয়ানে বঙ্গের নাম নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : 'বাংলা কি তবে ভারতের মানচিত্রের বাইরে?' ১০০ দিনের কাজের তহবিল নিয়ে কেন্দ্রের দেওয়া জবাবে রাজ্যের নাম না থাকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল। ১০০ দিনের কাজে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ, জিএসটি বকেয়া, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে আর্থিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা, এই সমস্ত ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার রাজ্যসভায় কেন্দ্র যে লিখিত জবাব দিয়েছে, তাতে গোটা দেশের হিসাব থাকলেও কোথাও নেই বাংলার নাম।

কেন্দ্রের মনরেগা প্রকল্প অথবা ১০০ দিনের কাজের কর্মদিবস ও মজুরি নিয়ে শুক্রবার রাজ্যসভায় পরিসংখ্যান পেশ করে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ২০২৩-২৪ সালে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়, যেখানে গড়ে পরিবার পিছু ৫২.০৮ কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ পরিবার এবং গড় কর্মদিবস ৫০.২৩। কাজ পেয়েছেন প্রায় ৮ কোটি মানুষ। তহবিল প্রকাশ, মজুরি হারের বৃদ্ধি, সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছে কেন্দ্র।

কিন্তু বিতর্ক শুরু হয় যখন কেন্দ্র ৩৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তালিকা দেয় এবং তাতে পশ্চিমবঙ্গের নাম থাকে না। রাজ্যের বরাদ্দ, কর্মদিবস, প্রাপকদের তথ্য, কোনও কিছুই নেই। ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলা কি তবে ভারতের মানচিত্রের বাইরে? ৩৩টি রাজ্যের তালিকায় বাংলার নাম নেই কেন?' তাঁর আরও সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে টক্কর দিতে না পেরে বাংলার বিরুদ্ধেই যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। শুধু টাকা আটকে দেওয়া নয়, এখন তো সংসদীয় প্রশ্নের উত্তরেও বাংলার নাম নেই!'

ইন্দিরার রেকর্ডকে টেক্কা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত একটানা ৪,০৭৭ দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। শুক্রবার সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪-য় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ৪,০৭৮ দিন এই পদে রয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদের নিরিখে এখন দু'নম্বরে থাকা মোদির সামনে শুধু জওহরলাল নেহরু।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৬৪ সালের ২৭ মে পর্যন্ত ৬,১৩১ দিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অর্থাৎ, নেহরুকে টপকাতে হলে মোদিকে আরও ২,০৫৩ দিন প্রধানমন্ত্রী থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে ২০২৯ সালে পরবর্তী লোকসভা ভোটে জিতে আরও কিছুদিন প্রধানমন্ত্রী পদ ধরে রাখতে হবে তাঁকে। নেহরুকে টপকে দেশের সবচেয়ে বেশি দিনের প্রধানমন্ত্রীর তকমা মোদি পাবেন কি না তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে গত ৩টি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-এনডিএ-র জয়ের সুবাদে ইতিমধ্যে সবচেয়ে বেশি দিনের অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নজির গড়ে ফেলেছেন মোদি।

বিদেশ ভ্রমণে ৩৬২ কোটি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০২১ সাল থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বিদেশ সফরগুলিতে প্রায় ৩৬২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। বিদেশ সফরের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী হলেও এর খরচের ভার বহন করতে হয়েছে সরকারি কোষাগারকে।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের প্রশ্নের জবাবে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং এই তথ্য জানিয়েছেন। মন্ত্রকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, মরিশাস, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও সৌদি আরবে মোদির পাঁচটি বিদেশ সফরে ৬৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। গত কয়েক বছরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালে রাশিয়া ও ইউক্রেন সহ ১৬টি দেশে মোট ১০৯ কোটি টাকা খরচ হয়। ২০২৩ সালে প্রায় ৯৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। আর ২০২২ ও ২০২১ সালের খরচ ছিল যথাক্রমে ৫৫.৮২ কোটি টাকা ও ৩৬ কোটি টাকা।

ওটিটি, ওয়েব ও অ্যাপে কেন্দ্রের খাঁড়া

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : অশ্লীল ও বেআইনি বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। যেসব ওটিটি-র ওপর নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নেমেছে তাদের মধ্যে আছে উল্লু, অল্ট, ডেসিফ্লিক্সের মতো জনপ্রিয় অ্যাপও।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এক নির্দেশে জানিয়েছে, ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীদের (আইএসপি) অবিলম্বে এসব অ্যাপ ও ওয়েবসাইট দেশের মধ্যে বন্ধ করতে হবে। 'তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০' এবং 'ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড, ২০২১' অনুযায়ী বেআইনি ও অশ্লীল কনটেন্ট বন্ধ করা মধ্যস্থতাকারী (ইন্টারমিডিয়ারিজ) সংস্থার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সরকার জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য দেশের আইনি ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের বিরোধী যৌন উদ্দীপক বিষয়বস্তু প্রচার আটকানো।

এইসব প্ল্যাটফর্ম তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৭ ও ৬৭এ ধারা, ২০২৩ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪ ধারা এবং ১৯৮৬ সালের 'অশালীন নারী উপস্থাপনা (নিষেধ) আইন'-এর ৪ নম্বর ধারার লঙ্ঘন করেছে

অশ্লীলতার দায়ে

বলে সরকারের দাবি।

এর আগে এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টে ওটিটি এবং বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে যৌন উদ্দীপক বিষয়বস্তু বন্ধের দাবি জানিয়ে একটি মামলার শুনানি হয়েছিল। তখন শীর্ষ আদালত বলেছিল, 'এটা আমাদের কাজ নয়, সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে।' তারপরেই সরকার এই পদক্ষেপ করল।

তেজস্বীকে ৪ বার খুনের চেষ্টা : রাবড়ি

পাটনা, ২৫ জুলাই : বছর শেষে বিহারে বিধানসভা ভোট। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। খুনের ঘটনাও ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার বিধান পরিষদ চত্বরে তাঁর ছেলে তেজস্বী যাদবকে চারবার খুনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে সরব হলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেজস্বীর মা রাবড়ি দেবী। বিজেপি-জেডিইউ সদস্যরা তেজস্বীকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। রাবড়ি দেবীর অভিযোগ সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে বিহারে। রাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়া নিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তেজস্বীর। এর জেরে আরজেডি ও বিজেপি-জেডিইউ বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। তারপরেই রাবড়ি দেবী বিস্ফোরক অভিযোগ করেন।

স্কুলের ছাদ ভেঙে মৃত্যু ৭ পড়ুয়ার

সরকারি স্কুল ভেঙে পড়ার পর উদ্ধারের কাজে সাধারণ মানুষ। শুক্রবার।

জয়পুর, ২৫ জুলাই : ক্লাস চলছিল। আচমকা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ছাদ। প্রাণ হারাল সাত শিক্ষার্থী। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের ঝালওয়ার জেলার পিপলোরি সরকারি স্কুলে। আহতের সংখ্যা ৩০-এরও বেশি। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যারা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মৃতদের প্রতি শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ঘটনাকে 'দুঃখজনক' বলে অভিহিত করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই কঠিন সময়ে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।' শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

অন্যান্য দিনের মতো ঠিক সময়ে স্কুল শুরু হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, স্কুল কর্মচারীরা যথা সময়ে স্কুলে পৌঁছে যান। ক্লাসও শুরু হয়ে যায়। সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস চলাকালীন একতলা বিদ্যালয়ের একটি অংশের জরাজীর্ণ ছাদ আচমকা ভেঙে পড়ে। ছুটে আসেন স্কুলের অন্যান্য কর্মী ও স্থানীয় মানুষজন। ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া শিক্ষক, পড়ুয়াদের উদ্ধারে নেমে পড়েন তাঁরা। পুলিশে খবর যায়। আসে জেসিবি মেশিন। স্কুলটিতে প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

মনোহরথানা হাসপাতালের চিকিৎসক ড. কৌশল লোধা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে ৩৫ জন আহত পড়ুয়াকে নিয়ে আসা হয়। ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের ঝালওয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শিক্ষাসচিব কৃষ্ণ কুণাল জানিয়েছেন, দু'জন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষজন ও অভিভাবকেরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

থাইল্যান্ডে ভ্রমণ সতর্কতা

ব্যাংকক, ২৫ জুলাই : একটি হিন্দু মন্দিরের দখলকে কেন্দ্র করে কম্বোডিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে থাইল্যান্ড। এখনও এই সংঘাত জারি রয়েছে। এদিকে থাইল্যান্ডে বেড়াতে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য শুক্রবার ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে ব্যাংককের ভারতীয় দূতাবাস। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে থাইল্যান্ডে বেড়াতে যাওয়া সব ভারতীয় পর্যটককে থাই সরকারি সূত্র থেকে ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' থাইল্যান্ডের ৭টি অঞ্চলে পর্যটকদের না যাওয়ার কথা জানিয়েছে দূতাবাস। এগুলি হল- উবোন রাতচাথানি, সুরিন, সিসাকেট, বুড়িরাম, সা কাও, চানথাবুরি এবং ত্রাত।

মায়ের 'ডাকে' আত্মঘাতী কিশোর

মুম্বই, ২৫ জুলাই : জন্ডিসে মায়ের মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ কিশোর শিবশরণ ভূতালি তালকোটি। পরীক্ষায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েও সে মনমরা হয়ে যায়। সবসময় বিষণ্ণ। শুক্রবার ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। সেখান থেকে মিলেছে চিরকুট। শিবশরণ লিখেছে, 'কাল রাতে মা স্বপ্নে এসেছিল। আমি কষ্টে আছি শুনে তাঁর কাছে যেতে বলেন। মায়ের কাছে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাকু ও ঠাকুমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। বোনকে খুশিতে রেখ। ঠাকুমাকে বাবার কাছে পাঠিও না।' চিরকুটের শেষে লেখা আছে, তোমাদের প্রিন্টা। মেধাবী শিবশরণ ডাক্তার হতে চেয়েছিল। নিচ্ছিল নিটের প্রস্তুতি। পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

ধর্ষণে সন্তানসম্ভবাকে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা

ভুবনেশ্বর, ২৫ জুলাই : আবার নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটল ওডিশায়। রাজ্যের জগৎসিংহপুর জেলায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ১৫ বছর বয়সি এক কিশোরীকে গণধর্ষণ এবং তার জেরে গর্ভবতী হওয়ার পর তাকে জীবন্ত পুঁতে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। চলতি সপ্তাহে দ্বিতীয়বার নারী ধর্ষণের খবর মিলল জগৎসিংহপুর থেকে।

নাবালিকা নির্যাতনের অভিযোগে ইতিমধ্যে বাঁসওয়াড়া গ্রাম থেকে ভাগ্যধর দাস এবং পঞ্চানন দাস নামে দুই ভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তৃতীয় সন্দেহভাজন জনৈক টুলু এখনও নিখোঁজ রয়েছে। তাকে খুঁজে বের করার জন্য তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

দীর্ঘদিন ধরেই ওই কিশোরীকে অভিযুক্তরা ধর্ষণ করছে বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়লে নিজেদের কুকীর্তি ঢাকতে গর্ভপাত করানোর সিদ্ধান্ত নেয় ওই দুই তরুণ। তার জন্য প্রয়োজনীয় খরচও দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় কিশোরীকে। এরপর একদিন নির্যাতিতাকে তারা নির্দিষ্ট স্থানে ডেকে পাঠায়। দুই তরুণের কথায় ওই কিশোরী নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোয়। সেখানে তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়, এখনই গর্ভপাতে রাজি না হলে তাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে। কথাবার্তার সময় কিশোরী খেয়াল করে যে, মাঠের মধ্যে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। বিপদ আঁচ করে কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়িতে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলে ওই নাবালিকা। এরপর তার পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

ইতিমধ্যে ওই নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। তার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার মালকানগিরি জেলায় একই রকম একটি ঘটনা ঘটে। এক নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণ করে তিনজন। সে তাদের হাত থেকে বাঁচতে সক্ষম হলেও বাড়ি ফেরার পথে ফের তাকে ধর্ষণ করে এক ট্রাকচালক।

ক্ষুব্ধ আমেরিকা ও ইজরায়েল

প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি দেবে ফ্রান্স

প্যারিস, ২৫ জুলাই : আগামী সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। শিল্পোন্নত সাতটি দেশের জোট জি-৭ তথা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশ হিসাবে ফ্রান্সই প্রথম এই স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে প্যালেস্তাইনকে। ম্যাক্রোঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্যালেস্তাইনের কর্তাব্যক্তিরা। অন্যদিকে ম্যাক্রোঁর এহেন ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল।

বৃহস্পতিবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আজকের জরুরি প্রয়োজন হল গাজায় যুদ্ধের অবসান এবং সাধারণ মানুষের জীবনহানি ও ক্ষতি আটকানো। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সব পণবন্দির মুক্তি এবং গাজার জনগণের জন্য ব্যাপক মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করা দরকার।'

ম্যাক্রোঁর সিদ্ধান্তে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলার পর এই পদক্ষেপ স্পষ্টতই 'সন্ত্রাসকে পুরস্কৃত' করার সমান।

রাষ্ট্রসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪০টিরও বেশি দেশ প্যালেস্তাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিলেও ইজরায়েলের বড় বন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সহ তার মিত্ররা প্যালেস্তাইনকে আজও স্বীকৃতি দেয়নি।

বৃহস্পতিবার ম্যাক্রোঁর ঘোষণার পরই মুখ খুলেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও ফরাসি প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে লেখেন, 'আমেরিকা মাক্রোঁর প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে মানছে না। এই বেপরোয়া সিদ্ধান্ত হামাসকে উৎসাহিত এবং শান্তিপ্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করবে।'

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার জার্মানি ও ফ্রান্সের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্যালেস্তিনীয় জনগণের একটি 'অবিচ্ছেদ্য অধিকার'। কিন্তু একইসঙ্গে যুদ্ধবিরতি 'আমাদের একটি প্যালেস্তিনীয় রাষ্ট্র এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের স্বীকৃতির সুযোগ তৈরি করে দেবে'।

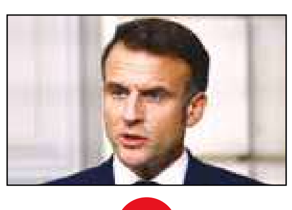

> অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সব পণবন্দির মুক্তি এবং গাজার জনগণের জন্য ব্যাপক মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করা দরকার।
>
> **ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ**

'ভুল' শুধরে নেওয়ার আশ্বাস রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : 'আমি ভুল করেছিলাম। আমিই শুধরে নেব', শুক্রবার দিল্লিতে কংগ্রেসের 'ভাগীদারি ন্যায় সম্মেলন'-এ একথা জানিয়েছেন রাহুল গান্ধি। ওবিসিদের জন্য আয়োজিত এই সম্মেলনে জাতগণনা নিয়ে ফের সুর চড়িয়েছেন তিনি। ওবিসিদের সমস্যা নিয়ে অনেক আগে তাঁর সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল বলে জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা। রাহুলের কথায়, 'আমরা আরও আগে জাতগণনা করতে পারিনি। এটা কংগ্রেসের নয়, আমার ভুল। এবার সেই ভুল সংশোধন করেছি।'

তালকাটরা স্টেডিয়ামে কয়েক হাজার দলীয় সদস্যের সামনে দাঁড়িয়ে রাহুল বলেন, '২০০৪ থেকে আমি রাজনীতিতে রয়েছি। এখন যখন ২১ বছরের রাজনৈতিক জীবনের কথা ভাবি, বুঝতে পারি সবচেয়ে বড় ভুল কী করেছি। সেটা হল ওবিসিদের অধিকারের জন্য যা যা করা দরকার ছিল সেগুলি করতে পারিনি। ১০-১৫ বছর আগেও ওবিসিদের অধিকার সম্পর্কে এত চিন্তা-ভাবনা করতাম না।' দলিত, তপশিলি জাতি এবং মহিলাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁর সক্রিয়তায় কখনোই খামতি ছিল না বলে দাবি করেছেন রাহুল।

মোদিকে নিশানা করে রাহুল বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি বিরাট কোনও ব্যক্তিত্ব নন। সংবাদমাধ্যম তাঁকে বেলুনের মতো ফুলিয়েছে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। শুধুই দেখনদারি। আর কিছু নেই।' ওবিসি শ্রেণির উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণার কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

রাজ্যসভায় কমল হাসান

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে শুক্রবার শপথ নিলেন কমল হাসান। ডিএমকের সমর্থনে রাজ্যসভার সাংসদ হলেন তিনি। দক্ষিণী ছবির বিশিষ্ট অভিনেতা এদিন তামিল ভাষায় শপথ গ্রহণ করলে উপস্থিত সাংসদরা হাততালি ও ডেস্ক চাপড়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

৬৯ বছর বয়সি হাসান ১২ জুন ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থনে রাজ্যসভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে নির্বাচিত হন। শপথগ্রহণের আগে তিনি বলেন, 'আজ দিল্লিতে শপথ নিয়ে আমার নাম নথিভুক্ত করাতে যাচ্ছি। একজন ভারতীয় হিসাবে যে সম্মান আমাকে দেওয়া হয়েছে, তা রক্ষা করেই আমি দায়িত্ব পালন করব।' এর একদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এটা আমার জন্য গর্বের বিষয়। জানি, আমার থেকে অনেক কিছু আশা করা হচ্ছে। আমি সেই প্রত্যাশা পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। তামিলনাড়ু ও ভারতের কথা বলার জন্য সৎ ও আন্তরিকভাবে কাজ করব।' ২০১৭ সালে কমল তাঁর দল গঠন করেছিলেন।

সোমবার থেকে সচল হতে পারে সংসদ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ২১ জুলাই বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার পর ৫ দিন কেটে গেলেও সংসদে অচলাবস্থা কাটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবারও শাসক-বিরোধী টানাপোড়েনের জেরে বারবার স্থগিত হল লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন, পহলগাম হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দাবিতে এদিন সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এদিন বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে সোমবার 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আলোচনা হবে। তবে এসআইআর ইস্যুতে আলোচনা নিয়ে নীরব ছিল শাসক শিবির। এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনা না হলে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার।

এসআইআর-এর পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে বিক্ষোভ। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'পহলগাম হামলায় জড়িত ৪ জনকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে জানাতে হবে, এই মুহূর্তে তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে।' তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান দাবি, ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বন্ধ করতে হবে। এই নিয়ে সভায় আলোচনা হওয়া জরুরি। সরকারের তরফে বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' এদিনের বৈঠকের পর আশা করা হচ্ছে আগামী সপ্তাহ থেকে লোকসভায় স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হতে পারে।

শুক্রবার রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। স্লোগান দেন, ভোট চুরি বন্ধ করো। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন একাধিক কংগ্রেস সাংসদও। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'সংসদে আলোচনার জন্য এসআইআর আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব আছে নির্বাচন পরিচালনার। কিন্তু আমরা এটা মেনে নিতে পারি না যে প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। সব বিরোধী দল একজোট হয়ে এর বিরোধিতা করছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে একহাজার বিএলও-কে প্রশিক্ষণের নামে কেন ডেকে পাঠানো হয়েছে? কোনও পরিকল্পনা রয়েছে?'

লোকসভায় এদিন কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাজ্যসভায় তামিলনাড়ুর চার নতুন সদস্যের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা কমল হাসান।

কংগ্রেস সাংসদ মানিকম টেগোর লোকসভায় 'বিহারে ৫২ লক্ষ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত' নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে একটি স্থগিত প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। তিনি এই ঘটনাকে 'সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর মোদি সরকারের সরাসরি আঘাত' বলে উল্লেখ করেন। নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

একটুকরো সবুজ ভালোবাসা বৃক্ষরোপণের সাক্ষী

জয়ন্ত সরকার

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের জাহাঙ্গিরপুর হাইস্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে পড়ুয়ারা হাতে নিয়ে গাছের চারা, ঠোঁটে মায়ের নাম, আর চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি। কেন্দ্র সরকারের 'এক পেড় মা কে নাম' অর্থাৎ 'মায়ের নামে একটি গাছ' প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে ১৮ জুলাই বিদ্যালয় চত্বরে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির গাছ আর মা। এই দুটো শব্দ একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছে এক অদ্বিতীয় সম্পর্ক। আজকের এই ছোট্ট চারাগাছ আগামীদিনে হবে ছায়া, বাতাস আর ভালোবাসার স্মারক। তারও বেশি প্রতিটি গাছ হয়ে উঠবে একটি জীবন্ত অঙ্গীকার। সন্তানের হৃদয়ে মায়ের অস্তিত্ব।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাজিদুর রহমান জানালেন, 'এটা শুধুমাত্র সরকারি কর্মসূচি নয়, এক মানবিক উদ্যোগ। প্রতিটি ছাত্রী যেন তাদের মায়ের স্মৃতিকে রোপণ করল মাটির গভীরে। আজ ওরা যেমন গাছ লাগাল, ঠিক তেমনই ওরা আগামীদিনে এই গাছগুলিকে ভালোবেসে বড় করবে এবং মায়ের যত্ন নেবে।'

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেল, এই কর্মসূচির প্রস্তুতি চলেছিল আগে থেকেই। গাছগুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে গঙ্গারামপুর মহকুমার হরিরামপুর বন দপ্তরের অফিস থেকে। অর্জুন, মেহগনি, পলাশ সহ এমন সব গাছ লাগানো হয়েছে, যা একদিন শুধু ছায়াই দেবে না, দেবে জীবন, দেবে শিক্ষা।

জাহাঙ্গিরপুর হাইস্কুলের এই বার্তাই দিল প্রকৃতিকে যে,মাকে ভালোবেসে মায়ের নামে লাগানো প্রতিটি গাছই আশীর্বাদ আগামী প্রজন্মের জন্য। এ এক অভিনব শিক্ষা, যা পাঠ্যবইয়ের পাতায় নেই, কিন্তু হৃদয়ের পাতায় লেখা থাকবে চিরদিন!

ছবি : চয়ন হোড়

ছাত্রীদের হাত ধরে রোপিত হল ৫০টি গাছ। এই কর্মসূচি শুধু গাছ লাগানো নয়, প্রকৃতি, আবেগ ও মমতার এক মিশ্রণ। প্রতিটি চারার গোড়ায় মায়ের নাম লেখা ছোট্ট কাগজ। গাছের শিকড়ের সঙ্গে এক হয়ে গেল সন্তানের ভালোবাসার গভীরতা। এই উদ্যোগ এক নিঃশব্দ বিপ্লব। সঙ্গে এক গভীর আবেগ।

ছুটির কাজে রঙিন ভাবনার প্রদর্শনী

পড়ুয়াদের চিন্তাশক্তির বিকাশে ছুটিকে শুধুমাত্র ছুটি হিসেবে না দেখে, শিক্ষাকে আরও আনন্দময় এবং সৃজনশীল করে তুলতেই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে গঙ্গারামপুর কড়িয়াল জুনিয়ার বেসিক স্কুল। খুদে পড়ুয়াদের তৈরি নানা মডেল, চার্ট ও বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনার 'সামার প্রোজেক্ট' নিয়ে স্কুলপ্রাঙ্গণে প্রদর্শনী চমকে দিয়েছে উপস্থিত শিক্ষক, অভিভাবক ও অতিথিদের। দময়ন্তী, নমিতা, বিউটি, অমৃতারা সৌরশক্তি, মানুষের ফুসফুস, মানবদেহের অঙ্গ, ট্রাফিক কন্ট্রোল, সংখ্যার পরিবার, জ্যামিতির মডেলগুলোতে ব্যবহার করেছে ঘরোয়া জিনিসপত্র, কাগজ, বোতল, থার্মোকল। কেউ রঙিন চার্টে তুলে ধরেছে তাদের ভাবনা। ছোট ছোট হাতে তৈরি এইসব প্রোজেক্ট বলে দিচ্ছিল, আগামী প্রজন্ম কতটা সচেতন ও ভাবনাশীল ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক জানান, 'পড়ুয়াদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে গ্রীষ্মের ছুটির আগে আমরা তাদের কিছু প্রোজেক্ট দিয়েছিলাম। ছুটির পরে আমরা তাদের সেই প্রোজেক্ট নিয়ে বিদ্যালয়েই একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। পড়ুয়ারা যাতে গ্রীষ্মের ছুটিতে বসে না থেকে তাদের সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ করতে পারে, তাই আমরা গতবছর থেকে এই উদ্যোগ নিয়েছি। এতে পড়ুয়া থেকে অভিভাবক সকলেই খুশি।'

তথ্য : জয়ন্ত সরকার

সাড়া ফেলেছে ভাষান্তরের কোর্স

সৌকর্য সোম

সম্প্রতি মানিকচক কলেজের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের আয়োজনে অনুবাদ বিষয়ক অ্যাড অন কোর্স চালু হল। তিনমাসের এই অ্যাড অন কোর্সটির বক্তারা হলেন প্রথিতযশা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল কাফি, সাহিত্যিক যশোধরা রায়চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৃণ্ময় প্রামাণিক, নাট্যকার দত্তাত্রেয় দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ইপ্সিতা হালদার, কিংবদন্তি অনুবাদক অরুণ সোম, সাহিত্য আকাদেমি মোবিনুল হক, মৃদুল হক সহ প্রমুখ।

এই কোর্সে মূলত শিক্ষণীয় বাংলা সাহিত্য থেকে অন্য ভাষান্তর এবং অন্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ। অনুবাদের বিষয় কবিতা, কথাসাহিত্য, নাটক, পপুলার ফিকশন, ইসলামি সংস্কৃতি, দলিত, মানবীবিদ্যা ইত্যাদি। অনুবাদে যাঁরা কাজ করছেন বা গবেষণা করছেন, তাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন। ভারত এবং ভারতের বাইরে বিশেষত লাতিন আমেরিকা ও পোল্যান্ড থেকে অধ্যাপক ও গবেষকরাও প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

এই কোর্সের আহ্বায়ক ড. গৌতম সরকার জানিয়েছেন, 'আমরা প্রভূত সাড়া পেয়েছি। অংশগ্রহণকারীরা এতে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হবেন।' কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট এবং বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র এই কোর্সটি নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী এবং কলেজ যাতে এইরকম কোর্স আরও চালু করে, সে বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন।

স্কুলপতাকা নেই! স্যর দিলেন পতাকা-জার্সি-বল

সৌরভ রায়

১৯৪৫ সালে স্থাপিত কুশমন্ডি ব্লকের বড়ইল প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৮০ বছরের পুরোনো এই প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের খেলার সরঞ্জাম ছিল না। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জার্সি-প্যান্ট, বিদ্যালয়ের নামাঙ্কিত পতাকা, ফুটবল, ক্যারম, লুডো কিনে দিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নবকুমার সরকার। নবকুমার সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলার জন্য অন্য কোথাও যায়, তখন সব স্কুলের জার্সি থাকলেও আমার নিজের স্কুলের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে পরা প্যান্ট-জামা পরে মাঠে নামত। স্কুলের নামাঙ্কিত কোনও পতাকা ছিল না। ওদের জন্যই এসবের আয়োজন, যাতে আগামীতে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহ পায়।'

শিক্ষকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সাহিম রেজা সহ উপস্থিত প্রধান শিক্ষক শিবেন সরকার, মানিকোড় হাইস্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক শ্যামলেশ সরকার, সংস্কৃতিকর্মী দিলীপ মাহাতো এবং পড়ুয়াদের অভিভাবকরা।

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে রক্তদানের অঙ্গীকার

নাজিরপুর উচ্চবিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে আয়োজিত বর্ষব্যাপী প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে নৃত্য, সংগীত কিংবা স্মৃতিচারণার পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে কিছু সামাজিক কর্মসূচি। বর্তমান প্রজন্মকে সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত করতে আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির। স্কুলের প্রাক্তনী, শিক্ষকদের পাশাপাশি বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা মিলিয়ে প্রায় ৪২ জন রক্তদান করেন। সহযোগিতায় ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন, যারা প্রক্রিয়াগত সহায়তা এবং স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার দায়িত্বে ছিল। নাজিরপুর উচ্চবিদ্যালয়ের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সমাজের কাছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

আম-জ্যামে জমজমাট স্কুলের 'আম উৎসব'

এম আনওয়ারউল হক

মালদা মানেই আম। আর সেই আম ঘিরেই এবার বৈষ্ণবনগরের সাটাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজন হল এক অভিনব ও মনোমুগ্ধকর 'আম উৎসব'। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বৈষ্ণবনগরের একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ। শিশুদের মুখে ছিল উৎসবের রং, আর চোখেমুখে উচ্ছ্বাস। শুধু আনন্দ আর খাওয়া-দাওয়া নয়—এই উৎসবে তুলে ধরা হল মালদার গর্ব 'আম'-এর ইতিহাস, প্রজাতি এবং এর অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক গুরুত্ব।

পনেরোটারও বেশি জাতের আম এবং ত্রিশটিরও বেশি আম-নির্ভর খাদ্যপদ নিয়ে এক চমকপ্রদ প্রদর্শনী ছিল অন্যতম আকর্ষণ। আম নিয়ে লেখা ছড়া ও গানে বাচ্চারা মঞ্চ মাতায়। আমের মৌতাতে ছন্দ মেলাল ছোট ছোট পা। প্রদর্শনীতে আমের আচার, আমসত্ত্ব, আম চাটনি, আম জ্যাম, আমমোহন সবই এক ছাদের তলায় ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও উপভোগ করেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য শুধু উৎসব নয়, শিক্ষার মধ্যেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জুড়ে দেওয়া। বাচ্চারা খেলল, হাসল, শিখল—এটাই প্রাপ্তি।' অতিথিরাও জানিয়েছেন, এই ধরনের আয়োজন পড়ুয়াদের ভিতরে সৃজনশীলতা, ঐতিহ্যচর্চা এবং খাদ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সব মিলিয়ে সাটাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ স্থানীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের মধ্যে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাশে মাইক্রোফেমিনিজম

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ কলেজের আইকিউএসি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত একদিনের বিশেষ সেমিনারে ছিল দুটি যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—'আধুনিক সমাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব' এবং 'মাইক্রোফেমিনিজম এবং দৈনন্দিন প্রতিরোধের জন্ম'। এই সেমিনারে শিক্ষাবিদ, গবেষক, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সমাজের অংশগ্রহণ উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করে।

'আধুনিক সমাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফিউচার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ইলেক্ট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৌরভ পাল। তিনি তুলে ধরেন, কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আধুনিক জীবন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও নীতিনৈতিকতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে এবং ভবিষ্যতে মানবিক দক্ষতার সঙ্গে প্রযুক্তির সম্পর্ক কীভাবে পুনঃনির্ধারিত হবে। অন্যদিকে, 'মাইক্রোফেমিনিজম এবং দৈনন্দিন প্রতিরোধের জন্ম' বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন অনন্যা সস্রু, উলুবেড়িয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ ও ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ধরনের নিঃশব্দ অথচ কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সেমিনারটির সঞ্চালনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপক মণ্ডল। সারাদিনের এই জ্ঞানের আদানপ্রদানমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা গভীরভাবে উপকৃত হন এবং সমাজ-প্রযুক্তি ও লিঙ্গ রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেন।

পরিবেশ সমস্যা রুখতে গাজোলের সুরে ব্রাজিল

সুকুমার বাড়ই

১১-১২ জুলাই গ্লোবাল সাউথের সাম্প্রতিক ভূ-পরিবেশগত সমস্যা ও সমাধান নিয়ে দু'দিনের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র হয়ে গেল ইটাহারের ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজ, গাজোল মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসি মালব্য মিশন টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারের সহযোগিতায়। এই আলোচনাচক্রে যোগ দেন ব্রাজিলের ইউনিভার্সিটি অফ রিও চির অধ্যাপক পাবলো ইবানিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিভার্সিটি অফ কোয়াজার অধ্যাপক ব্রিজ মহারাজ, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ভ্লাদিমির মোজিয়া, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেশকুমার এবং অধ্যাপক পঙ্কজকুমার, নর্থ-ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সুনীলকুমার দে, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রদীপ চৌহান প্রমুখ। আলোচনায় উঠে এল সাম্প্রতিক সময়ের মানুষের পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা। পরিবেশের প্রতি কর্তব্যবোধ না বাড়ালে এই সমস্যা সমাধানের কোনও পথ নেই বলে তাঁরা জোরালো সওয়াল করেন। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ বিষয়ে ৪৫টি গবেষণাপত্র পেশ করেন। তিনটি সূচক ভাষণ, আটটি প্লেনারি সেশন এবং সাতটি টেকনিকাল সেশনের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাগুলির বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়। পড়ুয়ারাও নতুন অভিমুখ খুঁজে পান। ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের উপাধ্যক্ষ ডঃ মুকুন্দ মিত্রের কথায়, 'সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশগত সমস্যা বেড়েই চলেছে। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, সেই বিষয় নিয়েই দু'দিনের এই আলোচনাচক্র। গবেষক এবং পড়ুয়ারা এই আলোচনা থেকে যদি আগামীদিনে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কোনও সুলুকসন্ধান দিতে পারে, তাহলেই আলোচনাচক্রের সার্থকতা।'

সেমিনার

হস্টেলের ছাদ পেরিয়ে আকাশে চোখ মেয়েদের

দীপঙ্কর মিত্র

উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন এবং সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে জেলার ১০টি কস্তুরবা গান্ধি গার্লস হস্টেলগুলিতে হয়ে গেল অ্যাস্ট্রোনমি শো অথাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান শিবির। প্রথমদিনের এই শিবির হয় রায়গঞ্জ ব্লকের সুভাষগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলে। শিবিরে অংশ নিয়েছে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ১৭৩৫ জন আবাসিক। শিবির পরিচালনায় কলকাতা থেকে এসেছিল বিশেষজ্ঞ দল।

অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যমে টেলিস্কোপের চোখে মহাকাশ তথা মহাবিশ্বের গভীরতা ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করা ছাড়াও টেলিস্কোপে চোখ রেখে ছাত্রীরা পর্যবেক্ষণ করল সূর্য ছাড়াও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র। উত্তর দিনাজপুর জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়ক দোলা রায় বলেন, 'এই ধরনের কর্মসূচির উদ্দেশ্যই হল মূলত আকাশ দেখার মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে একপ্রকার বিস্ময় ও আগ্রহ তৈরি করা। যা আগামীতে তাদের বিজ্ঞানমুখী মন তৈরি করতে সাহায্য করবে। চিরন্তন চক এবং টক পদ্ধতির বাইরে এটি এক অন্যরকম প্রয়াস।'

ভূগোলের সঙ্গে পরিচয়

বঙ্গীয় ভূগোল মঞ্চ ও গঙ্গারামপুর কলেজের যৌথ উদ্যোগে গঙ্গারামপুর কলেজের বিদ্যাসাগর অডিটোরিয়ামে সম্প্রতি হয়ে গেল উচ্চমাধ্যমিক ভূগোলের প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাসের ওপর জেলা পর্যায়ের কর্মশালা।

দু'দিনের এই কর্মশালায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় ৮০টি স্কুল অংশগ্রহণ করেছে। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় ভূগোল মঞ্চের জেলা সম্পাদক ইন্দ্রনীল চৌধুরী, জেলা সভাপতি পিন্টুচন্দ্র দাস, কোষাধ্যক্ষ মিঠুন মণ্ডল প্রমুখ।

ইন্দ্রনীল চৌধুরী জানান, 'গতবছর থেকেই উচ্চমাধ্যমিকে ভূগোলের প্র্যাকটিক্যালের সিলেবাস পরিবর্তন হয়েছে। নতুন সিলেবাসের সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচয় ঘটাতেই এই কর্মশালার আয়োজন। এই কর্মশালা থেকে অর্জিত জ্ঞান উচ্চমানের পড়াশোনায় সহায়ক হবে। রাজ্যব্যাপী এই ধরনের কর্মসূচি চলছে।'

ওয়ার্কশপ

জুলাই মাসের বিষয় : বৃষ্টিমুখর দিনে

আজও অম্লান

প্রথম : মণীশ দত্ত
(ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর) রিয়েলমি ৭ প্রো

বয়ে চলে

দ্বিতীয় : সাহানুর হক
(দিনহাটা, কোচবিহার) মোটোরোলা এজ ৬০ ফিউশন

দার্জিলিংয়ের ম্যালে

তৃতীয় : সৌম্যকমল গুহ
(কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) নিকন ডি৫৩০০

চামুর্চির পথে

চতুর্থ : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ডিজেআই ম্যাভিক মিনি ৪ প্রো ড্রোন

দুটিতে জুটিতে

পঞ্চম : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস মার্ক ২ ৭ডি

সেদিন দুজনে

ষষ্ঠ : সৌরভ রক্ষিত
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) মোটোরোলা এজ ৫০ ফিউশন

একদিন পাহাড়ে

সপ্তম : সুহান চক্রবর্তী
(স্যাটেলাইট টাউনশিপ, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ৭০০ডি

ক্লাসের পথে

অষ্টম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) অপো এফ২৩ ৫জি

নিখুঁত প্রতিবিম্ব

নবম : আরিফ আলম
(ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর) রেডমি নোট ১০ প্রো

চিত্র চিত্রিত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

খোকনকুমার বর্মন, জয়ন্ত কর্মকার, উদয়ন মজুমদার, রোহিত দে, দুর্জয় বর্মন, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, মোনালিসা বিশ্বাস, সুদীপ বর্মন, ধনঞ্জয় পাল, আনসাদ চৌধুরী, শুভ্রজ্যোতি রায়, অভিরূপ ভট্টাচার্য, মেঘনা চক্রবর্তী, অভিজিৎ পাল, সৌরভ দে, মণিদীপা বসাক, বর্ষা রায়, নিবেদিতা রায়, তাপস ভৌমিক, তনুশ্রী বাড়ই, তানিয়া গুহ মজুমদার, অনুপম চৌধুরী, গীরবান ঘোষ, অঙ্কুশ মজুমদার, ইন্দ্রজিৎ সরকার, প্রতীক গড়াই, চন্দন দাস ও সৌমিক সাহা।

ভরসার সঙ্গে

দশম : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) স্যামসাং গ্যালাক্সি এম৩৪

আমি কান পেতে রই
গাছের কথা শুনে পোকা হাসে

রিয়া সেলৎজার, গাই জার এশেল প্রমুখ গবেষক দেখিয়েছেন, গাছ বিভিন্ন অবস্থায় নানা ধরনের শব্দ ছুড়ে দেয়, যা আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু পোকা, বাদুড়ের মতো প্রাণী ঠিকই শুনে ফেলে।

সুদীপ মৈত্র

গাছ কথা বলছে আর পোকামাকড় কান পেতে শুনছে! শুনতে গল্পের মতো শোনালেও ইজরায়েলের বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিষয়টি একেবারেই সত্যি!

তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক সম্প্রতি জানিয়েছেন, গাছ আর পোকামাকড়ের মধ্যে শব্দের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়! তাঁরা জানিয়েছেন, টমেটো গাছ যদি জলের অভাবে শুকিয়ে যেতে থাকে, তখন সেটা মানুষের শোনার ক্ষমতার বাইরে থাকা একধরনের 'আল্ট্রাসনিক' শব্দ করতে থাকে। আর সেই শব্দ শুনে পোকামাকড়দের মাম্মামেরা বুঝে ফেলে, এই গাছটিতে ডিম পাড়া ঠিক হবে কি না।

কেন গাছের খবর রাখে পোকামাকড়?

মথ নামের এক ধরনের পোকা সাধারণত টমেটো গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। কারণ, বাচ্চা পোকারা বেরিয়ে সেই পাতা খেয়ে বড় হয়। কিন্তু যদি গাছটা আগেই বিপদে থাকে (যেমন শুকিয়ে যাচ্ছে), তাহলে ডিম দিলে তো বিপদ! তাই মা পোকা আগে থেকেই কান খাড়া করে রাখে।

গবেষণায় কীভাবে প্রমাণ হল এসব গোপন কথা? গোপন কথা তো আর গোপনে থাকে না। ওপেন হয়ে যায়। জানতে পারেন গবেষকরা।

রিয়া সেলৎজার, গাই জার এশেল প্রমুখ গবেষকরা একদিকে একদল টমেটো গাছকে শুকিয়ে ফেললেন আর তাদের থেকে রেকর্ড করলেন সেই অদৃশ্য শব্দ। তারপর দু'টো গাছের সামনে পোকাদের ছেড়ে দেওয়া হল। একটিতে সেই রেকর্ড করা শব্দ বাজছে, আরেকটিতে একদম নীরবতা। দেখা গেল, পোকারা শব্দ করা গাছ এড়িয়ে গেল! তারা বেছে নিল চুপচাপ শান্ত গাছটিকে।

কেন এমন গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ? গবেষকরা বলছেন, এই আবিষ্কার কৃষিকাজের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। যদি গাছের 'কথা' শোনা যায়, তাহলে আগে থেকেই বোঝা যাবে কোন গাছ

এই আবিষ্কার কৃষিকাজের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। যদি গাছের 'কথা' শোনা যায়, তাহলে আগে থেকেই বোঝা যাবে কোন গাছ বিপদের মধ্যে আছে। আর পোকামাকড়ের আচরণও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। শব্দের মাধ্যমে পোকা তাড়ানোর নতুন পদ্ধতিও হয়তো বেরিয়ে যাবে!

বিপদের মধ্যে আছে। আর পোকামাকড়ের আচরণও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। শব্দের মাধ্যমে পোকা তাড়ানোর নতুন পদ্ধতিও হয়তো বেরিয়ে যাবে!

রিয়া ও গাই-এর নেতৃত্বাধীন এই দল আগেও দেখিয়েছে, গাছ বিভিন্ন অবস্থায় নানা ধরনের শব্দ ছুড়ে দেয়, যা আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু পোকা, বাদুড়ের মতো প্রাণী ঠিকই শুনে ফেলে।

গবেষক লিলাক হাদানির কথায়, 'এটা তো শুরু মাত্র। হয়তো আরও অনেক প্রাণী গাছের কথা শুনে প্রতিক্রিয়া জানায়!'

তাই গাছের গোপন কান্না, হাসি বা বিপদের বার্তা হয়তো পোকাদের ভাষায় অনেক আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখন কান খাড়া করে সে কথা শুনতে হবে!

বিজ্ঞানের অসাধ্যসাধন 'থ্রি-পেরন্ট আইভিএফ'

তিনজনের ডিএনএ থেকে জন্ম আট শিশুর

জনসংখ্যার চাপে নুইয়ে পড়েছে পৃথিবী। কোথায় লোক কমানোর কথা ভাববেন, তা নয়। বিজ্ঞানীরা মেতে আছেন নবজন্মের নিত্যনতুন ফন্দিফিকির বের করার অন্বেষায়!

ব্যাপারটা হাসিমশকরার মতো নয়। এটা তো ঠিক, পরিবারে নতুন অতিথি এলে কার না আনন্দ হয়! যৌথ পরিবারের মতো শিশুর আবির্ভাবের নেপথ্যেও যদি যৌথ সমন্বয় থাকে, তাহলে মন্দ কী!

বাবা, মা—ঠিক আছে। কিন্তু এবার এই শিশুর শরীরে মা-বাবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনের ডিএনএও থাকবে! শুনে চমকে ওঠার মতোই ব্যাপার। কিন্তু এটিই এখন বিজ্ঞান করছে—একেবারে আটটি শিশু ইতিমধ্যেই এমনভাবে জন্মেছে ব্রিটেনে।

কেন 'তিন-ডিএনএ'র ঝামেলা

আসলে এই সব শিশুদের মায়ের শরীরে ছিল এক ধরনের 'মাইটোকন্ড্রিয়াল' সমস্যা। মাইটোকন্ড্রিয়া হল আমাদের শরীরের ক্ষুদ্র শক্তিঘর, অনেকটা ব্যাটারির মতো। এর মধ্যে গণ্ডগোল মানেই শিশুর দেহে ভয়ংকর জেনেটিক রোগ হতে পারে—চোখে কম দেখা, পেশি দুর্বল হওয়া, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত। প্রতি ৫,০০০ শিশুর মধ্যে একজন এমন জটিলতায় জন্মায়। তাই ডাক্তাররা ভাবলেন, কিছু একটা করতে হবে—নইলে এই রোগ থামানো যাবে না।

তাহলে সমাধান কী

বিজ্ঞানীরা 'থ্রি-পেরন্ট আইভিএফ' নামের এক আশ্চর্য উপায় বের করলেন। এতে মায়ের ডিম্বাণু আর বাবার শুক্রাণু মিলিয়ে তৈরি হল নিষিক্ত ডিম। তবে সমস্যা হচ্ছে, মায়ের ডিম্বাণুর মধ্যে তো ওই রোগের বীজ আছে! তাই বিজ্ঞানীরা সেই নিষিক্ত ডিমের নিউক্লিয়াস (মূল জেনেটিক তথ্য) সরিয়ে নিলেন। তারপর সেই নিউক্লিয়াসকে অন্য এক সুস্থ ডোনার মায়ের ডিম্বাণুতে বসিয়ে দিলেন, যার মাইটোকন্ড্রিয়া একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন।

এভাবে শিশুর মূল গঠন হল মা-বাবার থেকে, আর শরীরের ব্যাটারি (মাইটোকন্ড্রিয়া) হল তৃতীয় ব্যক্তির থেকে। রোগটোগ গন। ব্যাপারটা ভেবে দেখলে, খারাপ কিছু নয় মোটেই। ধরুন, আপনার বাড়িতে বিয়ের আসর বসেছে। বিদ্যুৎ পর্ষদই বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। কিন্তু লোডশেডিংয়ের কথা মাথায় রেখে আপনি 'অধিকন্তু ন দোষায়' করে পাড়ার কার্তিক ইলেক্ট্রিকের কাছ থেকে জেনারেটর ভাড়া নিলেন। মূল অনুষ্ঠান 'বিয়ে এবং খানাপিনা'র সময় পর্ষদকে ছুটি দিয়ে চালিয়ে দিলেন জেনারেটর। এর মধ্যে খারাপ কী আছে! ব্যস! আর কোনও সমস্যা নেই।

এবার ফলাফল? ইতিমধ্যে আটটি শিশু জন্মেছে — চারটি মেয়ে, চারটি ছেলে — একজোড়া যমজও আছে। সবাই একেবারে সুস্থ, ফুরফুরে মেজাজে 'দৌড়ঝাঁপ' করছে। ডাক্তাররা দেখেছেন, নতুন জন্মানো শিশুদের মধ্যে রোগের কোনও বালাই নেই।

একজন মা তো আবেগে কেঁদেই ফেললেন। বললেন, 'বিজ্ঞান আমাদের একটিমাত্র স্বপ্ন পূরণ করেছে—সুস্থ সন্তান!' আরেকজন বাবা হেসে বললেন, 'এই আবিষ্কার আমাদের দুঃস্বপ্ন দূর করে দিয়েছে—এখন শুধু আনন্দ আর নতুন স্বপ্ন! নবজাতকদের সংস্কারমুক্ত ভাবে মানুষের মতো মানুষ করার।'

বিজ্ঞানীরা 'থ্রি-পেরন্ট আইভিএফ' নামের এক আশ্চর্য উপায় বের করলেন। এতে মায়ের ডিম্বাণু আর বাবার শুক্রাণু মিলিয়ে তৈরি হল নিষিক্ত ডিম। তবে সমস্যা হচ্ছে, মায়ের ডিম্বাণুর মধ্যে তো ওই রোগের বীজ আছে! তাই বিজ্ঞানীরা সেই নিষিক্ত ডিমের নিউক্লিয়াস (মূল জেনেটিক তথ্য) সরিয়ে নিলেন। তারপর সেই নিউক্লিয়াসকে অন্য এক সুস্থ ডোনার মায়ের ডিম্বাণুতে বসিয়ে দিলেন, যার মাইটোকন্ড্রিয়া একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন।

এখন কী হবে? এই 'তিন-ডিএনএ' বেবি পদ্ধতি কিন্তু এখনও গবেষণার পর্যায়ে। ব্রিটেনে 'এনএইচএস' (সেখানে হাসপাতাল ব্যবস্থা) নিয়ম মেনেই সব পরীক্ষা চলছে। এখন যে মায়েদের মাইটোকন্ড্রিয়াল সমস্যাজনিত ঝুঁকি রয়েছে, তাঁরা এই সুযোগ পাবেন, যেন পরবর্তী প্রজন্ম এই রোগ থেকে মুক্ত হয়।

'বিষ' গিলে খায় যে সবুজ শৈবাল

আশ্চর্য সেই বস্তুটি সম্প্রতি ঠাঁই পেয়েছিল ইতালির ভেনিস শহরের একটি শিল্প প্রদর্শনীতে। সেখানে এই বস্তু দিয়ে বানানো হয়েছিল গাছের গুঁড়ির মতো দুটি কাঠামো। সেগুলি প্রতি বছর প্রায় ১৮ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতে পারে বলে জানান বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এও বলেন, ওই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ ক্ষমতা একটি ২০ বছরের পুরোনো পাইন গাছকেও হার মানায়!

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বাড়বাড়ন্তই এখন মাথাব্যথার অন্যতম বড় কারণ তাবড় বিজ্ঞানীদের। পৃথিবীকে বিষমুক্ত করতে তাঁরা নানা গবেষণা চালাচ্ছেন। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা অনেকেরই নজর কেড়েছে।

পরিবেশ বাঁচাতে এবং ভবিষ্যতের টেকসই নির্মাণে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছেন সুইৎজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এমন একটি নতুন 'জীবন্ত' বস্তু তৈরি করেছেন, যা বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (সিওটু) শোষণ করতে পারে এবং একই সঙ্গে পারে দীর্ঘদিন তা ধরে রাখতেও। অনায়াসে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গিলে খাওয়া এই অদ্ভুত বস্তুই এখন বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য হিসাবে কদর পাচ্ছে বিজ্ঞানের দুনিয়ায়।

এই বস্তুটি তৈরি হয়েছে একধরনের নীল-সবুজ শৈবাল (সায়ানোব্যাকটিরিয়া) দিয়ে, যা সূর্যের আলো, জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে ফোটোসিন্থেসিস বা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও শর্করা তৈরি করে। শুধু তা-ই নয়, নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান দিলে এই শৈবাল কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শক্ত পাথুরে উপাদান, যেমন চুনাপাথরে পরিণত করতে পারে—যা স্থায়ী নির্মাণে ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশের জন্য বেশ নিরাপদ।

গবেষক ইফান চুই জানান, 'সায়ানোব্যাকটিরিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবদের মধ্যে একটা। খুব অল্প আলোতেও এরা কার্যকরভাবে ফোটোসিন্থেসিস করতে পারে।'

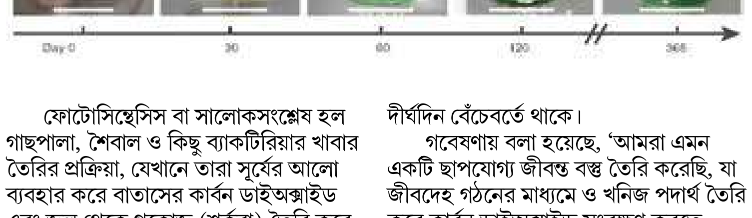

ফোটোসিন্থেসিস বা সালোকসংশ্লেষ হল গাছপালা, শৈবাল ও কিছু ব্যাকটিরিয়ার খাবার তৈরির প্রক্রিয়া, যেখানে তারা সূর্যের আলো ব্যবহার করে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল থেকে গ্লুকোজ (শর্করা) তৈরি করে এবং সাথে সাথে অক্সিজেন ছাড়ে।

এখন ওই জীবন্ত পদার্থের ভিতরকার কোষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে বিজ্ঞানীরা একটি জলবাহী জেল (হাইড্রো জেল) ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে জলধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। আর এই পদার্থের কাঠামো তৈরি করতে তাঁরা ব্যবহার করেছেন থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি—যাতে আলো ভালোভাবে ঢোকে, পুষ্টি সহজে প্রবাহিত হয় এবং শৈবালগুলি দীর্ঘদিন বেঁচেবর্তে থাকে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, 'আমরা এমন একটি ছাপযোগ্য জীবন্ত বস্তু তৈরি করেছি, যা জীবদেহ গঠনের মাধ্যমে ও খনিজ পদার্থ তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংরক্ষণ করতে পারে।'

ফলাফল যা হয়েছে, তা দেখার মতো। ৪০০ দিন ধরে চালানো পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই পদার্থ নিয়মিতভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করেছে এবং এর একটি বড় অংশকে চিরস্থায়ী খনিজ পদার্থে রূপান্তরিত করতেও সক্ষম হয়েছে। প্রতি গ্রাম পদার্থে ২৬ মিলিগ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড খনিজ রূপে জমা হয়েছে—যা অন্যান্য জীববৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি এবং পুরোনো কংক্রিটের রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে হওয়া রাসায়নিক শোষণের (প্রতি গ্রামে ৭ মিলিগ্রাম) সঙ্গে তুলনীয়।

গবেষকরা বলেন, 'কম আলো এবং কেবল বাতাসে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিয়েই এই জীবন্ত বস্তু ধারাবাহিকভাবে কার্বন ধরে রাখতে পেরেছে।'

জীবন্ত কার্বন-শোষক বস্তুর এহেন আবিষ্কার সম্প্রতি ঠাঁই পেয়েছিল ইতালির ভেনিস শহরের একটি শিল্প প্রদর্শনীতে। সেখানে এই বস্তু দিয়ে বানানো হয়েছিল গাছের গুঁড়ির মতো দুটি কাঠামো। সেগুলি প্রতি বছর প্রায় ১৮ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতে পারে বলে জানান বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এও বলেন, ওই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ ক্ষমতা একটি ২০ বছরের পুরোনো পাইন গাছকেও হার মানায়!

বাঙালি বিয়ের ভোজের পটপরিবর্তন

কালের স্রোতে পালটে যাচ্ছে বাঙালির অতিথি আপ্যায়ন। পালটে গিয়েছে বাঙালি বিয়েবাড়িও। এখন বাঙালি বিয়েতে ভেনু ভাড়া করা, পেশাদার ফোটোগ্রাফার ও ভিডিওগ্রাফার নিয়োগ করা এবং থিমভিত্তিক সাজসজ্জা করা হচ্ছে। পালটে গিয়েছে খাবারের আয়োজনও। বালুরঘাট শহরেও বাঙালি বিয়েবাড়ির ভোজের রেওয়াজ বদলে যাচ্ছে। আর তারই খোঁজ নিলেন সাংবাদিক **পঙ্কজ মহন্ত**

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ জুলাই : বিয়েবাড়ির আয়োজন, সাজসজ্জা এবং ভোজের ধরনে কিছু আধুনিকতা যুক্ত হয়েছে, কিন্তু মূল আচার-অনুষ্ঠানগুলো একইরকম রয়েছে। আগের তুলনায় এখন বিয়েতে অনেক বেশি আনুষ্ঠানিকতা ও আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা যায়।

বদলাচ্ছে বিয়েবাড়ির ছবি

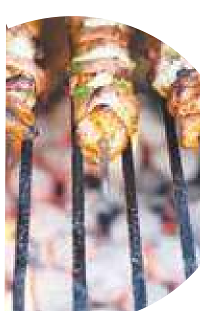

একটা সময় কলা পাতায় আয়েশ করে খাওয়া ছিল বাঙালির অন্যতম পছন্দের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্লাস্টিক বা এনামেলের ডিজাইনার প্লেট।

পাশাপাশি এখন বিদেশি রীতিতে থাকছে বুফে। যদিও তাতে অনেকে খেয়ে সুখ পাচ্ছেন না বলে আক্ষেপও করেন। বারবার প্লেট উঁচিয়ে বুফেতে গিয়ে খাবার চাইতেও লজ্জায় পড়ছে খাদ্যরসিক প্রবীণ বাঙালি। তবে হাতে নিয়ে খাওয়ার সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে ওঠাতেই আনন্দ আমন্ত্রিত নতুন প্রজন্মের।

বদলেছে মেনু

এখন বাঙালি বিয়েবাড়িতে ভোজের মেনুতে পরিবর্তন এসেছে। মেনু থেকে হারিয়ে গিয়েছে চচ্চড়ি আর লাবড়া। পাতে বসে কেউ খোঁজ পান না লুচি-ছোলার। বাঙালির প্রিয় কষা মাংসও প্রায় উঠেই যেতে বসেছে। তার পরিবর্তে দেখা মিলছে বাটার গার্লিক চিকেনের। শেষ পাতে বাঙালির সাধের রসগোল্লার বদলে পড়ছে গুজরাটের ধোকলা, থেপলা। দইয়ের বদলে জায়গা করে নিয়েছে আইসক্রিম। চিরাচরিত বাঙালি খাবারের মেনুর বদলে আসছে নতুন খাবারের ট্রেন্ড।

নতুন সময়, নতুন পছন্দ

নতুন প্রজন্ম অনেকটাই পশ্চিমী প্রভাবিত। তারা চায় একটু আলাদা কিছু। তাই এখন বিয়ের কেটারিং মানেই 'থিম' খাওয়াদাওয়া, জানালেন শহরের এক ইভেন্ট ম্যানেজার অভিষেক মিত্র। তাঁর কথায়, 'এখন অনেকেই চান মাল্টি-কুইজিন। বাঙালি ভোজের বদলে চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল, এমনকি থাই মেনুও থাকে। বাড়িতে বা সামনে খোলা জায়গায় প্যান্ডেল খাটিয়ে বিয়ের পরিবর্তে তারা পছন্দ করছে ব্যাংকোয়েট।'

প্রবীণদের আক্ষেপ

অভিযাত্রী এলাকার রন্ধনপ্রেমী কুন্তলা সেনের কথায়, 'ট্রেন্ড বদলালেও, রসগোল্লা বা মিষ্টি দইয়ের মতো খাবার আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এগুলোর চর্চা বন্ধ হলে একদিন হারিয়ে যাবে চিরচেনা সেই স্বাদটুকু।' তবে তাঁর মতে, প্রতিটি পরিবর্তনেই যেমন ক্ষয় থাকে, তেমনই আসে নতুন সম্ভাবনা। তিনি জানিয়েছেন, এখন অনেকেই বিয়েবাড়ির মেনুতে যোগ করছেন ফিউশন খাবার, মাছের পাতুড়ি বা চিংড়ি মালাইকারি।

নতুন দম্পতির মত

গত ২১ জুলাই বিয়ে করেছেন খিদিরপুরের চম্পা সরকার। তিনি জানিয়েছেন, এখন খাবারের মেনুতে সকলেই চমক দিতে চাইছে। তাঁর বক্তব্য, 'বিয়েতে বাড়ির বয়স্করা কাঁঠাল চিংড়ির মতো পুরোনো ধাঁচের আইটেম রাখতে চাইছিলেন। কিন্তু এখন সেগুলো পছন্দ করছেন না অনেকেই। তাই মেনু থেকে কাঁঠাল বাদ দিয়েছি।' তবে বাঙালিয়ানা বজায় রেখে মেনুতে গলদা চিংড়ি রেখেছিলেন তিনি।

থাকবে বিতর্ক

নতুন এই খাদ্যচর্চা বাঙালির রসনাতৃপ্তি কতটা করছে, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তবে এতটুকু স্পষ্ট বিয়ের প্যান্ডেলে এখন 'কলা পাতা' নয়, বরং ফাইবার প্লেটে 'মালাই চিকেন বেক' ও আইসক্রিমের কাপে বাজিমাত করছে নতুন প্রজন্ম। বাঙালিয়ানা কি তবে হারিয়ে যাচ্ছে? নাকি রূপ নিচ্ছে নতুন অবয়বে, সেই বিতর্ক থাকছেই!

কুলিক নদীতে ঝাঁপ

রায়গঞ্জ, ২৫ জুলাই : স্থানীয়দের চোখের সামনে কুলিক নদীতে ঝাঁপ দিলেন তরুণ। তড়িঘড়ি ছুটে এসে নদীতে নেমে উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই তরুণকে নিয়ে যাওয়া হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বর্তমানে তরুণ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পুলিশি পাহারায়। তবে কেন তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন, ধোঁয়াশায় পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, তরুণ মানসিক ভারসাম্যহীন। দীর্ঘক্ষণ কুলিক নদীর ব্রিজের উপর ঘোরাঘুরি করছিলেন। আচমকা ওপর থেকে ঝাঁপ দেন। তদন্তে নেমে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ তরুণের পরিবারের খোঁজ চালাচ্ছে।

কর্মশালা

রায়গঞ্জ, ২৫ জুলাই : স্কাউটস অ্যান্ড গাইডের রাজ্য ইউনিটের উদ্যোগে শুক্রবার একদিনের কর্মশালা হল। দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠে ওই কর্মশালার বিষয় ছিল জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবীর পরিবর্তন রোধে সদস্যদের ভূমিকা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ইউনিটের সম্পাদক সুভাষচন্দ্র দে, রেলওয়ের প্রাক্তন এসওএস প্রীতম দত্ত, জিনগাঁও স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক তথা ইউনিটের ইনচার্জ ব্যোমকেশ বর্মন, নীতীশ সরকার ও বিভিন্ন বিদ্যালয় ইউনিটের সদস্যরা।

বিক্ষোভ

বালুরঘাট, ২৫ জুলাই : ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে নতুন পেনশন আইন বাতিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ সহ একাধিক দাবিতে বালুরঘাট শহরে মানববন্ধন গড়ে তুললেন সংগঠনের বালুরঘাট শাখার সদস্য ও নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার বিকেলে বালুরঘাট মুখ্য ডাকঘর ও পূর্ত দপ্তরের সামনে রাস্তার পাশে সদস্যরা বিভিন্ন দাবিতে সোচ্চার হন। সাম্প্রদায়িকতা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও বেকারত্ব দূরীকরণ সহ মোট সাত দফা দাবি তুলে ধরেছেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

শিবির

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুলাই : গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের উদ্যোগে শুক্রবার রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ বাবুসোনা সাহা সহ অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

লো ভোল্টেজে উদ্বেগ

রাতে ঢালাও টোটোর চার্জ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৫ জুলাই : শহরজুড়ে বিদ্যুতের লো ভোল্টেজের নেপথ্যে কি টোটো? এবার এমনই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ময়দানে নেমে পড়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্তারা। রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকায় ব্যাটারিচালিত টোটো চলছে প্রায় ১০ হাজার। আর এই বিপুল পরিমাণ টোটোর ব্যাটারি চার্জ করা হচ্ছে রোজ রাতেই। এতেই রাতভর বিদ্যুতের ঘাটতি হচ্ছে শহরজুড়ে বলে অভিযোগ।

শুধু তাই নয়, রায়গঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ খরচের পরিমাপক যন্ত্রে অর্থাৎ মিটারবক্সেও কারচুপি করে টোটোর ব্যাটারি চার্জ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। যার ফলে ঘনঘন লোডশেডিং ও লো ভোল্টেজের মুখে পড়ে জেরবার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আর এই অভিনব সমস্যাটি অস্বস্তি বাড়িয়েছে রায়গঞ্জের বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্তাদের।

বিদ্যুৎ বিভাগের একটি সূত্র জানিয়েছে, রায়গঞ্জ শহরে চলা প্রায় ১০ হাজার টোটোর ব্যাটারি চার্জে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানতে পেরেছেন বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্তারা। একটি অসাধু চক্র মিটারে কারচুপি করে এই কাজ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিছু মানুষ নিজেদের বাড়ি এবং গ্যারাজ ভাড়া দিয়ে টোটোচালকদের ব্যাটারি চার্জের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রতিনিয়ত খরচ হচ্ছে। মিটারে কারচুপি করায় সেই বিদ্যুতের খরচ কোম্পানির কোষাগারে যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন কোম্পানির আধিকারিকরা।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ডিভিশনাল ম্যানেজার অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এই ধরনের একাধিক অভিযোগ এসেছে আমাদের কাছে।'

তিনি আরও বলেন, 'গৃহস্থ বাড়ির নামে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে সেই বিদ্যুৎ ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা যায় না। টোটোর ব্যাটারি চার্জ করে সেটি কমার্শিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি অভিযান চালানো হবে।' রায়গঞ্জ পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরে প্রায় ১০ হাজার টোটো চলাচল করে। আর এই প্রতিটি টোটোর ব্যাটারি চার্জের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় একশ্রেণির মানুষ নিজেদের বাড়িতে গ্যারাজ তৈরি করে টোটো রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সেখানেই মিটারে কারচুপি করে টোটোর ব্যাটারি চার্জ করে দিয়ে ব্যবসায়ীরা টাকা নিচ্ছেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্তা জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে টোটোর জন্য এখন বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে। একটি টোটোর ব্যাটারি চার্জের ক্ষেত্রে ৬ ঘণ্টা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। একইরকমভাবে যদি রায়গঞ্জ শহরে একই সঙ্গে ১০ হাজার টোটো প্রতিরাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, তাহলে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারমধ্যে প্রায় মাস দুয়েক পর পুজোর মরশুম। তখন বিদ্যুতের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। এটা চলতে থাকলে লোডশেডিং ও লো ভোল্টেজের সমস্যা আরও বাড়বে। ফলে বিষয়টি নিয়ে এবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। যদিও টোটোচালকদের দাবি, মিটারে কারচুপি করে তাঁরা ব্যাটারি চার্জ করেন না।

কারচুপি

- রাতেরবেলা মিটারবক্সে কারচুপি করে টোটোর ব্যাটারি চার্জ করা হচ্ছে
- প্রতিটি টোটো চার্জ দিতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে
- শহরে প্রায় ১০ হাজার টোটো রয়েছে
- এত পরিমাণ টোটো কারচুপি করে চার্জ দেওয়া হচ্ছে বলেই ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে

মার্কেটের পার্কিং এরিয়ায় বালির স্তূপ

মুক্তি চান গঙ্গারামপুরের বাসিন্দারা

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুলাই : গঙ্গারামপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় চৌপথি মোড়কে। আর এই চৌপথি মোড়ের সন্নিকটে রয়েছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ক্ষুদিরাম মার্কেট কমপ্লেক্স। তবে বেশ কয়েকদিন ধরে এই মার্কেট কমপ্লেক্সের সামনে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে মার্কেটের পার্কিং এরিয়াজুড়ে বোঝাই করা রয়েছে বালির স্তূপ। তাতেই মার্কেটের ক্রেতা থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা যানবাহন পার্কিং করতে সমস্যায় ভুগছেন।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য পুর কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

ক্ষুদিরাম মার্কেট কমপ্লেক্সের সামনে ও জাতীয় সড়কজুড়ে গঙ্গারামপুর শহর ও গ্রামীণ এলাকার অগণিত টোটো এবং কয়েকটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। তার সঙ্গে ফুটপাথজুড়ে রয়েছে নানা অস্থায়ী দোকান। মার্কেট কমপ্লেক্সের কয়েকটি দোকানের সামগ্রী পার্কিং এরিয়াতে সাজানো থাকে। ফলে সাধারণ মানুষ বাইক নিয়ে মার্কেটে আসলে মার্কেটের পার্কিং এরিয়ায় বাইক রাখতে পারেন না বেশিরভাগ সময়।

এই পার্কিং সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে মার্কেট কমপ্লেক্সের সামনে পার্কিং এরিয়ার অনেকটা অংশজুড়ে রাখা বালির স্তূপ। এই নির্মাণসামগ্রী দীর্ঘদিন ধরেই মার্কেট কমপ্লেক্সের সামনে রয়েছে। বালির স্তূপের আশপাশ দিয়ে ছড়িয়ে থাকে আবর্জনা। তাতেই সমস্যায় পড়েন মার্কেটের ক্রেতা থেকে সাধারণ মানুষ।

গঙ্গারামপুর শহরে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম মার্কেট কমপ্লেক্সের সামনে পার্কিং এরিয়ায় বালির স্তূপ। ছবি : চয়ন হোড়

> শহরের ফুটপাথ মানুষের ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার রাখা খুব প্রয়োজন। অযথা নির্মাণসামগ্রী রেখে বা অন্য কোনও উপায়ে তা বন্ধ রাখা উচিত নয়। তাতে দুর্ঘটনা বাড়ছে।
>
> **রাজীব সাহা** *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় বাসিন্দা রাজীব সাহা বলেন, 'শহরের ফুটপাথ মানুষের ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার রাখা খুব প্রয়োজন। অযথা নির্মাণসামগ্রী রেখে বা অন্য কোনও উপায়ে তা বন্ধ রাখা উচিত নয়। তাতে দুর্ঘটনা বাড়ছে।' আরেক বাসিন্দা লক্ষ্মণ ঘোষ জানিয়েছেন, সকাল থেকে রাত অবধি বহু ক্রেতা ওই মার্কেটে আসেন। তাঁরা যদি যানবাহন সঙ্গে আনেন তাহলে পার্কিংয়ের জন্য মহা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এবিষয়ে গঙ্গারামপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্তকুমার দাসের কথায়, 'ওখানে যদি কেউ অবৈধভাবে বালি ফেলে রাখে তাহলে আমরা পুরসভা থেকে খুব দ্রুত এটাকে সরিয়ে দেব। দরকারে স্পট ফাইন করব। সাধারণ মানুষের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সে বিষয়টি আমরা দেখব।'

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স বাতিল

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৫ জুলাই : ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কোনও পরীক্ষা হয় না, অথচ সেখানে দিব্যি তৈরি হচ্ছে রিপোর্ট। ল্যাবের মেশিনে মেলেনি কোনও রক্ত পরীক্ষার রেকর্ডও। এমনকি অভিযানের সময় কোনও টেকনিসিয়ান কিংবা প্যাথলজিস্টকেও দেখা যায়নি। এমনই একগুচ্ছ অভিযোগে ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষকে জরিমানা করে ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রশাসনের।

জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ১০ জুলাই মালদা শহরের গৌড় রোড এলাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও পলিক্লিনিকে হানা দেয় তাদের পরিদর্শক দল। অভিযানে একগুচ্ছ গাফিলতি সামনে আসে। ক্লিনিকটি ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট, বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে বৈধ চুক্তিপত্র, ট্রেড লাইসেন্স কিছুই দেখাতে পারেনি।

প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নজরে আসে, ফ্রিজে প্রচুর রক্তের নমুনা সংগ্রহ থাকলেও সেই ফ্রিজের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে কোনও প্যাথলজিস্টের সই ছিল না। ল্যাবরেটরির মেশিন দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার পর্যন্ত হয়নি। অথচ সেখানে রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। এমনই একগুচ্ছ অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১৭ জুলাই কর্তৃপক্ষকে ডাকে জেলা প্রশাসন। এরপর শুক্রবার রাতে কর্তৃপক্ষের ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স বাতিল করতে আবেদন জানায় জেলা প্রশাসন।

অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ জানান, একাধিক গাফিলতিতে মালদা শহরের গৌড় রোড এলাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পাশাপাশি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ওই সেন্টারের সিই লাইসেন্স বাতিল করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

এনিয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হয়নি ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের তরফে যা বলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা হবে।

অভিযোগ

- ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কোনও পরীক্ষা হয় না
- ল্যাবরেটরির মেশিন দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার পর্যন্ত হয়নি
- অথচ সেখানে দিব্যি তৈরি হচ্ছে রিপোর্ট
- রিপোর্টে কোনও প্যাথলজিস্টের সই থাকে না
- অভিযানের সময় কোনও টেকনিসিয়ান কিংবা প্যাথলজিস্টকেও দেখা যায়নি

রংদার রোববার

ফাঁসি

বহুদিন বাদে ফের তা চর্চায়। ইয়েমেনে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার হাত ধরে। চর্চা অবশ্য তাকে নিয়ে বহু যুগ ধরেই। মধ্যযুগের ইংল্যান্ডে শাস্তি দিতে বা স্বাধীনতা অর্জনে মরিয়া আমাদের বীর শহিদদের কণ্ঠরোধে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। মজার ছলে বিয়ের পিঁড়িতে বসাকেও কেউ কেউ এর সঙ্গে তুলনা করে থাকে।

এবারের প্রচ্ছদে ফাঁসি।

প্রচ্ছদ কাহিনী কৌশিক জোয়ারদার, শুভ্রদীপ চৌধুরী ও অরিন্দম ঘোষ

ছোটগল্প অভ্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রাভেল ব্লগ কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

কবিতা রিমি দে, আশুতোষ বিশ্বাস, প্রণব কুমার কুণ্ডু, অভিজিৎ ভৌমিক, অজিত ঘোষ, বিভা দাস, সন্দীপ সরকার।

ইলিশ বাঁচাতে প্রচারে মৎস্য দপ্তর

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ২৫ জুলাই : বাঙালির খাদ্যতালিকার সঙ্গে ইলিশ মাছের যেন আবেগের সম্পর্ক। ইলিশ শুধু একটি মাছ নয়, এটি বাঙালির রসনাতৃপ্তি। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই রুপালি শস্য বিপন্ন হওয়ার পথে। এই পরিস্থিতিতে ইলিশ বাঁচাতে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের তরফে ফরাক্কার মহেশপুর ... শিবিরের আয়োজন করা হয়। ফরাক্কার গান্ধিঘাটে মিছিলে অংশ নেন ব্লক ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার সুনীত পাল, সেন্ট্রাল ফিশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফরাক্কা শাখার প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পরমবীর সিং, ফরাক্কার বিডিও জুনায়েদ আহমেদ প্রমুখ।

এদিকে, ব্যারাকপুরের সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিফ্রি) ২০১৮ সাল থেকে ফরাক্কাতে ইলিশ চাষের জন্য গবেষণা করছে। চলতি বছর ২০ লক্ষ ডিম ফার্টিলাইজ করেছে এবং ৪ লক্ষের বেশি ইলিশের পোনা ট্যাগিং করে গঙ্গায় ছাড়া হয়েছে। ফরাক্কা ব্লকের ফিশারি এক্সটেনশন অফিসারের কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামুদ্রিক মৎস্য নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০১৩-তে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ৯০ মিলিমিটারের ছোট ইলিশ জাল দিয়ে ধরা যাবে না। সাধারণত ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ইলিশ মাছ ডিম পাড়ার জন্য সমুদ্র ছেড়ে মিষ্টি জলের খোঁজে নদীতে আসে। বছরের এই সময় মাছ ধরা যাবে না। আবার ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত মাছ ধরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।'

তিনি আরও বলেন, 'গঙ্গার ইলিশ জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু নানা কারণে গঙ্গায় ইলিশ মাছের পরিমাণ দিন-দিন কমে যাচ্ছে। এই কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল ক্রমাগত গঙ্গার জলে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া সমুদ্র ছেড়ে মাছ যখন ডিম পাড়তে নদীর দিকে আসছে, সেই রাস্তায় ড্যাম বা ব্যারেজ থাকলে ইলিশের চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি কিছু মৎস্যজীবী সরকারি নির্দেশ মানলেও অনেকেই লাভের আশায় দু'তিন ইঞ্চি সাইজের ইলিশ ধরছেন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ক্ষতি করছেন।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সমুদ্র সাথী প্রকল্প চালু হয়েছে। কিন্তু এই এলাকায় এখনও চালু হয়নি। ভবিষ্যতে এই প্রকল্প চালু হলে বছরের যে সময়গুলিতে মাছ ধরা মানা সেই সময় মৎস্যজীবীরা আর্থিক সহায়তা পাবেন। ফরাক্কার মৎস্যজীবীদের ইতিমধ্যে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে মৎস্যজীবীরা প্রয়োজনে লোন পাবেন, আবার বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষের বিষয়ে জানতে মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

ফরাক্কার বিডিও জানান, রাজ্য সরকার ও মৎস্য দপ্তরের তৎপরতায় ফরাক্কাতে ইলিশ মাছ বাঁচাতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে মৎস্যজীবীদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছ চাষের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ছোট মাছ ধরা বা জলে বিষ প্রয়োগ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। অনুষ্ঠান শেষে একটি র‍্যালি হয়। সাধারণ মানুষকে সচেতনতামূলক লিফলেট বিলি করা হয়।

বিপন্ন রুপালি শস্য

- নানা কারণে গঙ্গায় ইলিশ মাছের পরিমাণ দিন-দিন কমে যাচ্ছে। এই কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল ক্রমাগত গঙ্গার জলে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে
- অনেকেই লাভের আশায় দু'তিন ইঞ্চি সাইজের ইলিশ ধরছেন
- ছোট মাছ ধরা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ

মালদায় জাল নোটের কারবারে ধৃত

মালদা, ২৫ জুলাই : জাল নোট কারবারে যুক্ত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে গেল গুজরাট এটিএস। ধৃতের নাম তাহির শেখ। বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার সুখপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাহির গুজরাটে গিয়ে দেড় লক্ষ টাকার জাল নোট ছড়িয়ে আসেন। আহমেদাবাদ থানার পুলিশ জাল নোটের একটি মামলায় ৫-৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। জেরায় উঠে আসে তাহির শেখের নাম। অবশেষে শুক্রবার বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় গুজরাট এটিএস তাহিরকে গ্রেপ্তার করে মালদা জেলা আদালতের মাধ্যমে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে রওনা দেয়। জাল নোটের কারবারিদের মাথার খোঁজে ছক সাজাচ্ছে পুলিশ।

ভিনরাজ্যে শ্রমিকের মৃত্যু

তপন, ২৫ জুলাই : সংসারের অভাব মেটাতে পাঁচ-ছয় মাস আগে মহারাষ্ট্রের পুনেতে শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন দুই সম্ভ ভাই। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাজ চলাকালীন দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা। মাথার ওপর পাথর পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এক ভাইয়ের। অপর ভাই গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতের নাম লব বর্মন (২২)। আহতের নাম কুশ বর্মন। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের ৫ নম্বর দ্বীপখণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের নোখন গ্রামে। শুক্রবার লবের মৃতদেহটি পুনে থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে।

ট্রেনের সময় পরিবর্তন

রায়গঞ্জ, ২৫ জুলাই : কলকাতা থেকে রাধিকাপুরগামী রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের সময় পরিবর্তন করা হল। আগামী ৫ অগাস্ট থেকে নতুন সময়সূচি মেনে চলবে কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। শুক্রবার পূর্ব রেলের চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার এই নোটিশ জারি করেন। নোটিশ অনুসারে, কলকাতা স্টেশন থেকে রাত ৮টা ৪০ মিনিটে রাধিকাপুরের উদ্দেশে রওনা দেবে এই ট্রেন। রায়গঞ্জ স্টেশনে সকাল ৬টা ১৩ সময় ট্রেন পৌঁছে যাবে। রাধিকাপুর স্টেশনে পৌঁছাবে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে। আগে এই ট্রেনটি রায়গঞ্জ স্টেশনে সকাল পৌনে ৫টায় পৌঁছাত।

এদিন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল বলেন, 'আমার লোকসভা কেন্দ্রের অনেক বাসিন্দা জানিয়েছিলেন যে, কলকাতা থেকে ফেরার ট্রেনের সময় কিছুটা পিছিয়ে দিলে সুবিধা হয়।'

আন্দোলনের ডাক ভিক্টরের

করণদিঘি, ২৫ জুলাই : আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কংগ্রেসের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয় করণদিঘির রাহুল মঞ্চে। সভা থেকে শেরশাবাদিয়াদের অধিকার আদায়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার ডাক দেন রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর।

ডুবে মৃত

বহরমপুর, ২৫ জুলাই : বাড়ির চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে প্রাণ হারাল এক শিশু। মৃতের নাম জসিম শেখ (২)। ঘটনাটি শুক্রবার মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর এলাকার। টিউবওয়েলের জল ধরে রাখার জন্য বাড়ির উঠোনে এক পাশে একটি ছোট কংক্রিটের চৌবাচ্চা তৈরি করা হয়েছিল। সকলের চোখের অগোচরে ওই চৌবাচ্চার মধ্যে শিশুটি পড়ে যায়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় নশিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুজোয় এবার

প্রথম পাতার পর

কিলোমিটার দূরের ডোকালামে তাঁরা পা রাখবেন, দৃঢ় বিশ্বাসী সিকিমের পর্যটন দপ্তর। উচ্চতাজনিত কারণে যাতে শারীরিক সমস্যায় না পড়তে হয় পর্যটকদের, তার জন্য ডোকালামে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেনার সাহায্য নেওয়া হবে।

প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কথা পৌঁছে গিয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে। সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ী সোনম ভুটিয়া বলছেন, 'প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন ২৫টি গাড়ির পারমিট দেওয়া হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলবে।'

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'যত বেশি ডেস্টিনেশন বাড়বে, ততই নতুন পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। উপকৃত হবে স্থানীয় এলাকা। চাঙ্গা হবে অর্থনীতিও।'

বৃষ্টিভেজা দার্জিলিংয়ের ম্যাল। শুক্রবার শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

পরিযায়ীদের পাশে দাঁড়াতে পথে অধীর

বাঙালি শ্রমিকদের নিয়ে চলছে রাজনীতি

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২৫ জুলাই : পরিযায়ী শ্রমিক অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের তরুণদের ভিনরাজ্যে বাংলা বলার অপরাধে হেনস্তা সহ নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং অনুপ্রবেশকারী তকমার প্রতিবাদে শুক্রবার পথে নেমে সরব হলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাকে তীব্র সমালোচনা করে বিষোদগার করেন তিনি। একইসঙ্গে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন এই সভাপতি।

বিধানসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। সেইসময় অধীরের এইভাবে পথে নামা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন বেলডাঙ্গা এলাকায় প্রথমে তিনি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর বহরমপুর শহরে ভিনরাজ্যে বাংলাদেশি নামে অনুপ্রবেশকারী পাকড়াও করার নামে বাংলার বাঙালি শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পথে নামেন অধীর চৌধুরী। এই পরিযায়ী ইস্যুতে অধীর বলেন, 'সর্বত্র তৃণমূল পরিযায়ী শ্রমিকদের অসহায়তাকে নিয়ে রাজনীতি করছে। আমরা দেখছি রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক যাঁরা, বাংলাদেশি বলে তাঁদের ওপরে নির্যাতন হচ্ছে। সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং তার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের রক্ষা করার পরিবর্তে তাদের নিয়ে চরম রাজনীতি করার বিরুদ্ধেও আমরা বলতে চাই যে, মানুষ তৃণমূল সরকারকে ভালো করে চিনুক, তারা মুখোশধারী। পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে আদতে দাঁড়াতে চায় না রাজ্য। কেবলমাত্র বাংলায় বসে কুমিরের কান্না কেঁদে অভিনয় করছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

এরপর অধীর পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'এই সময় আমাদের পাঠিয়ে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের রক্ষা করা উচিত। সেইসঙ্গে পরিসংখ্যান তৈরি করতে হবে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কত পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে। আর সেই তথ্য সকলকে জানানো হোক। এইসব না করে উনি কেবল রাজনৈতিক নাটক করছেন।'

প্রসঙ্গত, জেলার হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গি, ইসলামপুর এলাকা থেকে বহু বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে শুধু যে হেনস্তাই হচ্ছেন তা নয়, এমনকি তাঁদের বিভিন্ন সময়ে মেরে হাত গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ উঠছে। সম্প্রতি এমনই কিছু নিগৃহীত পরিযায়ী শ্রমিক নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে ভিনরাজ্য থেকে মুর্শিদাবাদের নিজেদের বাড়িতে এসে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পর্যন্ত হন। ডোমকলের এক পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের সদস্য ফিরোজা বিবি বলেন, 'বহুদিন ধরেই বাড়ির ছেলেরা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চেনাই, কেরলে যায়। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে এলাকায় একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।' এই বুঝি বাড়ির ছেলেকে হয় বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশি কিংবা ভিনরাজ্য থেকে মেরেধরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এমনই আশঙ্কায় থাকেন সকলে বলে তিনি জানান।

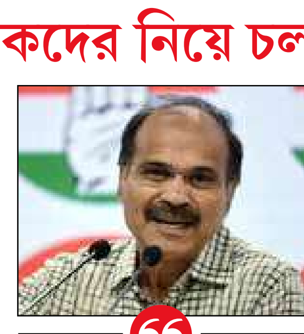

"পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে আদতে দাঁড়াতে চায় না রাজ্য। কেবলমাত্র বাংলায় বসে কুমিরের কান্না কেঁদে অভিনয় করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অধীর রঞ্জন চৌধুরী
প্রাক্তন সাংসদ, কংগ্রেস

শ্রমিককে জোর করে

প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তারের খবর আমির শেখের পরিবারের লোকজন জানতে পারেন। তারপরেই পরিবারের লোকজন রাজস্থানে গিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার চাটি থানা আমিরের গ্রেপ্তারের কথা স্বীকার করেনি। গত বুধবার আচমকা সোশ্যাল মিডিয়ায় আমির শেখের ভিডিও দেখতে পান পরিবারের লোকজন।

ওই ভিডিওতে দেখা যায় (যদিও ওই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) আমির কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'রাজস্থান পুলিশ ও বিএসএফ আমাকে জোর করে এখানে বাংলাদেশে ফেলে দিয়েছে। বিএসএফ আমাকে প্রচণ্ড মারধর করে এবং বড় একটি গাড়ি বাংলাদেশে যাচ্ছিল, সেই গাড়িতে আমাকে ছেড়ে ফেলে দেয়।' ভিডিওতে আমির জানান, রাজস্থান পুলিশ ও বিএসএফকে তাঁর আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও জন্ম সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন। সেগুলো তারা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন আমির বাংলাদেশে রয়েছেন।

আমিরের কাছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও র‍্যাশন কার্ড সবই ছিল। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রমাণপত্র যা প্রয়োজন সব থাকা সত্ত্বেও রাজস্থান পুলিশ তাঁকে বাংলাদেশি বলে গ্রেপ্তার করে। তারপর প্রায় দু'মাস জেলে রাখা হয়। অভিযোগ, গত বুধবার রাজস্থান পুলিশ ও বিএসএফ মিলে আমিরকে মারধর করে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। এলাকার বাসিন্দাদের অনুমান, সম্ভবত কলকাতার বনগাঁ এলাকার বর্ডার দিয়ে হয়তো আমিরকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় আমিরের ছবি দেখে পরিবারের লোকজন চিনে ফেলেন। তারপরেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। রাজস্থান পুলিশ ও বিএসএফের এই অমানবিকতার জন্য ক্ষোভ দেখিয়েছেন জালালপুর গ্রামের অনেকেই।

এদিন বিকেলে কালিয়াচকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন সহ একদল প্রতিনিধি আমিরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। বিডিও বলেন, 'আমরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। কিছু সাহায্য সহযোগিতা করেছি। প্রশাসনিক স্তরে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। আমিরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে।'

আমিরের দিদা মোমেনা বিবি বলেন, 'সব কিছু নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও আমিরকে জেল খাটতে হয়েছে। পুলিশ ও বিএসএফ মিলে মারধর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি। তাঁকে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করছি।'

গ্রামবাসী আসাদুল শেখের কথায়, 'আমাদের এই গ্রামে প্রচুর মানুষ ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যান। কিন্তু ভিনরাজ্যের পুলিশ যদি এরকমভাবে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় তাহলে আমরা কোথায় কাজ করব? রাজস্থান পুলিশ তার সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে। তাকে জোর করে বাংলাদেশে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

বিপুল মণ্ডল নামে জালালপুরের এক বাসিন্দা বলেন, ছেলেটো অত্যন্ত নিরীহ এবং সহজ সরল। পরিবারের ওরা সবাই পরিযায়ী শ্রমিক। ওর বাবা ও ছোট ভাই এখনও বাইরে রয়েছেন। সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও কী করে একজনকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এটা বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা সবাই চাই আমিরকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হোক।

স্ত্রী নথি দিলেন পুলিশকে

প্রথম পাতার পর

ভারতীয় ভোটার কার্ড নম্বর ইউএক্স-০০৬০৫৬৫। অষ্টম শ্রেণি পাসের একটি সার্টিফিকেটও বানিয়েছিলেন তিনি। যদিও সেই স্কুলেরও কোনও হদিস মেলেনি এ তল্লাটে। সব মিলিয়ে গভীর রহস্য তৈরি হয়েছে বিশ্বজিৎকুমার ধরের পরিচয় নিয়ে।

বিশ্বজিৎ বর্তমানে রায়গঞ্জের কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবামাহাশো গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে পরিচিত। প্রায় ১৬ বছর আগে রায়গঞ্জ শহরের এফসিআই মোড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সীমাকে বিয়ে করেন তিনি। পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে প্রথমপক্ষের স্ত্রী সীমা ধরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে কালিয়াগঞ্জে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তিন বছর ধরে বসবাস করছেন বলে অভিযোগ।

শুক্রবার প্রথমপক্ষের স্ত্রী সীমা ধর রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ দপ্তরে হাজির হয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। সীমা বলেন, 'বিয়ের সময় বাবার দেওয়া যৌতুক বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ও জমি আত্মসাৎ করে স্বামী আমাকে ছেড়ে অন্য মহিলার সঙ্গে থাকছেন। বহুদিন ধরে অকথ্য নির্যাতনও করেছেন। তিনি যে আসলে বাংলাদেশি, তা আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি। আজ তার আসল পরিচয় ও সমস্ত বেআইনি নথিপত্র পুলিশের হাতে তুলে দিলাম।'

এর আগে গত বছরের এপ্রিলেও সীমার মা শুক্লাদেবী জামাইয়ের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগপত্রেও বিশ্বজিতের বাংলাদেশি পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফে সেই ব্যাপারে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এবার সরাসরি জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন সীমা।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের পাসপোর্টের মেয়াদ ছিল ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত। তবুও এখনও তিনি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে দিব্যি বসবাস করছেন কীভাবে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন তাঁর প্রথম স্ত্রী। যদিও শুক্রবার তাঁর মেকয়ালের বাড়িতে গিয়েও দেখা মেলেনি বিশ্বজিতের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বর্তমানে কালিয়াগঞ্জেই রয়েছেন বিশ্বজিৎ।

এই বিষয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি অবশ্য জানান, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভিডিওকে তদন্তে পাঠানো হবে।'

রাজনৈতিক মহল থেকে মিলেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'যদি ওই ব্যক্তির কাছে একাধিক দেশের নথি থাকে, পুলিশ যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। নচেৎ আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।'

বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের আবার দাবি, 'বিশ্বজিৎ ধর আমাদের বুথ কর্মী। ভালো মানুষ। কখনও ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না।'

অন্যদিকে, রায়গঞ্জ জেলা আদালতের পিপি স্বরূপ বিশ্বাস কড়া সুরে বলেন, 'ওই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে দ্রুত ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা রুজু করে গ্রেপ্তার করা হোক। কেন এখনও তাঁকে ধরা হচ্ছে না, তা নিয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলব।'

কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের সংসদেই বিশ্বজিৎকুমার ধরের ভোটার কার্ড রয়েছে। তিনি রীতিমতো ভোটও দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান রেখা বর্মন। প্রধানের দাবি, 'তিনি ভারতীয়। দলের কর্মী, ভালো লোক।'

জেলা পুলিশ সুপার সানা আখতারকে এদিন বারবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। ফলে পুলিশের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কাজ না করেই টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ

মানিকচক, ২৫ জুলাই : আবার খবরের শিরোনামে মানিকচকের এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। কয়েকদিন আগে শৌচালয় না বানিয়ে ভুয়ো বিলের মাধ্যমে প্রায় তিন লক্ষ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। এবার নিকাশিনালার কংক্রিট ঢাকনা না বানিয়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা ভুয়ো বিলের অভিযোগ উঠল ওই একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

এনায়েতপুর দুর্গা মন্দিরের কাছে দীর্ঘদিন ধরে একটি নিকাশিনালা নির্মাণ করান এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। সেটি ঢাকনাযুক্ত না হওয়ায় দুর্গন্ধ ও মশামাছির উপদ্রব বাড়তে থাকে। এলাকাবাসীর দাবি ছিল নিকাশিনালাটির ওপর কংক্রিটের ঢাকনা তৈরির। সেই অনুযায়ী টেন্ডার হয়, কাজের বরাত পায় ঠিকাদারি সংস্থা। কিন্তু নালার ঢাকনা নির্মাণ হয় না। এখনও সেটি ঢাকনা ছাড়াই রয়েছে।

পরে গ্রামবাসীরা জানতে পারেন, গত বছরের নভেম্বর মাসে নিকাশিনালাটির ঢাকনা নির্মাণের বিল তুলে নিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা। এই খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তীর কাছে প্রধানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি ওই প্রধান তসলিম মণ্ডল মজুমদারের। তাঁর কথায়, 'কোনও ভুয়ো বিল করা হয়নি। ড্রেনের ঢাকনার বিনিময়ে নিকাশিনালাটি সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। ড্রেনটি অনেক নীচু ছিল। তাই ড্রেনটি সংস্কারের কাজ প্রচণ্ড জরুরি হয়ে পড়ে।'

নিশিকান্তকে

প্রথম পাতার পর

থানায় নিয়ে যায়। তিনি যাঁর অধীনে কাজে গিয়েছিলেন তিনি থানায় গিয়ে জানিয়েছিলেন, নিশিকান্ত বাংলাদেশি নন। তিনি কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। তারপর তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও দেখান। সেই সময় অসম পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়। প্রায় ছয় মাস কাজ করার পর কাজ ছেড়ে ফিরে আসেন নিশিকান্ত।

নয় বছর আগে তাঁর স্ত্রী বাবাহারার দাসের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে হাঁস-মুরগির ডিম সংগ্রহ করে বিক্রি করে কোনওরকমে সংসার চালান।

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর কাছে ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল থেকে নোটিশ আসে। তারপর তিনি ১৯৬০ সালের জমির কাগজপত্র ও বিভিন্ন প্রমাণপত্র নিয়ে অসমে যান। সেখানে আইনজীবীর মারফত সব কাগজপত্র দেখার পরেও সন্তুষ্ট হয়নি ফরেনার ট্রাইবিউনাল। ১৯৬০ সালের ভোটার লিস্ট ও তাঁর বাবার পরিচয়পত্র চেয়েছে তারা। তিনি নিরাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

তাঁর প্রশ্ন, বাবা দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস প্রায় ৪৫ বছর আগে মারা গিয়েছেন। এখন তাঁর বাবার নথিপত্র জোগাড় করবেন কীভাবে? এবিষয়ে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি না, জানতে চাইলে তিনি জানান, ডিম বিক্রি করেই কোনওরকমে সংসার চালাই। সারাদিন ডিম সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনিনি।

তৃণমূলের জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'আমরা ওই ব্যক্তির পাশে আছি। বিজেপি শাসিত অসম সরকারের এভাবে নোটিশ পাঠিয়ে এ রাজ্যের মানুষকে হয়রানি করা কোনওভাবে মেনে নেওয়া হবে না। আমরা এনিয়ে গোটা জেলা তথা রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামছি। বাংলা বলা বা এরাজ্যে বসবাস করা কি অপরাধ? বিজেপি নোংরা রাজনীতি করছে।'

মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। এখন সিএএ চালু হয়ে গিয়েছে। তাই আতঙ্কের কিছু নেই। তাও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

গোয়া থেকে উদ্ধার

বালুরঘাট, ২৫ জুলাই : সামাজিক মাধ্যমে প্রেমের ফাঁদ পেতে বালুরঘাটের এক কিশোরীকে গোয়ায় পাচার করে দিয়েছিল কুমারগঞ্জের এক তরুণ। তবে মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে ওই স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই তরুণকেও। শুক্রবার ১৭ বছর বয়সি ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। গত মে মাসে ওই কিশোরীকে নিয়ে চম্পট দেওয়ার পর বালুরঘাট শহরে হইচই পড়ে যায়। বালুরঘাট থানার পুলিশ হন্যে হয়ে ওই নাবালিকার খোঁজ শুরু করে। অভিযুক্ত তরুণের খোঁজ পেতে তার ভাই ও আত্মীয়দের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। অবশেষে মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ। তাতেই দুজনের খোঁজ পাওয়া যায়। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে এদিন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'এক কিশোরীকে গোয়া থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। পাশাপাশি ওই ঘটনায় জড়িত এক তরুণকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

মরিয়া দুই ফুলই

প্রথম পাতার পর

পৌঁছানো দুটি নোটিশ যেন মূর্তিমান বিভীষিকা। শুধু সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা নন, স্থানীয় রাজবংশী, নমশূদ্রের সকলেই উদ্বেগের সারিতে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় খবর এল, কোচবিহার জেলার ঘোকসাডাঙ্গার এক বাসিন্দার নামেও এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। এমন নয় যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে না। এমন নয় যে, পরিচয় লুকিয়ে বাংলাদেশি কেউ উত্তরবঙ্গ বা ভারতের অন্যত্র বসবাস করছেন না। কিন্তু রাষ্ট্রের আইনে অনুপ্রবেশ যে অপরাধ।

সেই অপরাধ ঠেকাতে সরকারের পদক্ষেপে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্নটা তোলা যাচ্ছে এই কারণে যে, বেছে বেছে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক এক বছর আগে অনুপ্রবেশকারী ধরার তৎপরতা দেখে। যে প্রশ্নটা তুলছে আদালতও। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বেছে বেছে বাংলাভাষীদের ঘরে ঘরে হানা, থানায় আটকে রাখা, এমনকি হরিয়ানায় ডিটেনশন ক্যাম্প চালু করে দেওয়ার প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

এই অভিযানে হয়রানির শিকার কারা? গত ক'দিনের খবরের কাগজে নামগুলি পড়লে বোঝা যাবে, অধিকাংশই ধর্মে মুসলিম। অনুপ্রবেশ রোধের এই বিরাট কর্মযজ্ঞে দু'-চারজন হিন্দুও হেনস্তা হচ্ছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি মুসলিম শ্রমিকদের। তাঁদের ওপর ধরিয়ে দেওয়া বিজেপির কৌশল। যদিও তাঁদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী কেউ নেই- এমন কথা হলফ করে বলা যাবে না। তবে আসল অনুপ্রবেশকারী মানেই মুসলমান- তাও নয়। যেমন, উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় যে হিন্দু দম্পতি খোঁজ মিলেছে, তাদের বাংলাদেশের পাসপোর্ট আছে। ভারতের আধার কার্ডও আছে।

আবার মুসলিম মানেই সবাই বাংলাদেশি নন। ধরে আনতে বলে বেঁধে আনার পরিস্থিতি হলে বাছবিচার কম হয়। বাস্তবে তাই ঘটছে। আসলে বিজেপির তাগিদে রাষ্ট্রের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুসলিম ভোটার কিছু কমাতে পারলে, দেশ থেকে বের করে না দিলেও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারলে বাংলায় ভোটের অঙ্কে সুবিধা হয় একশোর বেশি আসনে। রাজ্যের ক্ষমতা দখলে সংখ্যাটি শক্তি অনেক।

রাষ্ট্রের নামে অনুপ্রবেশকারী তাড়ানোর এই অভিযানে তাই প্রমাদ গুনছে তৃণমূল। কেননা, লুকোছাপার কোনও জায়গা নেই যে, ধর্মে মুসলিম মানেই তৃণমূলের স্বাভাবিক ভোটব্যাংক। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাটা বদলে ফেলছেন সচেতনভাবে। বিজেপির ফাঁদে আর পা দিয়ে মেরুকরণ তীব্র করার পথে না গিয়ে তাঁর অস্ত্র এখন ধর্মনিরপেক্ষে বাঙালি নির্যাতনের অভিযোগ।

মেরুকরণের বদলে বাঙালি সত্তার ছাতাটাকে বড় করে তুলে ধরতে দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চে তুলে হিন্দুদের বার্তা দেওয়া গেল। একইসঙ্গে রাজবংশীদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল, তোমরাও নিরাপদ নও। ভিনরাজ্যে হেনস্তাকে ধর্মের পরিচয়ে না বেঁধে ভাষা সন্ত্রাসের বড় ফ্রেমে আটকে ফেলতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রশ্ন তুলছেন, এই ভাষা সন্ত্রাস কবে বন্ধ হবে? গোটা দলকে নামিয়ে দিচ্ছেন ভাষা আন্দোলনে।

ধর্মনিরপেক্ষে বাঙালি নিপীড়ন হয়ে উঠছে মমতার দাবার বোড়ে। ভয় ধরিয়ে দেওয়াটা সেই বোড়ের কুশলী চাল। এই চাল কিস্তিমাত হবে কি না, ভবিষ্যৎ বলবে। তবে এটুকু বলাই যায় যে, বিজেপি বিড়ম্বনায় পড়েছে। দিনহাটায় এনআরসি নোটিশ আসার পর স্থানীয় বিজেপি নেতাদের সাফাই অনেকটা আমতা-আমতা গোছের। বরং অসমের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের যুক্তিতে জল ঢেলে দিয়েছেন। ফলে রাজবংশীদের পাশে আছি বলে বিজেপির প্রচার মমতার অস্ত্রকে এখনও ভোঁতা করতে পারেনি। তবে ভয় ধরানোর অস্ত্রে শান দিচ্ছে তৃণমূল, বিজেপি- উভয় দলই।

ভাঙনে বিপর্যস্ত মালদা

প্রথম পাতার পর

অঞ্চলগুলিতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। রশিদপুরের যে এলাকায় নদী ৯০ ডিগ্রি কোণে বাঁক নিয়েছে, সেখান থেকে ১২০০ মিটার এলাকায় তীব্র ভাঙন চলছে। ভাঙন রোধে সেচ দপ্তর বালির বস্তা ব্যবহার করতে চাইলেও রশিদপুরে বাধা দেন স্থানীয়রা। স্থায়ী সমাধানের দাবি তাঁদের। বরাদ্দ মিললে স্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ হবে, বলছেন সেচকর্তারা। আপাতত 'ডিপ টি' পদ্ধতিতে ভরসা রাখতে চাইছেন তাঁরা। ইসলামপুর অঞ্চলের বাসিন্দা মহম্মদ আশরাফুল হক বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকেই নীচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকছে। স্থায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা না হলে প্রচুর গ্রাম বিপন্ন হয়ে যাবে।' মালদা জেলা মহানন্দা সেচ দপ্তরের ভুলিয়ার ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল বলেন, 'এখন সাময়িকভাবে ভাঙন রোধ করা হচ্ছে। জল কমলে স্থায়ী কাজ শুরু হবে।'

মানিকচকের জোতপাট্টায় এদিন ভাঙন রোধের কাজ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ছড়ায়। বালির বস্তাতে সন্তুষ্ট নন স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখান। ফিরে যেতে হয় সেচ দপ্তরের কর্মীদের। স্থানীয় সাধন মণ্ডল বলেন, 'বাঁধ থেকে গঙ্গার দূরত্ব কোথাও ৫০ কোথাও আবার ২০০ মিটার। ভাঙন রোধে প্রশাসনের শুধুই বক্তার কাজ করছে। যা আমরা চাই না।' মালদা জেলা সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সাধারণ মানুষ নিজেদের দাবিদাওয়া জানাতেই পারেন। তবে কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বিভিন্ন জায়গায় বাঁশের খাঁচার মাধ্যমে ভাঙন রোধের কাজ করছি।' রামনগর, ডোমহাট, রবিদাসপাড়াতেও চলছে ভাঙন। প্রতিটি জায়গাতেই স্থায়ী সমাধানের দাবি উঠছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ভাঙন রোধের কাজের পরেও প্রায় ১৫০ মিটার দীর্ঘ এলাকাজুড়ে ভাঙন হয়েছে। এখানে দুই সপ্তাহ ধরে চলছে গঙ্গার ভাঙন।

এদিকে, জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি রাখা হচ্ছে ২৪টি ফ্লাড শেল্টার, ত্রাণ বিলির ১১টি গোডাউন, ৭টি বোট। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সমস্ত ফেরিঘাটে নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নৌকাগুলিতে লাইফ জ্যাকেট রাখার কথা বলা হয়েছে। তৈরি রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকেও। ত্রাণ শিবিরগুলি থেকে শুকনো খাবার ও পানীয় জল বিলির কাজও শুরু হয়েছে। ১৫ হাজার ত্রিপল বিলির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে প্রশাসন। সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, মালদা জেলায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১,৬৬১ মিলিমিটার। এবছর এখন পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ৭২৩ মিলিমিটার। অর্থাৎ গড় বৃষ্টির অর্ধেক হয়নি। এরই মধ্যে বিপদসীমা অতিক্রম করেছে গঙ্গা। শুক্রবার দুপুর ১২টায় গঙ্গার জলস্তর ছিল ২৪.৮০ মিটার (বিপদসীমা ২৪.৬৯ মিটার, অতি বিপদসীমা ২৫.৩০ মিটার)। বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে মহানন্দা এবং ফুলহরের জলস্তর।

জাভির কোচিংয়ের আবেদন খারিজ

জাভি যদি সত্যিই আগ্রহী হতেন ভারতের কোচ হওয়ার জন্য তবু তাঁকে আমরা নিতে পারতাম না। কারণ প্রচুর টাকার প্রয়োজন তাঁর মতো কোচকে নিতে গেলে। -সুব্রত পাল (ভারতীয় ফুটবল দলের ডিরেক্টর)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : শোনা যাচ্ছে আর মাস কয়েক পরেই কোনও এক ব্যবসায়ীর উদ্যোগে এদেশে আসছেন লিওনেল মেসি। তাঁকে দেখতে যথেষ্টই ট্যাঁকের কড়ি গুনতে হবে ভক্তদের। অথচ মেসির একদা সতীর্থ জাভি হার্নান্ডেজ নিজেই আসার আবেদন করে ফেলা সত্ত্বেও তাঁকে দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে এদেশের ফুটবল সমর্থকদের। সৌজন্যে অবশ্যই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন!

ঘটনাটা কী? না, সদ্যই ভারতের জাতীয় দলের কোচ কারা হতে পারেন তার একটা বাছাই তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে দুই বিদেশির থেকে অনেকখানি এগিয়ে ভারতের কোচ খালিদ জামিল। মূলত আর্থিক কারণেই তিনি বাকিদের পিছনে ফেলেছেন। এআইএফএফের এখন নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা। ১৭০ জনের মধ্যে তিনজন বাছতে গিয়ে প্রথম ভাবতে হয়েছে টাকার কথাই। আর এই একটা কারণেই বাতিল হয়ে গেছেন জাভির মতো কিংবদন্তি। তার থেকেও বড় কথা, চেপেচুপে রাখার চেষ্টা হলেও হঠাৎই জানা গিয়েছে যে এই আবেদনকারী ১৭০ জনের মধ্যে রবি ফাউলার, হ্যারি কেওয়েলদের পাশাপাশি ছিলেন বার্সার প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ জাভিও। শুধু তাই নয়, নিজের ই-মেল আইডি থেকেই আবেদন করেন তিনি। শুধু আবেদনপত্রে তাঁর যোগাযোগের ফোন নম্বরের জায়গাটা ফাঁকা রেখে গিয়েছিলেন বলে খবর। তাঁর এই আবেদনের বিষয়টি স্বীকার করে নেন জাতীয় দলের ডিরেক্টর সুব্রত পালও। তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান, 'হ্যাঁ, আমরা যত আবেদনপত্র পেয়েছিলাম তার মধ্যে জাভি ছিলেন।' কিন্তু শেষমেশ তাঁর আবেদনপত্র খারিজ করে

দেওয়া হয়েছে বাছাই তালিকা তৈরির সময়েই।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হলেও এক্ষেত্রে ফেডারেশনের খুব একটা দোষ দেখছেন না কেউই। কারণ তাঁর বেতনের অঙ্ক যে পরিমাণ তা দেওয়ার ক্ষমতা ফেডারেশনের নেই এটাও সুব্রত মেনে নিয়েছেন, 'জাভি যদি সত্যিই আগ্রহী হতেন ভারতের কোচ হওয়ার জন্য তবু তাঁকে আমরা নিতে পারতাম না। কারণ প্রচুর টাকার প্রয়োজন তাঁর মতো কোচকে নিতে গেলে।' ঘটনা হল, আগেই এক সাক্ষাৎকারে জাভি জানিয়েছিলেন, তিনি ভারতীয় ফুটবল দেখেন এবং নিয়মিত খবরাখবর রাখেন এদেশে এবং এশিয়াতে কাজ করা স্প্যানিশ কোচদের মাধ্যমে। আর্থিক বিষয় ছাড়াও ফুটবল ভক্তরা মনে করছেন, এদেশের ফুটবলারদের নিয়ে কাজ করতেও সমস্যায় পড়তেন জাভি। কারণ তাঁর ফুটবল সম্পর্কে ধারণা থেকে এদেশের ফুটবল ও ফুটবলাররা অনেকটা দূরে। ফলে দায়িত্ব নিলেও তিনি হয় সফল হতেন না বা বেশিদিন কাজ করতে পারতেন না।

জাভি তাঁর পাসিং এবং ফুটবলকে নিয়ে আবেগের জন্য বিখ্যাত। বার্সার হেড কোচ হিসাবেও তিনি ২০২২-'২৩ মরশুমে লা লিগা ও ২০২৩ সালে সুপারকোপা জেতেন। নিজে ফুটবলার হিসাবে ৭৬৭টা সরকারি ম্যাচ খেলেছেন বার্সেলোনার হয়ে। মূলত সের্জিও বুস্কেট ও আন্দ্রে ইনিয়েস্তার সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া একসময়ে বিশ্ব ফুটবলকেই মাতিয়েছে। বার্সার হয়ে একাধিক ট্রফি ছাড়াও তিনি ২০০৮, ২০১২ ইউরো কাপ ও ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জেতেন স্পেনের হয়ে।

ইস্টবেঙ্গল আক্রমণকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। ছবি : ডি মণ্ডল

সিনিয়ারদের নিয়ে মহড়া লাল-হলুদে

> সমর্থকদের জন্য এই ম্যাচ জিততেই হবে।
> -বিনো জর্জ (ইস্টবেঙ্গল কোচ)

> মোহনবাগানের জন্য হৃদয় দিয়ে খেলো।
> -ডেগি কার্ডোজো (মোহনবাগান কোচ)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : মরশুমের প্রথম ডার্বি আগে বরুণদেবের ভ্রূকুটি চিন্তায় রাখছে আইএফএ এবং স্থানীয় আয়োজকদের।

যদিও কল্যাণীর মাঠে জল জমেনি এখনও। তবু বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি থামা তো দূরের কথা, শুক্রবার সারাদিন ভাসাল কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলকে। শুধু তাই নয়, আবহাওয়া দপ্তরের খবর, শনিবার আরও শক্তিশালী হতে পারে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ। ফলে আইএফএ কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ক্লাব কর্তাদের বা বলা ভালো মোহনবাগান ক্লাব কর্তাদের মধ্যে কল্যাণীতে ডার্বি হওয়া নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা যে আছে তা বোঝা যায় সব টিকিট নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায়। বৃষ্টির মধ্যেও দুই তাঁবুতেই সদস্য কার্ডের বিনিময়ে টিকিট তোলার ভিড়। তবু মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত এখনও প্রশ্ন তুলছেন, 'কল্যাণীতে কে যাবে? কেন কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে করা হল না?' সুর মেলান সচিব সৃঞ্জয় বসুও। তবে ডার্বির আকচা-আকচির নিদর্শন রেখে টিপ্পনি কাটতেও ছাড়েন না দেবাশিস, 'আমাদের দলটাকে এত ভয় যে ছোটদের বিরুদ্ধে জিততে ওরা সব সিনিয়ারদের নামিয়ে দিচ্ছে! জানেই তো, সারা বছরে এই একবারই জিতবে।' কল্যাণীতে ডার্বি না করে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে করলে ভালো হতো, এমনটা বলছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারও, 'ডুরান্ড কাপের পর যুবভারতী পাওয়া যেত। ডার্বি তখন ওখানে করলেই ভালো হতো।'

এসব কথায় কান দিচ্ছেন না অবশ্য দুই দলের কোচ-ফুটবলাররা। তাঁরা নিজের নিজের ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত। ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ সিনিয়ার দলের দেবজিৎ মজুমদার, মার্ক জোথানপুইয়া, মার্তন্ড রায়না, প্রভাত লাকড়া, এডমুন্ড লালরিনডিকা, ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ও লালরামসাঙ্গার মতো সিনিয়ারদের নথিভুক্ত করিয়ে প্রথম একাদশে রাখার মহড়া শুক্রবারই সেরে নিলেন। সেখানে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ ডেগি কার্ডোজোর হাতে বড়সড়ো অস্ত্র বলতে দীপেন্দু বিশ্বাস, অভিষেক সূর্যবংশী, কিয়ান নাসিরি, সুহেল আহমেদ বাট ও বহুদিন খেলার মধ্যে না থাকা গ্লেন মার্টিন্স। বিনো নিজের সপক্ষে যুক্তি রাখতে গিয়ে নাম না করে এঁদের প্রসঙ্গই তুললেন, 'সমর্থকদের জন্য এই ম্যাচ জিততেই হবে। আর আমরা না, ওরাও তো কিছু সিনিয়ার খেলাচ্ছে।' সেখানে দেগি তাঁর জুনিয়ার ফুটবলারদের তাতাতে বলেছেন, 'মোহনবাগানের জন্য হৃদয় দিয়ে খেলো।' তবে তাঁর সুবিধা হল, হাতে দীপেন্দু ও কিয়ানের মতো অভিজ্ঞ দুই ভূমিপুত্র থাকা।

সবমিলিয়ে চিরাচরিত উত্তাপ না থাকলেও মাঠে থাকা ১০ হাজার দর্শক যে ডার্বি উন্মাদনায় আবারও মাতোয়ারা হবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। আর এঁদের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে কোনও ত্রুটি রাখছে না কল্যাণী প্রশাসন। ব্যারিকেড থেকে গোটা মাঠে কোলাপসিবল গেট লাগানো কী গোটা কল্যাণী জুড়ে পুলিশ পেট্রলিং সব ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। আপাতত শুধু বৃষ্টি-দেবতাই যেন শেষ ভালোটা করতে দেন, সেই প্রার্থনায় আইএফএ।

তেতে সবুজ-মেরুন শিবিরও

ডার্বির আগে চাপমুক্ত সুহেল আহমেদ বাট।

ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের দাপটে মাথায় হাত মহম্মদ সিরাজের। ম্যাঞ্চেস্টারে।

আজ কলকাতা লিগে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : কল্যাণী
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

পন্থের সাহসকে কুর্নিশ শার্দূলের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ক্রমশ চাপ বাড়ছে টিম ইন্ডিয়ার। সৌজন্যে দলের বেহাল বোলিং।

অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজে পিছিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়া ম্যাঞ্চেস্টারেই সিরিজ হারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে দলের অন্দরে ঋষভ পন্থকে নিয়ে বন্দনা, আবেগ যেমন রয়েছে। তেমনই অধিনায়ক শুভমান গিলের স্ট্র্যাটেজি নিয়েও রয়েছে বিরক্তি। যার নেপথ্যে টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে শার্দূল হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানে তাঁকে দিয়ে কম বোলিং করানোর অভিযোগ তুলে অধিনায়ক শুভমানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। শার্দূল গতকাল ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে পাঁচ ওভার বোলিং করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল আরও অন্তত দুই ওভার বোলিং তিনি করে দিতে পারতেন। কিন্তু মাঠে মূল সিদ্ধান্তটা চিরকালই অধিনায়কের। শার্দূলের কথায়, 'নির্দিষ্টভাবে কোনও অভিযোগ করছি না। মাঠে সবসময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অধিনায়কেরই। কিন্তু তারপরও আমার মনে হয়েছিল, আরও অন্তত দুই ওভার বোলিং করতে পারতাম।'

কম বোলিংয়ের জন্য বিরক্ত

কম বোলিংয়ের বিরক্তির কথা শুনিয়ে দিলেও শার্দূল তাঁর সতীর্থ ঋষভ পন্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। শার্দূল আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার সময়ই মাঠে প্রবেশ ঋষভের। পা ভেঙে যাওয়া সতীর্থের জন্য মাঠ ছাড়তে সময় নিয়েছিলেন শার্দূল। বাউন্ডারি লাইনের ধারে ঋষভের মাথাও চাপড়ে দিয়েছিলেন শার্দূল। তাঁর কথায়, 'ঋষভের প্রতিভা নিয়ে আমাদের কারও কোনও সংশয় নেই। ও বাইশ গজে কী করতে পারে, আমরা সবাই জানি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, পা ভেঙে যাওয়ার পর ভাবতেই পারিনি ও মাঠে নামবে। ব্যাটও করবে। আমাদের দলের রানটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে ঋষভের বড় ভূমিকা রয়েছে।' গতকাল শার্দূল যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন, তাঁর মনের মধ্যে সন্দেহ ছিল পরের ব্যাটার কে হবেন। ঋষভ কি আদৌ মাঠে নামতে পারবেন? বাস্তবে ঋষভ নেমেছিলেন। অপরাজিত ৩৭ থেকে নিজের স্কোরটা ৫৪-তে নিয়ে যান। জোফ্রা আর্চারকে ছক্কাও মারেন। বেন স্টোকসের বলে বাউন্ডারি মেরে অর্ধশতরান পূর্ণ করেছিলেন ঋষভ। এহেন সতীর্থকে নিয়ে আবেগে ভেসে শার্দূল বলেছেন, 'ঋষভ যা করে দেখিয়েছে, খুব বেশি ক্রিকেটার সেটা পারবে না। তাছাড়া ওর মধ্যে বরাবরই একটা পজিটিভ ব্যাপার রয়েছে। ঋষভ বাকিদের চেয়ে আলাদা।'

ফের হার মহমেডানের

কলকাতা, ২৫ জুলাই : আরও একবার এগিয়ে গিয়েও হার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। শুক্রবার কলকাতা লিগের ম্যাচে আসুস রেনবো এসি-র কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল সাদা-কালো ব্রিগেড।

শুক্রবার নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে শুরুর দিকে নেহাত খারাপ খেলেনি মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর মহমেডান। পালটা রেনবো আক্রমণে ঝড় তোলার চেষ্টায় থাকলেও প্রথমার্ধে কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মহমেডানকে এগিয়ে দেন পরিবর্ত নামা শিবা মান্ডি। সজল বাগের ক্রস জালে পাঠান শিবা। এরপর বেশ কিছু সুযোগ পেলেও আর গোলমুখ খুলতে পারেনি মহমেডান। ম্যাচের শেষদিকে ৫ মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল তুলে নেয় রেনবো। ৭৭ মিনিটে সৌভিক ঘোষাল ও ৮২ মিনিটে অমরনাথ বাস্কে গোল করেন। লিগের অন্য ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে ৩-১ গোলে হারাল এরিয়ান ক্লাব।

অশান্তির আঁচ ইস্টবেঙ্গলে

ডার্বিতে বিনোর অস্ত্র এডমুন্ড-মার্তন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : মহারণের মহড়ার মাঝেও অশান্তির আঁচ ইস্টবেঙ্গলে।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে মর্যাদার লড়াই জিততে শনিবার সিনিয়ার ফুটবলাররাই ভরসা লাল-হলুদে। কলকাতা ফুটবল লিগে শেষ কয়েক বছর রিজার্ভ দল খেলাচ্ছে দুই প্রধানই। তবে ডার্বিতে গত বছরও সিনিয়ার দলের কয়েকজন ফুটবলারকে খেলিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এবারও পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সেই পথেই হাঁটছেন লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ।

প্রভাত লাকড়া তো ছিলেনই। সেই সঙ্গে বড় ম্যাচের আগে দেবজিৎ মজুমদার, মার্তন্ড রায়না, মার্ক জোথানপুইয়া, লালরামসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গাদের কলকাতা লিগের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে শনিবার ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের গোলের নীচে দেখা যাবে দেবজিৎকে। ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তেই অসন্তুষ্ট রিজার্ভ দলের এক নম্বর গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র। ঘরোয়া লিগে এবার শুরু থেকে গোলরক্ষকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আদিত্য। কিন্তু ডার্বিতে সুযোগ পাবেন না জেনেই শুক্রবার অনুশীলনে আসেননি। গতবারও শুরুর দিকের ম্যাচগুলোয় নিয়মিত খেললেও বড় ম্যাচে সুযোগ পাননি। শোনা যাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে যা নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিকে লিগে এখনও ছন্দ খুঁজে পায়নি ইস্টবেঙ্গল। ৪ ম্যাচে ঝুলিতে ৫ পয়েন্ট। তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে মোহনবাগান। যদিও তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন বিনো। শরীরী ভাষায় চিন্তার ছাপ থাকলেও মুখে অন্তত তেমনটাই বললেন। লাল-হলুদ কোচ বলেন, 'চারটি ম্যাচের মধ্যে আমরা হেরেছি মাত্র একটা। দুটি ড্র। পয়েন্টের নিরিখে আমরা পিছিয়ে ঠিকই। তবে দলের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে অনেকটাই ভালো। ডার্বির জন্য আমরা তৈরি।' আসলে সিনিয়ার ফুটবলারদের যোগ দেওয়া কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছে বিনোকে।

মহারণের চূড়ান্ত মহড়ায় যা ইঙ্গিত মিলল তাতে রক্ষণে সম্ভবত মার্তন্ডের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন প্রভাত। দুই সাইডব্যাক সুমন দে ও বিক্রম প্রধান। মাঝমাঠে তন্ময় দাস-নসিব রহমান জুটিতেই হয়তো আস্থা রাখবেন বিনো। দুই প্রান্তে এডমুন্ড ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় একপ্রকার নিশ্চিত। এছাড়া ডেভিডকে সামনে রেখে জেসিন টিকে-কে একটু পিছন থেকে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই উজ্জ্বল। সবমিলিয়ে সিনিয়ার ফুটবলারদের পেয়ে যাওয়ায় খানিকটা হলেও শক্তি বাড়বে ইস্টবেঙ্গলের। তা সত্ত্বেও মোহনবাগানকে কোনও অংশে খাটো করে দেখতে নারাজ বিনো।

বিনো বলেছেন, 'দলের স্বার্থে আমাদের কয়েকজন সিনিয়ার ফুটবলার এগিয়ে এসেছে। তেমন মোহনবাগানেও অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছে। আসলে দুই দলের জন্যই ম্যাচটা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ডার্বি একটা যুদ্ধ। যে কোনও মূল্যে এই যুদ্ধটা জিততে হবে আমাদের।' বিনো বললেও তাঁর ছেলেরা বড় ম্যাচের মাহাত্ম্য বুঝলেন কি? ডার্বি যেহেতু কল্যাণীতে তাই কলকাতায় তেমন উত্তেজনা নেই। এমনকি এদিন ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে একজনও সমর্থকের দেখা মিলল না যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

প্রথম কলকাতা ডার্বির প্রস্তুতিতে এডমুন্ড লালরিনডিকা। -ডি মণ্ডল

মহারণের আগে কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শুক্রবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বিপক্ষকে নিয়ে ভাবছেন না ডেগি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : মেঘলা আকাশ। প্রবল বৃষ্টি।

তারই মাঝে ডার্বির মহড়া সারল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কলকাতা লিগ ডার্বির শেষ অনুশীলনে উপস্থিত হাতেগোনা কয়েকজন সমর্থক। কিন্তু তাতে কী? সিনিয়ারদের মতো বাগানের জুনিয়ার ফুটবলাররা ডার্বির আগে ফুরফুরে মেজাজে। নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টায় মাতলেন সন্দীপ মালিকরা। দেখে বোঝার উপায় নেই, এই দলের অনেক খেলোয়াড় প্রথমবার ডার্বি খেলতে নামছে। চোখেমুখে চিন্তার লেশমাত্র নেই। বরং আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট।

শনিবার কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ। যে ম্যাচ নিয়ে উত্তাল বাংলার ফুটবল মহল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল যেখানে সাতজন সিনিয়ারকে ডার্বিতে দলে রাখছে, সেখানে মোহনবাগানের মাত্র তিনজন।

আসলে প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে দারুণ ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান। তাই কোচ ডেগি কার্ডোজো প্রতিপক্ষ দলে কতজন সিনিয়ার রয়েছে, সেইসব নিয়ে ভাবতে রাজি নন। বরং নিজের দলেই মনঃসংযোগ করছেন তিনি। কার্ডোজো বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল কতজন সিনিয়ার খেলাচ্ছে, তাই নিয়ে ভাবতে চাই না। আমরা নিজেদের খেলা নিয়েই মনঃসংযোগ করছি। ছেলেরা ডার্বির জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আমরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের তিন সিনিয়ার ফুটবলার রিজার্ভ দল থেকে উঠে এসেছে। ওদের সঙ্গে বাকিদের ভালো বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। সবাই এই ম্যাচের গুরুত্ব জানে। আমাদের জিততে হবে।'

প্রবল বৃষ্টির কারণে মাঠ নিয়ে চিন্তিত বাগান ম্যানেজমেন্ট। আইএফএ-কে কটাক্ষ করে বাগান কোচ বলেছেন, '২০২৫ সালে আইএফএ-র ভাবা উচিত, কোন মাঠে ডার্বি হওয়া দরকার।' বাগান শিবির থেকে বারংবার কল্যাণীর স্টেডিয়ামের মাঠের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর করা হয়েছে।

কোচের সুরে সুর মিলিয়ে দীপেন্দু বিশ্বাসও বলে গেলেন, 'আমরা কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব। নিজেদের খেলার দিকেই মনঃসংযোগ করছি। দলের নতুন ফুটবলারদেরকে আমরা এই ম্যাচের গুরুত্ব বুঝিয়েছি।'

শনিবাসরীয় ডার্বিতে মোহনবাগানের বাজি কিন্তু জুনিয়ার ব্রিগেড। তাই সিনিয়ার ফুটবলার অভিষেক সূর্যবংশীকে রেজিস্ট্রেশন করা হলেও ডার্বিতে তিনি নেই। তিন সিনিয়ার ফুটবলার সুহেল আহমেদ বাট, কিয়ান নাসিরি ও দীপেন্দুকে প্রথম একাদশে রেখেই দল সাজাচ্ছেন ডেগি কার্ডোজো। গোলে দ্বীপ্রভাত ঘোষ খেলবেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে বিলাল সিভির সঙ্গে দীপেন্দু থাকবেন। রাইট ব্যাকে লিওয়ান কাসতানা নিশ্চিত। তবে লেফট ব্যাকে মার্শাল কিসকু না রোশন সিং, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে গেল। মাঝমাঠে অধিনায়ক সন্দীপের সঙ্গে কালিম্পংয়ের মিংমা শেরপার খেলা নিশ্চিত। দুই উইংয়ে সালাউদ্দিন আদনানের সঙ্গে কিয়ানকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আপফ্রন্টে মোহনবাগানের বাজি সুহেল ও শিলিগুড়ির করণ রাই।

কলকাতা লিগের ডার্বি

ম্যাচ ১৫৬। ইস্টবেঙ্গল জয়ী ৫২
মোহনবাগান জয়ী ৪৪। ড্র ৬০

লিগের বৃহত্তম ব্যবধান

ইস্টবেঙ্গল ৪-০ (১৯৩৬ ও ২০১৫)।
মোহনবাগান ৩-০ (১৯৪৮, ১৯৫১ ও ১৯৬৩)।

শতাধিক বছরের লিগ ডার্বিতে আজ পর্যন্ত কেউ হ্যাটট্রিক করতে পারেননি।

শেষ পাঁচ বছরে দুই প্রধানের সাক্ষাৎকার

ম্যাচ ১৮। মোহনবাগান ১৩
ইস্টবেঙ্গল ৪। ড্র ১
(এই ১৮ ম্যাচের ১০টি ম্যাচই খেলা হয়েছে আইএসএলে)

মোট ডার্বি ৩৮৬

ইস্টবেঙ্গল ১৩৩। মোহনবাগান ১৩১। ড্র ১২২

-হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ শুভ জন্মদিন ত্রিজয়, প্রিয় ত্রিজয়, তোর মুখে থাক চিরকাল হাসি, সাফল্য আর আনন্দে ভরে উঠুক তোর জীবন। **–দিদি, মামু আর মিমি'র** পক্ষ থেকে রইল ভালোবাসা আর অনেক আশীর্বাদ।

বিবাহবার্ষিকী

☺ **শ্রী রতন কাঞ্জিলাল ও শ্রীমতী পিয়ালী কাঞ্জিলাল (ভারতনগর) :** শুভ ৩৬তম বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা রইল। শুভকামনায় **"মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট", রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।**

রুট প্রাচীরে ধাক্কা বুমরাহদের

ভারত : ৩৫৮
ইংল্যান্ড : ৫০০/৫
(১২০ ওভার পর্যন্ত)

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : টেস্টে শচীন তেন্ডুলকারের ১৫৯২১ রানের শিখর আদৌ কি নিরাপদ? প্রশ্নটা বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের তৃতীয় দিনে প্রশ্নটা আরও বড় আকার নিল।

সৌজন্যে জো রুট। অ্যালিস্টার কুককে পেরিয়ে আগেই ইংল্যান্ডের সর্বাধিক টেস্ট রানের মালিকানা দখলে নিয়েছিলেন। আজ রুট ক্লাসিক উসকে দিল শচীনের প্রায় অলঙ্ঘনীয় রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা।

৩৮তম টেস্ট সেঞ্চুরি ইনিংসে রিকি পন্টিংকে (১৩,৩৭৮) পিছনে ফেলে সর্বাধিক টেস্ট রানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গেলেন। রুটের সামনে শুধু ভারতীয় ক্রিকেট ভগবান। দীর্ঘদিন শচীনের শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া পন্টিং থেমে গিয়েছিলেন ১৪ হাজার রানের আগেই। বছর

পন্টিংকে টপকে সামনে শুধু শচীন

চৌত্রিশের জো রুট কোথায় থামবেন?

ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল। ১৫৭তম টেস্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় সেকেন্ড বয়। আরও বছর তিন-চারেক ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে শচীনের সঙ্গে ব্যবধানও মুছে ফেলা অসম্ভব নয়। উত্তর অবশ্য সময়ের হাতে, ভবিষ্যতের গর্ভে।

চলতি ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের তৃতীয় দিনের হালহকিকতে ভারত অবশ্য আটকে সেই অতীতেই! ১৯৯০ সালে এখানেই শচীন তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির স্বাদ পান। অভিষেক হয় অনিল কুম্বলের। যদিও দলগত সাফল্যের ঝুলিটা শূন্য (৯টি টেস্টে জয় নেই) ভারতের। ভাগ্যের চাকা এবারও বদলানোর সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ। বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলির বাজবলের দাপটের পর শুক্রবার ওলি পোপ, বেন স্টোকসের ঝলক, রুট স্পেশালে ফের হারের আশঙ্কায় শুভমান গিল ব্রিগেড।

ভারতের ৩৫৮ রানের জবাবে ১২০ ওভারে ইংল্যান্ড ৫০০/৫। লিড ১৪২। ম্যারাথন ইনিংস খেলে অবশেষে রবীন্দ্র জাদেজার শিকার হন রুট (১৫০)। ক্রিজে জেমি স্মিথ (২) ও লিয়াম ডসন (১)। ৬৬ রানের মাথায় হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট মাঠ ছাড়েন স্টোকস। বাকি দুইদিনে যে দাপটে রাশ টেনে ম্যাচে ফিরতে অবিশ্বাস্য ক্রিকেট প্রয়োজন। যদিও ঝুঁকে পড়া শুভমানদের দেখে সেরকম কিছু প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। উলটে চিন্তা বাড়াচ্ছে ক্লান্ত জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের বারবার মাঠ ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়া।

২২৫/২ থেকে এদিন খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। ভারত তখনও ১৩৩ রানে এগিয়ে। ম্যাচে ফিরতে তৃতীয় দিনের সকালে কয়েকটা উইকেট দরকার ছিল। যদিও প্রত্যাঘাতের জবাবের বদলে পোপ-রুটের সহজ খাদ্যে পরিণত হওয়া। প্রথম সেশনে ২৮ ওভারের প্রচেষ্টায় উইকেটহীন!

ভাগ্যও সঙ্গ দেয়নি বুমরাহ-সিরাজদের। প্রথম দুইদিনে মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। ইংরেজ বোলাররা যার সুবিধা পেয়েছে। আজ পরিষ্কার আকাশ, ঝলমলে রোদ। বদলে যাওয়া আবহাওয়া বুমরাহ, সিরাজদের চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন করে দেয়। ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১০৭ রান যোগ করে লাঞ্চে ইংল্যান্ড পৌঁছে যায় ৩৩২/২-এ। বিক্ষিপ্ত কিছু বলে অস্বস্তিটুকু সরিয়ে রাখলে প্রায় নিখুঁত ব্যাটিংয়ে গৌতম গম্ভীরদের কপালের ভাঁজটা বাড়ালেন দুইজনে। ক্রিকেটীয় শটের সঙ্গে জাদেজার স্পিন ভাঙতে অনায়াসে রিভার্স সুইপ করলেন রুট। পোপ আগাগোড়া দাপুটে মেজাজে।

ভারতীয় বোলারদের কাছে যার উত্তর ছিল না। অসহায় লাগছিল বুমরাহকেও! লম্বা প্রতীক্ষার পর সাফল্য মাঝের সেশনে ওয়াশিংটন সুন্দরের হাত ধরে। একেবারে জোড়া ধাক্কা। ১৪৪ রানের জুটিতে ব্রেক লাগিয়ে প্রথমে ফেরান পোপকে (৭১)। নীচু ক্যাচ স্লিপে লোকেশ রাহুলের হাতে।

কয়েক ওভার পর সুন্দরের ঝোলায় হ্যারি ব্রুক (৩)। ক্রিজ থেকে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে বলের লাইন মিস। বাকি কাজটা সারেন ঋষভ পন্থের পরিবর্তে কিপিংয়ের দায়িত্ব সামলান ধ্রুব জুরেল। ৩৪১/২ থেকে ৩৪৯/৪। জোড়া অক্সিজেনে মনে হচ্ছিল, হয়তো ভারতের প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে।

রুট প্রাচীরে সেই সম্ভাবনা আটকে যায়। সংগতে স্টোকস। ব্যাটিং, বোলিং হোক ফিল্ডিং-গোটা সিরিজ জুড়ে স্টোকসের অলরাউন্ড শো। গতকাল ৫ উইকেট নিয়ে ফিরেছিলেন। আজ ফিরলেন হাফ সেঞ্চুরিতে প্রতিপক্ষকে আরও কোণঠাসা করে। ৯১ ওভারের মাথায় দ্বিতীয় নতুন বল নিয়েও রুটের রেকর্ড ভাঙা গড়া খেলায় ব্রেক লাগানো যায়নি। ১৭৮ বলে ১২টি চারের সাহায্যে ৩৮তম শতরান পূরণ করে নেন। ১২০-র মাথায় সর্বাধিক রানে টপকে যান পন্টিংকে। কমেন্ট্রি বক্সে তখন স্বয়ং পন্টিং।

রুটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'গত ৪-৫ বছরে রুটের খেলা বিশাল পরিবর্তন এসেছে। ৫০ স্কোরগুলিকে শতরানে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর বড় সেঞ্চুরি। যা গ্রেট ক্রিকেটারের লক্ষণ।' চা পানের বিরতিতে মাঠ ছাড়ার সময় রুটের যে কীর্তিকে সম্মান জানালেন সিরাজও। বাড়িয়ে দেন অভিনন্দনের হাত।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১ থেকে গত পাঁচ বছরে ২১টি সেঞ্চুরি করেছেন রুট। আরও ৪-৫ বছর খেললে? উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আরও বড় রেকর্ড, শচীন শিখরে পা রাখার হাতছানি।

নজরে রুট

১৩৪০৯ সর্বাধিক টেস্ট রানসংখ্যায় রাহুল দ্রাবিড় (১৩২৮৮), জ্যাক কালিস (১৩২৮৯) ও রিকি পন্টিংকে (১৩৩৭৮) টপকে দুই নম্বরে উঠে এসেছেন জো রুট (১৩৪০৯)। সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার (১৫৯২১)।

৩৮ টেস্ট শতরানের সংখ্যায় চার নম্বরে আছেন রুট (৩৮)। সামনে পন্টিং (৪১), কালিস (৪৫) ও তেন্ডুলকার (৫১)।

১২ ভারতের বিরুদ্ধে রুটের শতরান সংখ্যা। যা টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে কোনও ব্যাটারের সর্বাধিক শতরান। পেছনে ফেলে দিলেন স্টিভেন স্মিথকে (১১)।

৩ কোনও একটি দেশের বিরুদ্ধে টেস্টে সর্বাধিক শতরানের নিরিখে রুটের স্থান তৃতীয়। ভারতের বিরুদ্ধে রুটের ১২ শতরানের আগে রয়েছেন সুনীল গাভাসকার (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৩) ও স্যর ডন ব্র্যাডম্যান (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯)।

টেস্ট কেরিয়ারের ৩৮তম শতরানের পর জো রুট। ম্যাঞ্চেস্টারে শুক্রবার।

উনিশের দিব্যার অস্ত্র নিখুঁত কৌশল

বাতুমি, ২৫ জুলাই : প্রথমবারের জন্য মেয়েদের দাবা বিশ্বকাপ ফাইনালে দুই ভারতীয়। মুখোমুখি দিব্যা দেশমুখ-কোনেরু হাম্পি। অর্থাৎ খেতাব আসছে ভারতেই।

ফাইনালের প্রথম রাউন্ড শনিবার। দ্বিতীয় রাউন্ড রবিবার। দুই দিনে নিষ্পত্তি না হলে ম্যাচ গড়াবে টাইব্রেকারে। যা অনুষ্ঠিত হবে সোমবার। ভারতীয় মহিলা দাবার মুখ দীর্ঘদিন ধরেই হাম্পি। তিনিই দেশের একনম্বর। উলটোদিকে মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার তথা আন্তর্জাতিক মাস্টার দিব্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য পেয়েছেন আগেও। তবে সেই অর্থে শিরোনামে আসেননি। অভিজ্ঞ হাম্পির বিরুদ্ধে ফাইনালে অনেকেই বাজি ধরছেন নাগপুরের ১৯ বছরের দাবাড়ুর ওপর। দেশ-বিদেশে বহু লড়াই জয়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন দিব্যা। তাঁর অস্ত্র নিখুঁত কৌশল, সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় হিসেব কষে খেলা।

সেমিফাইনালে নিজের পারফরমেন্সে অবশ্য সন্তুষ্ট হতে পারেননি দিব্যা দেশমুখ। বলছিলেন, 'আরও ভালো খেলতে পারতাম। মাঝের দিকে নিজেই ম্যাচটা কঠিন করে ফেলি। নাহলে জয় আরও মসৃণ হত। ভাগ্যও সহায় ছিল আমার।'

ফাইনালে সামনে অভিজ্ঞ হাম্পি

কোনেরু হাম্পি

দিব্যা দেশমুখ

সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'সহজ উপায় ফাইনালে যাওয়ার মধ্যে আনন্দ কই? ম্যাচটা নাটকীয় না হলে আমি জিততাম না।'

উলটোদিকে ফাইনালে পৌঁছে হাম্পি বলেছেন, 'অসম্ভব কঠিন একটা ম্যাচ খেলেছি। বিশেষ করে শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে ছিলাম। পরের দিকে সমস্যা হয়নি।' ফাইনালে স্বদেশি এবং একইসঙ্গে বয়সে অনেক ছোট দিব্যার মুখোমুখি হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ভারতীয় দাবা সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে সম্ভবত। আর দিব্যার বিরুদ্ধে ম্যাচটা কঠিনও হতে চলেছে। চলতি বিশ্বকাপে ও দারুণ ছন্দে রয়েছে।'

দিব্যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিশ্বনাথন আনন্দও। সরাসরি না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর চোখে ফাইনালে ফেভারিট দিব্যাই। আনন্দ বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য দিব্যার। ও একের পর এক প্রতিপক্ষকে যেভাবে হারিয়েছে তাতে কখনওই বলা যায় না এটা অপ্রত্যাশিত। দিব্যা যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।'

'টাইমড আউট' নিয়ে ঋষভকে খোঁচা লয়েডের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : আপাত নিরীহ ইয়র্কারে পা ভাঙা।

প্রথমদিন রক্তাক্ত হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়। সেই ভাঙা পা নিয়েই দ্বিতীয় দিনে লড়াইয়ে দুরন্ত নজির তৈরি। ভারত, ইংল্যান্ড নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঋষভ পন্থের যে প্রয়াসকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে। তবে ফুলের সঙ্গে থাকছে কাঁটাও।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ক্রিজে পৌঁছোতে দেরি। যা নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না ইংল্যান্ড ক্রিকেট মহলও। যুক্তি, শার্দূল আউটের পর ক্রিজে পৌঁছোতে ২ মিনিটের বেশি সময় নেন ঋষভ। যে দেরির জন্য ইংল্যান্ড টিম কিন্তু 'টাইমড আউট'-এর দাবি জানাতেই পারত। কিন্তু ক্রিকেটীয় স্পিরিট দেখিয়েই সেই পথে হাঁটেনি বেন স্টোকসরা।

সিঁড়ির রেলিং ধরে নামতে ঋষভ পন্থের দেরি হওয়ায় টাইম আউটের কথা ভাবতে পারত ইংল্যান্ড।

প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড লয়েড বলেছেন, 'কখনও পন্থের মতো এরকম চোট পাইনি। ভাঙা আঙুল নিয়ে একবার অবশ্য ব্যাট করেছিলাম। পন্থ সেখানে দাঁড়াতেই পারছিল না। তারপরও যন্ত্রণা নিয়েই বীরের মতো ব্যাট করতে নেমেছে। তবে আমার আশপাশে থাকা দুই-একজন প্রাক্তন বলছিল, 'পন্থ যতটা দেখাচ্ছে, চোট ততটা গুরুতর নয়।' চোটের ফায়দা নিচ্ছে। দেরিতে ক্রিজে পৌঁছোনোর জন্য টাইমড আউট দেওয়া উচিত ছিল ঋষভকে।'

লয়েডের মতে, এরকম গুরুতর চোটের ক্ষেত্রে পরিবর্ত ক্রিকেটার নামানোর নিয়ম চালু হওয়া উচিত। প্রাথমিকভাবে ৬ সপ্তাহ মাঠের বাইরে কাটাতে হবে বলা হচ্ছে। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে ঋষভ পন্থের চোট কতটা

পন্থকেই দুষছেন বয়কট

গুরুতর। ফলে 'লাইক ফর লাইক' প্রয়োজন এরকম পরিস্থিতিতে। পরিবর্ত হিসেবে ঋষভের বদলে একজন উইকেটকিপার-ব্যাটার খেলানো যেতে পারত। আইসিসি-র উচিত এনিয়ে ভাবনা চিন্তা করার।

জিওফ্রে বয়কট চোটের জন্য অবশ্য দুষছেন ঋষভকেই। কিংবদন্তি ওপেনারের মতে, ইনিংসের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্রিস ওকসের ইয়র্কারে ওরকম 'আনঅর্থডক্স' শট (রিভার্স সুইপ) খেলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বলেন, 'এভাবে যখন কোনও ক্রিকেটার চোট পায়, খারাপ লাগে। বিশেষত, ঋষভের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটার। তবে চোটের জন্য ও নিজেই দায়ী থাকবে। চিরাচরিত শটেই ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে ওরকম শট খেলার প্রয়োজন ছিল না।'

দোশির নামে ইডেনে সাজঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : মাসখানেক আগে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। প্রয়াত দিলীপ দোশির স্মরণে এবার ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘরের নামকরণ হচ্ছে বলে খবর। সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা ইতিমধ্যেই দোশির নামে ইডেনের সাজঘরের নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। খুব দ্রুত সরকারিভাবে তার ঘোষণা হওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, ইডেনের হোম টিমের সাজঘরের নাম হবে প্রয়াত দোশির নামে। অতীতে সৌরাষ্ট্রের পাশে বাংলা দলের হয়েও দীর্ঘসময় খেলেছেন দোশি। বাংলা ক্রিকেটে তাঁর অবদানের কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত সিএবি-র। এদিকে, সিনিয়ার বাংলা দলের অনুশীলন চলছে জোরকদমে। আজ দুপুরের দিকে অনুশীলন শেষের পর সামান্য সময়ের সঙ্গে সেখানে হাজির হয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী সপ্তাহতেও তিনি বাংলা অনুশীলনে ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিতে আসতে পারেন বলে খবর।

অনিশ্চিত নীরজ-নাদিম সাক্ষাৎ

ওয়ারশ, ২৫ জুলাই : আবারও অনিশ্চিত নীরজ চোপড়া-আর্শাদ নাদিম সাক্ষাৎ। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের পর ১৬ অগাস্ট আসন্ন পোল্যান্ড ডায়মন্ড লিগে নীরজ ও নাদিমের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। সুইৎজারল্যান্ড ডায়মন্ড লিগেও দুই তারকা জ্যাভলারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল। তবে সম্প্রতি ইংল্যান্ডে গিয়ে পায়ের পেশিতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন পাকিস্তানের জ্যাভলার আর্শাদ। তাঁর কোচ বাট জানিয়েছেন, 'নাদিম এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দিকেই মনোনিবেশ করছে। আমার মনে হয় না তার আগে নীরজ-আর্শাদ একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে।'

পন্থের সাহসকে কুর্নিশ শার্দূলের

-খবর তেরোর পাতায়

সেমিতে সাউডাঙ্গি, ফাটাপুকুর

রাজগঞ্জ, ২৫ জুলাই : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের পরিচালনায় রাজগঞ্জ ব্লক পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল সাউডাঙ্গি পিকে রায় হাইস্কুল, ফাটাপুকুর সারদামণি হাইস্কুল, বেলাকোবা হাইস্কুল, রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুল। সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলের মাঠে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে সাউডাঙ্গি টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ফুলবাড়ি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ফাটাপুকুর ১-০ গোলে মান্তাদারি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বেলাকোবা ১-০ গোলে কেবলপাড়া হাইস্কুলকে হারিয়েছে। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুল ২-০ গোলে বন্ধুনগর ডিএন হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়।

শোকসভা

কাজল সান্যাল প্রয়াণ : ৩০/০৬/২০২৫
জয়দীপ চ্যাটার্জী প্রয়াণ : ১২/০৫/২০২৫

আমাদের সকলের প্রিয় কাজল সান্যাল এবং জয়দীপ চ্যাটার্জী-এর অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত ও মর্মাহত। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনার্থে ২৭শে জুলাই ২০২৫ (রবিবার) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ক্লাবগৃহে শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের সকল সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

সম্পাদক
বিবেকানন্দ ক্লাব
শিলিগুড়ি

নোটিশ

আমার মক্কেলদ্বয় (১) শ্রীমতী সাথী ব্যানার্জি ওরফে বন্দ্যোপাধ্যায় (চক্রবর্তী) স্বামী স্বর্গীয় শ্রী সনৎ চক্রবর্তী সাং- লকড়ীখানা লেন, পোঃ- মোকদুমপুর, থানা- ইংরেজবাজার, জেলা- মালদহ, পিন- ৭৩২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, বর্তমান ঠিকানা প্রযত্নে স্বর্গীয় দীনেন্দ্র কৃষ্ণ ব্যানার্জি (বন্দ্যোপাধ্যায়) সাং- রায়পুর, পোঃ- মোকদুমপুর, থানা- ইংরেজবাজার, জেলা- মালদহ, পিন- ৭৩২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, (২) শ্রীমতী প্রীতি ব্যানার্জি ওরফে বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাদুড়ী) স্বামী শ্রী ধ্রুবশীষ ভাদুড়ী, সাং- গয়েশপুর, পোঃ- ঝলঝলিয়া, থানা- ইংরেজবাজার, জেলা- মালদহ, পিন- ৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ। তাহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় দীনেন্দ্র কৃষ্ণ ব্যানার্জি (বন্দ্যোপাধ্যায়), পিতা- স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ব্যানার্জি (বন্দ্যোপাধ্যায়)কে (১) শ্রী দেবাশীষ ব্যানার্জি (বন্দ্যোপাধ্যায়) (২) শ্রী শিবাশিষ ব্যানার্জি (বন্দ্যোপাধ্যায়) উভয়ের পিতা দীনেন্দ্র কৃষ্ণ ব্যানার্জি (বন্দ্যোপাধ্যায়) কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার আমমোক্তার নামা দলিল নম্বর IV-৮ তারিখ ০৬/০১/১৯৮১।

উক্ত আমমোক্তার নামার তপশিল মৌজা- রায়পুর, জে.এল নং-৯৬, এল.আর ৯৫ ও ২৪১, আরএস খতিয়ান নং ১১৯, ১১৮, ২৬১, ৭১ এবং দাগ নং ১০৮, ১০৭, ৪৯২, ৮১ মোট জমির পরিমান ৬৬ শতক হইতেছে।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এক্ষুণে আমার উপরিউক্ত মক্কেলদ্বয়ের নামে উক্ত জমির মিউটেশনে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাসের মধ্যে ইংরেজবাজার বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপনার আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা একতরফা শুনানি হইবে।

Sd/-
Aniruddha Das (Advocate)
Malda bar association
Reg no- WB/678/2005
Mobile no-9932759646

পাকিস্তান দলে ফিরলেন শাহিন

লাহোর, ২৫ জুলাই : পাকিস্তানের টি২০ দলে ফিরলেন জোরে বোলার শাহিন শা আফ্রিদি। ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর শাহিন পাকিস্তানের টি২০ দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানও বাদ পড়েছিলেন।

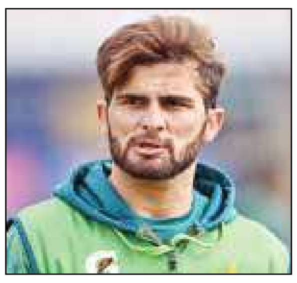

আশ্চর্যজনকভাবে শাহিনকে টি২০-র দলে ফেরানো হলেও বাবর-রিজওয়ানদের সেই দলে রাখা হয়নি। ফলে মনে করা হচ্ছে, বাবর-রিজওয়ানের টি২০ কেরিয়ার কার্যত শেষ।

কুড়ির ক্রিকেটে সুযোগ না পেলেও বাবর-রিজওয়ানরা পাকিস্তানের একদিনের দলে রয়েছেন। আগামী অগাস্ট মাসে পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে। সেখানে শাহিনদের তিনটি টি২০ ও তিনটি একদিনের ম্যাচের সিরিজ রয়েছে। আজ পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচকরা সেই সিরিজের দল ঘোষণা করেছেন। যেখানে শাহিন সাদা বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করলেও বাবর-রিজওয়ানরা টি২০-র স্কোয়াডে সুযোগ না পাওয়ার কারণে তাঁদের টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

টি২০ স্কোয়াড : সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, খুশদিল শা, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ নওয়াজ, শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, শাহিন শা আফ্রিদি ও সুফিয়ান মোকিম।

ওডিআই স্কোয়াড : মহম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক), সলমন আলি আঘা, আব্দুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ নওয়াজ, নাসিম শা, সাইম আয়ুব, শাহিন শা আফ্রিদি ও সুফিয়ান মোকিম।

যশ ফের ধর্ষণের অভিযোগে বিদ্ধ

জয়পুর, ২৫ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের পর এবার রাজস্থানের জয়পুর। ফের ধর্ষণের অভিযোগে বিদ্ধ ক্রিকেটার যশ দয়াল। তাঁর বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগ জমা পড়েছে জয়পুরের সাঙ্গান থানায়। অভিযোগ, ক্রিকেট জীবন গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেছেন যশ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসারের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে জয়পুর পুলিশ। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, বছর দুয়েক আগে ক্রিকেটের সূত্রেই যশের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। অভিযোগকারিণী সেই সময় নাবালিকা ছিলেন। আইপিএলের ম্যাচ খেলতে যশ সেই সময় জয়পুরে হাজির হয়ে তাঁকে হোটেলে ডেকেছিলেন ক্রিকেট নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার লক্ষ্যে। সেখানেই প্রথমবার ধর্ষিত হন অভিযোগকারিণী। আরসিবি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে একই কাণ্ড করেছেন যশ। বাস্তব যাই হোক না কেন, অল্প সময়ের মধ্যে দেশের দুই প্রান্তে জোড়া ধর্ষণের অভিযোগে বিদ্ধ যশ নিশ্চিতভাবেই বড় সমস্যায়। যার শেষ কোথায়, সেটাই দেখার।

হ্যাটট্রিক স্বপনের

রায়গঞ্জ, ২৫ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে শুক্রবার ফ্রেন্ডস অফ দিশা ৮-০ গোলে বেণুভারতী ফুটবল কোচিং ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা স্বপন মার্ডি হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল বুধিলাল মুর্মুর। দিশার বাকি গোলগুলি জোহান মার্ডি, বাবুরাম মুর্মু ও মঙ্গল বাস্কের। সোমবার খেলবে অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। **ছবি : রাহুল দেব**

ম্যাচের সেরা স্বপন মার্ডি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা ববিতা ঘোষ - কে 04.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68E 16321 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি একজন মহিলা হিসেবে নিজের এবং নিজের পরিবারের উন্নত জীবনের জন্য আমি সবসময় বড় স্বপ্ন দেখতাম। আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমার জীবন পরিবর্তন করার জন্য এবং আমার অপূর্ণ সমস্ত স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফোটোসেশনে কিক বক্সিংয়ে সফল খেলোয়াড়রা।

সোনা দেবাদিত্য, বর্ষ ও দেবজিতের

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুলাই : যাদবপুরে রাজ্য কিক বক্সিংয়ে তিনটি সোনা সহ ১৫টি পদক এসেছে সাভাতে অ্যাসোসিয়েশন অফ দক্ষিণ দিনাজপুরের ঘরে। সোনা জিতেছে দেবাদিত্য দাস, বর্ষ সরকার ও দেবজিৎ দে। রুপো পেয়েছে সেলিম মণ্ডল, প্রতিভা বর্মন, পাপাই রায় ও সৃজন মান্ডি। এছাড়াও ব্রোঞ্জ জিতেছে ৮ জন। প্রত্যেকে অঞ্জন মান্ডির অধীনে প্রশিক্ষণ নেয়।

চ্যাম্পিয়ন বর্ষাপাড়া

পতিরাম, ২৫ জুলাই : আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পতিরাম বর্ষাপাড়া। শুক্রবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে শ্রীপুর দলকে হারিয়েছে। বড়ম মাঠে গোলটি করেন সঞ্জিত হাঁসদা। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৩ হাজার টাকা।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পতিরাম বর্ষাপাড়া।

ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

৫ গোল গৌরাঙ্গপুরের

বালুরঘাট, ২৫ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার গৌরাঙ্গপুর ৫-২ গোলে ভোরের আলো ফুটবল দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে গৌরাঙ্গপুরের প্রদীপ মুর্মু ও অশোক টুডু জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি বিকাশ মার্ডির। ভোরের আলোর গোলস্কোরার রতন মুর্মু ও স্বপন মুর্মু।

জয়ী মিলন, দেশবন্ধু

মালদা, ২৫ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার তালতলা মিলন সংঘ ২-০ গোলে রায়লাপাড়া সাঁওতালি ক্লাবকে হারিয়েছে। বুধিরাম সোরেন ও ম্যাচের সেরা সুশান্ত টুডু গোল করেন।

অন্য ম্যাচে শ্রীরামপুর দেশবন্ধু ক্লাব ১-০ গোলে টিএমএস গাজোলের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন ম্যাচের সেরা বাপি হাঁসদা।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে সুশান্ত টুডু।
ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

কলকাতা র‍্যাকেট ক্লাবের তরফে আয়ান ধানুকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। ৩২তম এশিয়ান স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতে কোরিয়া থেকে ফিরেছে কলকাতার স্কুল ছাত্র আয়ান। তার হাতে শুক্রবার স্মারক তুলে দেন ক্লাবের সভাপতি ধ্রুব আগরওয়াল। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া।

সুপার লিগ শুরু

তুফানগঞ্জ, ২৫ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলের সুপার লিগ পর্যায় শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ৯-১ গলে ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশকে হারিয়েছে।